প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বইতুস্‌সালাম রিয়াদ

তাফহীমুস্‌সুন্না সিরিজ - ১৮

কিয়ামতের আলামত

মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম
রিয়াদ

ح محمد إقبال كيلاني ، ١٤٢٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلاني ، محمد إقبال

اشراط الساعة. / محمد إقبال كيلاني. - الرياض ، ١٤٢٩ هـ

١٧٦ ص ؛ .. سم - (تفهيم السنة ؛ ١٨)

ردمك : ٩-٠٢١٣-٠٠-٦٠٣-٩٧٨

١ - علامات القيامة ٢ - القيامة أ. العنوان ب. السلسلة

ديوي ٢٤٣ ١٤٢٩/١٧١٧

رقم الإيداع : ١٤٢٩/١٧١٧

ردمك : ٩-٠٢١٣-٠٠-٦٠٣-٩٧٨

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون:-4460129 فلكس :4462919

موبائل:0505440147 – 052033260 – 0542666646

সূচীপত্র

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁরই প্রেরিত রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি।

ঈমানের রুকনসমূহের মধ্যে একটি রুকন, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। মুসলমান হিসেবে আমরা এ বিশ্বাস অবশ্যই রাখি যে, কিয়ামত হবে; কিন্তু "কিয়ামত হবে" শুধু এ বিশ্বাস থাকাই কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনার একমাত্র দাবী নয়; বরং তার দাবী হল, সেজন্য প্রস্তুতি নেয়া। আর ঐ কিয়ামতের রয়েছে অনেক আলামত, যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এক এক করে প্রকাশ পাবে। অবশ্য ইতিমধ্যে তার বেশ কিছু আলামত প্রকাশ হয়ে গেছে। যদিও অনেক মুসলমানই সে ব্যাপারে ওয়াকেফ হাল নয়, আর তার জন্য প্রস্তুতি তো সুদূর পরাহত।

উর্দুভাষী সুলেখক জনাব ইকবাল কিলানী সাহেব, তাঁর লিখিত "আলামতে কিয়ামত কা বায়ান" নামক গ্রন্থে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে, দলীল প্রমাণ ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা একজন মুসলমানের জন্য কিয়ামত সম্পর্কে জানতে ও তার প্রস্তুতির কথা স্মরণ করাতে খুবই সহায়ক। তাই বইটি বাংলায় অনুবাদের ব্যাপারে লিখক কর্তৃক দায়িত্ব পেয়ে আমি আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্ত্বেও একাজ করতে শুরু করি। এই আশায় যে, এ গ্রন্থ পাঠে বাংলা ভাষী মুসলমান কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে অবগত হয়ে, তার প্রস্তুতি নিতে আগ্রহী হবে। আর এ উসীলায় মহান আল্লাহ এ গোনাহগারের প্রতি সদয় হয়ে তার পাপসমূহকে ক্ষমা করবেন।

শেষে সুহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট এ আবেদন থাকল যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তি তাদের দৃষ্টি গোচর হলে, তারা তা আমাকে অবগত করালে আমি পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বিঃদ্রঃ প্রিয় পাঠক গ্রন্থের কলেবরের প্রতি লক্ষ্য রেখে মূল গ্রন্থের ভূমিকা থেকে কিছু কিছু অংশ বাদ দেয়া হয়েছে।

ফকীর ইলা আফভী রাব্বিহিঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ
রিয়াদ, সউদী আরব ।
পি.ও. বক্স-৭৮৯৭(৮২০)
রিয়াদ-১১১৫৯ কে. এস. এ.
মোবাইলঃ ০৫০ ৪১ ৭৮ ৬৪৪

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، والعاقبة للمتقين ، اما بعد:

কিয়ামত হবে সুনিশ্চিত; কিন্তু কিয়ামত কখন হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেনা। একদা জিবরীল (আঃ) সাহাবাগণের উপস্থিতিতে (মানুষরূপে)আসল এবং রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করল, তখন তিনি বললেনঃ কিয়ামতের জ্ঞান প্রশ্নকৃত (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন কর্তা জিবরীল (আঃ) থেকে অধিক জানে না। তবে আমি তোমাকে কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করছি। মহিলা তার মনিবকে জন্ম দিবে, বস্ত্রহীন, জুতাহীন ব্যক্তি জনগণের নেতা হবে, আর কাল উটের রাখালরা যখন উচ্চ দালান কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে (ইত্যাদি)। কিয়ামতের নিদর্শনের অর্ন্তভুক্ত। (মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, কিয়ামত হওয়ার সঠিক জ্ঞান এক মাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অবশ্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত ফেতনা, আগন্তক কিছু ঘটনা এবং কিয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে প্রাকাশ পাবে এমন কিছু আলামত সম্পর্কে সর্তক করেছেন। হাদীসের ভান্ডারে কিয়ামত সম্পর্কে আমরা তিন প্রকারের হাদীস পেয়ে থাকি। প্রথমতঃ ঐ সমস্ত হাদীস যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময় অতিক্রমরে সাথে সাথে উম্মতের মধ্যে সৃষ্ট ফেতনা ও পথভ্রষ্টতার নিদর্শন, যেমন তিনি বলেছেনঃ "ইলম (ইসলামী শিক্ষা) উঠে যাবে। র্ববরতা বিস্তার লাভ করবে। মদপান বৃদ্ধি পাবে। প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে।" (মুসলিম)

এ ধরণের হাদীস সমূহকে আমরা একিতাবের প্রথম অংশে 'কিয়ামতের ফিতনা' নামক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয় অংশ ঐ সমস্ত হাদীস সম্পর্কে যেখানে তিনি সময় অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে কিছু কিছু পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ সমস্ত আরব ভূমিতে আবাদ হওয়া, ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া, সম্পদের প্রাচুর্যতা, ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় প্রাকাশ পাওয়া ইত্যাদি। এধরণের হাদীস সমূহকে আমরা এ কিতাবের দ্বিতীয় অংশে 'কিয়ামতের ছোট আলামত' নামক অধ্যায়ে শামিল করেছি। তৃতীয় ভাগ ঐ সমস্ত হাদীসের যেখানে কিয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে এমন ঘটনাবলীর বর্ণনা। যেমন ইমাম মাহ্দীর আগমন, দাজ্জালের আত্ম প্রকাশ, ঈসা (আঃ) এর আগমন, ইয়াজুজ মা'জুজের আগমন, ইত্যাদি, এসমস্ত হাদীস সমূহকে আমরা এ কিতাবের তৃতীয় অংশ 'কিয়ামতের বড় আলামত' নামক অধ্যায়ে শামিল করেছি। এভাবে এ কিতাবটি নিম্নোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছেঃ

১। কিয়ামতের ফিতনা ।

২। কিয়ামতের ছোট আলামত।

৩। কিয়ামতের বড় আলামত ।

এ তিনটি বিষয়ের ওপর আমরা আগত পৃষ্ঠাসমূহে পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের আলোচনা পেশ করব ইনশাইল্লাহ্।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন রকমের ফিতনা প্রকাশিত হবে। তিনি তার উম্মতদেরকে এ ফিতনা থেকে শুধু সর্তক করেছেন তাই নয় বরং এ ফিতনার কঠিনতা সম্পর্কেও স্বীয় উম্মতদেরকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন। এসম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কতিপয় হাদীসের উদ্ধৃতি নিন্মরূপঃ

১। "আগত ফেতনা সমূহকে আমি তোমাদের ঘরের ওপর বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতে দেখছি।" (বোখারী)

২। "কোন কোন ফেতনা এত দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে যে (ইসলাম ,ঈমান,দ্বীন) বলতে কোন কিছু বাকী রাখবে না। " (মুসলিম)

৩। "কোন কোন ফেতনা এত কঠিন হবে যে তার দিকে উঁকি দাতাও সেখানে নিপতিত হবে।" (বোখারী)

৪। "কোন কোন ফেতনা এমন হবে যে তার দরজা সমূহে জাহান্নামের প্রতি আহ্বানকারী অবস্থান করবে। "(ইবনে মাযা) অর্থাৎ এ ফিতনায় লিপ্ত হওয়া মাত্রই মানুষ জাহান্নামে পতিত হবে।

৫। "(ফেতনা এত কঠিন হবে) যে কোন ব্যক্তি সকালে মুমেন থাকলে, রাতে কাফের হয়ে যাবে আবার কোন ব্যক্তি রাতে মুমেন থাকলে, সকালে কাফের হয়ে যাবে।"(তিরমিযী)

৬। "লোকেরা পৃথিবীর সম্পদের বিনিময়ে স্বীয় দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করে দিবে। " (তিরমিযী)

৭। (ফেতনার সময়)" ঈমানের ওপর অটল থাকা এত কঠিন হবে, যেমন আগুনের আঙ্গার হাতে রাখা কঠিন ।" (বায্যার)

দ্বীন ও ঈমানের জন্য এত কঠিন রূপ নিয়ে আগত ফেতনাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা আগত অধ্যায় সমূহে পাওয়া যাবে, এখানে আমরা পাঠকদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিতনার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করব, আর তা হল এলমে দ্বীন উঠিয়ে নেয়ার ফেতনা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক হাদীসে একথা বর্ণনা করেছেন যে, "কিয়ামতের পূর্বে দ্বীনি ইলম অর্থাৎ কোরআ'ন ও সুন্নার জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে।" (মুসলিম)

চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়াই বাকী সমস্ত ফেতনার কারণ। শিরক, বিদআ'ত, বে-আমল, মিথ্যা, চক্রান্ত, ধোঁকাবাজী, পিতা-মাতার নাফরমানী, খিয়ানত, অশ্লীলতা, বে- হায়া, হত্যা ও লড়াই, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, ইহুদী নাসারাদের অনুসরণ, ইত্যাদি ফেতনার মূল কারণ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকা, যে সমস্ত লোক কোর'আন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে থেকে যাচ্ছে, তারা ফেতনা ও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হচ্ছে। কোরআ'ন ও হাদীস থেকে সাধারণ মুসলমানদের বে-পরোয়া পূর্বেও কম ছিল না। অ্যামেরিকায় ঘটে যাওয়া ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগিয়েছে। কোরআ'ন মাজীদের সাথে কাফেরদের দুশমনি স্পষ্ট হয়েছে। কোরআ'ন মাজীদের প্রতি বিদ্রোপাত্মক মনভাব কোন অমুসলিমের সৃষ্ট বলে ঠাট্টা করা পূর্ববর্তীলোকদের ঘটনাবলী বলে তামসা করা, (আল্লাহ্ মাফ করে) তাকে অকার্যকর বলে মনে করা, তার স্থলে আরো অন্য কোন কিতাব নিয়ে আসা, বা তার আয়াত পরিবর্তন করার জন্য দাবী জানানো।[1] এসবই রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যামানায়ই শুরু হয়ে ছিল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোন না কোন আকৃতিতে কাফেরদের এ নিকৃষ্টতম আন্দোলন চালু আছে। এর কিছু উদহারণ নিন্ম রূপ ঃ

১৯০৮ ইং বৃটিশ মন্ত্রী নোআবাদিয়াতের একটি উদ্বৃতি লক্ষ্য করা যাক। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট কোরআ'ন থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রাস্তা পরিষ্কার হবে না। আমাদের দরকার তাদের জীবন থেকে কোরআ'নকে আলাদ করে দেয়া"।[2]

ভারত বিভক্তির পূর্বে ইউপির গর্ভণর উইলিয়াম মাইরুনী, সিরাতুন্নবী (নবী চরিত্র) এর ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করে, যেখানে সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তার কু-দৃষ্টির প্রকাশ এভাবে করেছে যে, "দু'টি বিষয়ে মানবতার বড় দুশমনী রয়েছে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কোরআ'ন এবং তাঁর তালোয়ার"।[3]

কয়েক বছর পূর্বে ইংরেজীতে কোরআ'ন মাজীদের বাতীল ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। একেই সাথে হিব্রু ভাষায়ও কোরআ'ন মাজীদের বাতীল ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল "কোরআ'ন সর্বশেষ সত্য গ্রন্থ।" (QURAN, THE ULTIMATE TRUTH)

এ শিরোনামে ইন্টার নেটের মাধ্যমে কোরআ'ন মাজীদের ব্যাপারে ৩০ টি বিভিন্নমুখী প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যেখানে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোরআ'ন আল্লাহ্র অবতীর্ণকৃত কিতাব নয়, বরং তা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থ। কোন কোন স্থানে ইসলামের নবী সম্পর্কে অত্যান্ত লজ্জাস্কর ও বাজারি উক্তি করা হয়েছে। এক স্থানে লিখেছে মূলকথা কোরআ'ন মাজীদ পরস্পর দন্দ্বপূর্ণ কথায় ভরপূর, অতএব

[1] - রেফারেন্স হিসিবে কতিপয় আয়াতে উদ্ধৃতি। সূরা ইউনুস ১৫, সূরা হা- মীম সাজদা -২৬, সূরা রূম ১০, সূরা আনআ'ম -২৫, সূরা আম্বীয়া - ৫, সূরা আহকাফ - ৭, সূরা মুমিনূন - ৬৭,৬৮, সূরা ফুরকান - ৩০।

[2] মরিয়ম জামিলা লিখিত ইসলাম এক নযরিয়া এক তাহরিক পৃঃ ২২০।

[3] -শেখ মোহাম্মদ আকরাম লিখিত মৌজে কাউসার পৃঃ ১৬৩।

তা আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাব হতে পারে না। বরং কোন ব্যক্তি বিশেষের পাগলামী চিন্তা ও চক্রান্ত মূলক গ্রন্থ। (আল্লাহর মাফ করুন) বা কয়েক ব্যক্তি মিলে এ গ্রন্থ রচনা করেছে"।[4]

কোরআ'ন মাজীদকে ওহীর গ্রন্থ নয় বলে প্রমাণ করার জন্য কোরআ'নের চেলেঞ্জের[5] মোকাবেলায় তারা নিম্নোক্ত চারটি সূরা তৈরী করে ইন্টরনেটে প্রচার করেছে।[6]

১ - সূরাতুল ঈমান ... ১০ আয়াত ।

২ - সূরাতুল মুসলিমীন . .. .১১ আয়াত।

৩ - সূরাতুল ওসায়া ... .. ১৬ আয়াত।

৪ - সূরাতুত তাজাস্‌সুদ .... ১৫ আয়াত।[7]

---

[4] - বিস্তারিত জানার জন্য http: // www. flex . com / jai / satyame vajayate koyate koyan . htn : দ্রঃ

[5] - তোমরা যদি কোরআ'ন মজীদ সম্পর্কে সন্দেহপরায়ন হও তাহলে এর অনুরূপ একটি সূরা তোমরা তৈরী কর ।(৯সূরা বাক্বারা -২৩)

[6] - বিস্তারিত http: / dials pace. dial. pipex. come / town / park / geq96oriogional দ্রঃ

[7] - উল্লেখ্য ইতিহাসে আমাদের নিকট এমন কিছু উদহারণ আছে যে, ইসলামের শত্রুরা কোরআ'ন মাজীদের শব্দ নিয়ে কয়েকটি আয়াত সাজানোর চেষ্ট করেছে যেমনঃ শতবছর পূর্বে এক শিয়া আলেম আল্লামা নূরী ত্বাবারী স্বীয় কিতাব 'ফাসলুল খিতাব' সাত আয়াত সম্বলিত একটি সূরা 'আল বেলায়া' নামে ছেপে এ দাবী করল যে, এটাও কোরআ'নেরই একটি সূরা। (মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নো'মানী লিখিত ইরানী ইনকিলাব, ইমাম খোমেনী আওর শিয়িয়ত। পৃঃ ২৬১-২৭৮। দ্রঃ।
কোরআ'ন মাজীদের শব্দ ব্যবহার করে দশ বা পোনের লাইন সাজিয়ে কোন আরবী বা অনারবী আলেমের জন্য না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে কোন কঠিন কাজ ছিল না এখন। কোরআ'ন মাজীদে যে চেলেঞ্জ দেয়া হয়েছে ,মূলত তা এই যে, যদি তোমরা এ কথা বিশ্বাস কর যে, কোরআ'ন মাজীদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর লিখিত, যা পাঠে মানুষের পশম দাঁড়িয়ে যায়, অন্তর কেঁপে উঠে, চোখ অশ্রু সজ্বল হয়, চিন্তা চেতনারা মাঝে বিরাট বিপ্লব ঘটে যায় , যা সকাল সন্ধা তেলওয়াত করা লোকেরা সোয়াবের কারণ বলে বিশ্বাস করে, যার নির্দেশনা মোতাবেক আমল করে মানুষ মুক্তির আশা রাখে, তাহলে তোমরাও এমন এক সূরা তৈরী কর যা, পাঠে মানুষের পাথর সম অন্তর মোম হয়ে যায়। যা মানুষের মন মস্তিষ্ককে পরিবর্তন করে দিবে, যা দশ বছরের বাচ্চারা মুখস্ত করে অনন্দ উপভোগ করবে, যা রাত-দিন ভর তেলওয়াত হবে, যা আমল করে মানুষ তার মুক্তির আশা করবে। যা সর্বসাধারণ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করবে যেমন কোরআ'নকে করে। এ হল ঐ চেলেঞ্জ যা কোরআ'ন মাজীদ আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে দিয়েছিল। যা মোকাবেলা করার অপচেষ্টা অতীতেও করা হয়েছে এখনও কাফেররা করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। যে আয়াত আজ থেকে ১৬ বছর পূর্বে তৈরী করা হয়েছিল আজ তার কোন পাঠকারী তো নেইই বরং তা সম্পর্কে জানারও কেউ নেই। আর আজ যে আয়াত তৈরী করা হচ্ছে কয়েক বছর পরে তারও একেই পরিণতি হবে।

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (سورة فصلت :٤٢)

অর্থঃ" কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না,সামনের দিক থেকেও নয়,পিছনের দিক থেকে ও নয় , এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ । (সূরা ফুসসিলাতঃ ৪২)

কোরআ'ন মাজীদের বিপক্ষে কাফেরদের এ ষড়যন্ত্র প্রথম থেকেই ছিল, কিন্তু ১১সেপ্টেম্বরের পর কাফেররা কোরআ'নকে আরো বিশেষভাবে তাদের দুশমন হিসেবে দেখছে। ওয়ার্লিড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলার পর অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণায় বলেছিল যে, "আমরা দীর্ঘমেয়াদী ক্রুসেডের যুদ্ধ শুরু করছি"। অন্য এক ঘোষণায় বলেছিল যে আমরা "মশা (আলেম) সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুক্ক করে দিব"। [৪]

কোরআ'ন মাজীদের বিরোদ্ধে কাফেরদের এ হিংসা ও শক্রতা সর্ম্পকে আল্লাহ্‌র এ নির্দেশনাই যথেষ্ট যে,

﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (سور أل عمران: ١١٨)

অর্থঃ" বস্তুত ঃ তাদের মুখ থেকেই শক্রতা প্রকাশিত হয় এবং তাদের অন্তর যা গোপন করে তা গুরুতর "। (সূরা আল ইমরান -১১৮)

অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণার পর অ্যামেরিকা এবং সমস্ত ইউরূপে কোরআ'নমাজীদের বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার শুরু হয়েছে যে, কোরআ'ন মাজীদ একটি সন্ত্রাসী গ্রন্থ (The Book of Terrorism) এ নামে কোরআ'ন মাজীদের বিপক্ষে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। কাফের নেতৃবর্গের ষড়যন্ত্র এতদূর পৌঁছেছে যে, তারা মুসলিম শাসকদের নিকট কোরআ'ন মাজীদ পরিবর্তন এবং তা থেকে লড়াই ও জিহাদের আয়াতসমূহ বের করে দেয়ার জন্য দাবী জানিয়েছে। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ্ বন্ধ করার বা কম পক্ষে তার সিলেবাস পরিবর্তনের দাবী করেছে। দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমুহকে সহযোগীতাকারী ব্যক্তিবর্গ, ও আফিসসমুহকে আজীবনের জন্য সায়েস্তা করার জন্য এবং তাদের বদনাম ছড়ানোর জন্য চেষ্টা চলছে। এ পরিস্থিতির দাবী হল এই যে, আমরা শুধু আমাদের ঘর সমুহকেই ফেতনা থেকে সংরক্ষণ করার জন্য নয়, বরং কাফেরদের কু কামনাকে ধুলিসাৎ করার জন্য, অলস স্বপ্ন ভেঙ্গে, আমাদের এপবিত্র গ্রন্থের শিক্ষা, শিখানো, প্রচার এবং হিফজ করার জন্য কোমড় বেঁধে নেই। কোরআ'নের সাথে সম্পর্ক রাখার অনুভুতি নিজের মধ্যে গড়ে তুলি, প্রত্যেক মুসলমান স্বীয় ঘরে কোরআ'ন মাজীদের শিক্ষা ও শিখানোকে নিজের জন্য এবং বিবি-বাচ্চার জন্য এমন ফরজ বলে মনে করা, যেমন নামায, রোযা, মানুষের ওপর ফরজ। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় সন্তানদের মধ্য থেকে অন্তত একজনকে কোরআ'নের হাফেজ করি, যে ঘরে এমন মহিলা আছে যে, কোরআ'ন মাজীদের জ্ঞান রাখে, সে তার মহল্লার পাঁচ পাঁচ জন করে বা দশ দশ জন বাচ্চাকে কোরআ'ন শিখানো নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিল, নামাযী লোকেরা স্ব স্ব মসজিদে মহল্লার বাচ্চা ও বৃদ্ধদেরকে কোরআ'ন শিখানো নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিলে, ভাল রাস্তায় দান কারীরা প্রাণ খুলে কোর আ'ন শিক্ষা কেন্দ্র সমূহে দান করলে এবং যেখানে যেখানে দ্বীনি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা দরকার,

[৪] - হাফতা রোজা তাকবীর ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ ইং পৃৎ ৪৫।

সেখানে নুতন নুতন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করলে, এভাবে সারা দেশে কোরআ'ন শিক্ষার জাল বিস্তার করলে, এতে শুধু আমাদের ঘরোয়া ফেতনাই দূর হবে তাই নয়, বরং কোরআ'ন বিরোধী অমুসলিম ষড়যন্ত্র ও ধুলিসাৎ হবে। কিয়ামতের ছোট আলামত সমূহের মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয়ে গেছে যেমনঃ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের)আগমন, চন্দ্র দ্বি-খন্ড হওয়া , সমগ্র আরব বিশ্বে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া এবং সবুজে ভরে যাওয়া অনেকাংশে হয়েছে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে অত্যন্ত দ্রুত তা হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। কিছু কিছু আলামত প্রকাশ পেতে এখনো বাকী আছে, যা যথা সময়ে প্রকাশ পাবে যেমনঃ ফোরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় প্রাকাশ পাওয়া, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প ও ধস এবং বিকৃতি (চেহারা সুরত পরির্বতন) হওয়া, সতী সাধ্বী স্ত্রী লোকদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা ইত্যাদি।

কিয়ামতের বড় আলামত সমূহঃ প্রথমে সিরিয়ার দামেশকের আ'মাক বা ওয়াদেক নগরীতে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে, যেখানে আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে মুসলমানদের বিজয় হবে। এ যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ইসলামী সৈন্যরা খৃষ্টানদের মূল কেন্দ্র রূম বিজয় করার জন্য বের হবে। এর আগে ইমাম মাহ্‌দী আগমন করবে। খৃষ্টানদের এ পুরাতন ও শক্ত ঘাটি তাঁর নেতৃত্বেই বিজয় হবে। রূম বিজয়ের পর ইসলামী সৈন্যদের গুছিয়ে উঠার আগেই, ইহুদীদের মাঝে অপেক্ষমান মাসিহুদ্দাজ্জালের আগমন র্বাতা ছড়িয়ে পড়বে, আর তখন মুসলমানরা রূম ত্যাগ করে দামেশকে ফিরে আসবে এবং দাজ্জালের বিরোদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে। দাজ্জাল মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের জন্য বড় ফেতনা হবে। নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) বাণী " আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মাঝে দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে বড় আর কোন ফেতনা নেই। "(মুসলিম)

মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তাকে বে- হিসাব ক্ষমাতা দিয়ে রাখবেন। তার নির্দেশ ক্রমে বৃষ্টি হবে, মাটিতে ঘাস উৎপন্ন হবে, প্রাণী সু স্বাস্থ্ ও সবল হয়ে যাবে, তাদের দুধ বৃদ্ধি পাবে, পৃথিবীকে নির্দেশ দিলে সে তার ধনভান্ডার সমূহ উনমুক্ত করে দিবে। দুর্ভিক্ষের নির্দেশ দিলে র্দুভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে। মানুষকে হত্যা করার পর তাকে জীবিত হওয়ার নির্দেশ দিলে, সে জীবিত হয়ে যাবে। এভাবে অসম্ভব বিষয় সমূহ প্রদর্শন করানোর পর, সে মানুষের নিকট দাবী করবে যে, আমি তোমাদের প্রভূ, তোমরা আমাকে তোমাদের প্রভূ হিসেবে মান। অসংখ্য দুর্বল ঈমানদ্বার তার অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেখে নিজেদের ঈমান হারিয়ে, তাকে স্বীয় প্রভূ হিসেবে মানবে। নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তার সাথে জান্নাত জাহান্নামও থাকবে, তার অনুসারীদেরকে সে জান্নাতে পাঠাবে, আর মূলত তা হবে জাহান্নাম, তাকে অমান্য কারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, মূলত তা হবে জান্নাত। হুশিয়ার ! নিজে নিজেকে ধ্বংসের প্রতি নিক্ষেপ করবে না। "

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "দাজ্জালের জাহান্নাম ঠান্ডা এবং মিষ্টি পানি হবে, অতএব ঐ অবস্থা দৃশ্যে যারা দুর্বল হয়ে যাবে, তাদের উচিত তার জাহান্নামে প্রবেশ করা"। (মুসলিম)

দাজ্জাল অত্যন্ত দ্রুতগতীতে চল্লিশ দিনের মাঝে সারা পৃথিবীতে ঘুরে আসবে।[9]

কিন্তু মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ্ এ উভয় পবিত্র নগরীর রাস্তায় রাস্তায় ফেরেশ্তা বসিয়ে দিবেন, যারা তা সংরক্ষণ করবে, দাজ্জালের সাথে মুসলমানদের কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে, মুসলমানদের নেতৃত্ব থাকবে ইমাম মাহদীর হাতে, দাজ্জাল পৃথিবী ঘুরে যখন দামেশকে যাবে, তখন সেখানে পূর্ব থেকেই ইমাম মাহদী উপস্থিত থেকে, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে, এমতাবস্থায় ফজরের নামাযের পূর্বে দু'জন ফেরেশ্তার সহযোগীতায় ঈসা (আঃ) দামেশকের জামে মসজিদের পশ্চিমদিকের মিনারায় অবতরণ করবেন, মুসলমানরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে,ইমাম মাহদী ঈসা (আঃ) কে নামায পড়াতে আহ্বান করবে, কিন্তু ঈসা (আঃ) বলবে তুমিই নামায পড়াও। তখন ঈসা (আঃ) ইমাম মাহদীর ইমামতিতে ফজরের নামায আদায় করবে, এসময়ে দাজ্জাল সত্তর হাজার ইহুদী সৈন্য নিয়ে দামেশক নগরী অবরোধ করে থাকবে, তখন ইসলামী সৈন্যদের পরিচালনা ঈসা (আঃ) এর হাতে থাকবে, তিনি দাজ্জাল বাহিনীর ওপর আক্রমন করবেন, তুমুল লড়াই হবে, দাজ্জাল পালানোর জন্য চেষ্টা করবে, ঈসা(আঃ)তাকে পিছন থেকে ধাওয়া করবেন এবং 'লুদ' নামক স্থানে গ্রেপ্তার করে,[10] স্বীয় বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করবেন। দাজ্জালকে হত্যা করার পর ইসলামী বাহিনী ইহুদীদেরকে দেখে দেখে হত্যা করতে থাকবে, পৃথিবীর কোন কিছুই ইহুদীদেরকে আশ্রয় দিবে না। এমনকি কোন ইহুদী যদি রাতের অন্ধকারেও কোন বৃক্ষ বা কোন পাথরের পিছনে আত্তগোপন করে থাকে, তাহলে ঐ পাথর বা বৃক্ষ বলবে যে, হে আল্লাহ্র বান্দা সে ইহুদী তাকে হত্যা কর। দাজ্জালের হত্যার পর ইহুদী চক্র পরিপূর্ণভাবে খতম হয়ে যাবে, সারা পৃথিবীতে শুধু একটি আদর্শই অবশিষ্ট থাকবে, আর তাহল ইসলাম। সর্বত্র ইসলামের জয়গান চলতে থাকবে, নিরাপত্বা, ভাতৃত্ববোধ, আল্লাহ্ ভিরুতার সয়লাব চলতে থাকবে, ইমাম মাহ্দীর খেলাফত সাত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে, ঈসা (আঃ) এর জীবিতাবস্থায় ইমাম মাহদী ইন্তেকাল করবে, ঈসা (আঃ) তার জানাযার নামায পড়িয়ে তাকে দাফন করবে, কিছু দিন পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঈসা (আঃ) এর নিকট ওহী আসবে যে, এখন আমি এমন এক মাখলুক পাঠাব যে তাদের মোকাবেলা করার মত ক্ষমতা

---

[9] - এ চল্লিশ দিনও আল্লাহ্র অসীম ও আশ্চার্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হবে, প্রথম দিনটি এক বছরের সমান হবে, দ্বিতীয় দিন হবে এক মাসের সমান, তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের সমান, এর পর অন্যন্য দিন গুলো স্বাভাবিক থাকবে, এভাবে চল্লিশ দিন বর্তমান হিসাবের আলোকে এক বছর দুইমাস দুই সপ্তাহের সমান হবে। (১৬৩ নং মাসআলা দ্রঃ)

[10] - উল্লেখ্য বর্তমানে লুদে ইহুদীদের বড় একটি ইর্য়রপোর্ট রয়েছে।

কারো হবে না। অতএব তুমি আমার প্রিয় বান্দাদেরকে নিয়ে, তূর পাহাড়ে চলে যাও। ঈসা (আঃ) তখন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যাবেন, অন্যান্য ঈমানদাররা এদিক সেদিক নিজেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় নিবে। যুলকারনাইনের বাঁধে আটক ইয়জুজ মা'জুজ[11] কাওমকে বের করে দিবেন। তাদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে, তাদের প্রথম দলটি তুবরা নদীতে পৌঁছবে (তুবরা সিরিয়ার উপকণ্ঠ যেখান থেকে উর্দুন নদী প্রবাহিত হয়েছে) তখন তারা তার সমস্ত পানি পান করে, তা শুকিয়ে দিবে। ইয়জুজ মাজুজ দুনিয়াতে এত রক্তপাত করবে যে, তারা তাদের স্বীয় শক্তি দিয়ে সমস্ত জমিনবাসীকে খতম করে দিবে এবং বলবে যে, এখন আমরা আকাশ বাসীদেরকে খতম করব। এমনকি তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে, যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে। এ দেখে তারা দাবী করবে যে, আমরাতো এখন আকাশবাসীকেও খতম করে দিয়েছি, তখন প্রচন্ড ভাবে খাদ্য সংকট দেখা দিবে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দু'য়া করবে যে, হে আল্লাহ্ তুমি ইয়াজুজ মাজুজকে ধ্বংস করে দাও। তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদের র্গদানে এমন এক রোগ দেখা দিবে যে, এর ফলে এক রাতে তারা সব শেষ হয়ে যাবে। তাদের ধ্বংস হওয়ার পর, সমস্ত শহর নগরী দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দ্বিতীয়বার দু'য়া করবে যে, হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে এ আযাব থেকেও রক্ষা কর। তখন আল্লাহ্ উটের গর্দান সম প্রাণী পাঠাবেন, যারা ইয়াজুজ মা'জুজের লাশ উঠিয়ে নিয়ে যাবে, আর র্দুগন্ধ দূর করার জন্য আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যাতে পৃথিবী পরিপূর্ণ রূপে র্দুগন্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, ইয়াজুজ মা'জুজ খতম হওয়ার পর দুনিয়াতে আরেক বার কল্যাণ ও বরকতের সয়লাভ হবে। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ঐ সময়ে একটি আনার দিয়ে সমস্ত লোকের পেট ভরে যাবে, একটি গাভীর দুধ এক বংশের সমস্ত লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে, হিংসা বিদ্বেষ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে, ঐ কল্যাণ ও বরকতের সময় ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করবেন। মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামায আদায় করবে এবং তাকে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের পাশের খালী জায়গায় দাফন করা হবে, কাহতান বংশের জাহজাহ নামক এক ব্যক্তি তাঁর খলীফা হবে । ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর আবার অধপতন শুরু হবে, কিয়ামতের বড় বড় আলামত একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকবে, প্রথমত বড় ধরণের দু'টি ভূমিকম্প হবে, একটি হবে পূব দিকে, অপরটি পশ্চিম দিকে, এতে কোন কোন দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে অসম্ভব নয় যে পূর্বদিকের ভূমিকম্পে জাপান এবং পশ্চিম দিকের ভূমিকম্পে অ্যামেরিকা ধ্বংশ হবে । (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

[11] - নূহ (আঃ) এর বংশে দু'ভাই ছিল তাদের একজনের নাম ইয়াজুজ আরেক জনের নাম মা'জুজ ।

ভূমিকম্পের পর আকাশ থেকে এক ধরণের ধোঁয়া বের হবে, যা পৃথিবীর সব কিছুকে আক্রান্ত করবে ,এতে সমস্ত মানুষ আক্রান্ত হবে, তবে ঈমানদাররা কম আক্রান্ত হবে, আর কাফেররা বেশি, এর পর আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার হবে এবং মানুষ এ আযাব থেকে মুক্তি পাবে। এর পরবর্তী নিদর্শন হবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া ।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ প্রতিদিন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর, আল্লাহ্‌র আরশের নিচে এসে সিজদা করে, এর পর আল্লাহ্ তাকে নির্দেশ দেন যে, তুমি যেদিক থেকে এসেছ ঐ দিকে ফিরে যাও। তখন সূর্য আবার পূর্বদিক থেকে উদিত হয়। এক দিন আরশের নিচে সিজদা করার পর, তাকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, যে দিকে অস্তমিত হয়েছ ঐ দিক থেকে উদিত হও। তখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।"

সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পর থেকে, কিয়ামত পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হতে থাকবে, প্রতি দিন উদিত হতে থাকবে, না পশ্চিম দিকে থেকে উদিত হওয়ার পর আবার এক বার তার আসল স্থান পূর্ব দিক থেকে উদিত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়না, কোন কোন আলেম বলেছেন যে এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হতে থাকবে, আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, পশ্চিম দিক থেকে এক বারই সূর্য উদিত হবে, এরপর কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত সূর্য পূর্ব দিক থেকেই উদিত হতে থাকবে। (আল্লাহ্ ই এ ব্যাপারে ভাল জানেন)

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পরবর্তী নিদর্শন হবে দাব্বাতুল আরজ (ভূ-পৃষ্ঠের প্রাণী) এ এক আশ্চার্যধরণের প্রাণী হবে,কোরআ'ন মাজীদ ও সহীহ্ হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে এ প্রাণী মাটি থেকে বের হবে, মানুষের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলবে এবং বলবে, "মানুষ আমার নির্দশনে অবিশ্বাসী"(সূরা নামল - ৮২)

কোন কোন দুর্বল হাদীসে এ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, মসজিদে হারামে অবস্থিত সাফা পাহাড় থেকে ঐ প্রাণী ভূমিকম্পের পর বের হবে। তার চেহারা হবে মানুষের মত, পা হবে উটের ন্যায়, গর্দান হবে ঘোড়ার ন্যায়, লেজ হবে গরুর ন্যায়, মাথা হবে হরিণের ন্যায়, হাত হবে বানরের ন্যায় । তার এক হাতে থাকবে মূসা (আঃ) এর লাঠি, আর অপর হাতে সুলাইমান (আঃ) এর আংটি। লাঠি দিয়ে প্রত্যেক মুমেনের কপালে নূরানী চিহ্ন লাগিয়ে দিবে, আর কাফেরের নাকে বা র্গদানে আংটি দিয়ে সীল দিয়ে দিবে। এভাবে ঐ প্রাণী মোমেন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য র্নিণয় করবে, আলেমগণ এ হাদীস সমূহ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন না। (আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে ভাল জানেন)

দাজ্জালের আর্বিভাব, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, দাব্বাতুল আরয (ভূ-পৃষ্ঠের প্রাণীর) আর্বিভাব, এ তিনটি আলামত এমন যে, এর পর কোন কাফেরের ঈমান আনা তার জন্য কোন কাজে আসবে না। তাই আল্লাহ্ এক পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার মাধ্যমে বিন্দু পরিমাণ ঈমানদাররা ও মৃত্যুবরণ করবে, শুধু ঐ সমস্ত লোকেরা বেঁচে থাকবে, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণেও ঈমান থাকবে না। আর তারা জাহেলিয়্যাতের যুগের ন্যায় কুফর ও শিরকের দিকে ফিরে যাবে। সর্বত্র কুফর ও শিরক বিস্তার লাভ করবে। কোরআ'ন মাজীদের অক্ষরসমূহ কাগজ থেকে মিশিয়ে দেয়া হবে, নামায, ওমরা, হজ্জপালন করার মত কেউ থাকবে না। বাইতুল্লাকে এক হাবসী ভেঙ্গে আগুন লাগিয়ে দিবে, মদীনা আবাদহীন হয়ে যাবে, ভয়ন্কর জন্তু জানোয়ার সেখানে বসবাস করবে, লজ্জা শরম থাকবে না। নারী পুরুষ রাস্তায় রাস্তায় কুকুর ও গাধার ন্যায় জিনা ব্যভিচার করবে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ বলার মত একজন লোকও থাকবে না। এর পর আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়ামেন থেকে একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখা দিবে, যা লোকদেরকে হাশরের ময়দান সিরিয়ার দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে , যখন লোকেরা ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন আগুনও থেমে যাবে, আবার যখন লোকেরা সতেজ হবে তখন আবার আগুন তাদেরকে পিছন থেকে তাড়াতে শুরু করবে, যখন লোকেরা সিরিয়াতে পৌঁছে যাবে, তখন আগুন গায়েব হয়ে যাবে, কিয়ামতের নিকটবর্তী আলামত সমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষ আলামত হবে । এর পর শিংঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং কিয়ামত হয়ে যাবে ।

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (سورة القصص: ٨٨)

অর্থঃ" আল্লাহ্র চেহারা (সত্তা) ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল"। (সূরা কাসাস - ৮৮)

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আমরা প্রিয় পাঠকদেরকে দু'টি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

প্রথম বিষয় এইযে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামত সম্পর্কে যে সমস্ত ফেতনা এবং উম্মতের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তা অধ্যয়নের পর এমন মনে হয় যেন কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সব কিছু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের সামনে একটি স্পষ্ট গ্রন্থের ন্যায় করে রেখে দিয়ে ছিলেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক একটি ঘটনা দেখে দেখে উম্মতকে সর্তক করেছেন, সম্ভবত আগত দিন গুলুতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বর্ণিত কথাসমূহ আজ থেকে আরো কয়েক গুণ বেশি হুবহু স্পষ্ট হবে। কিন্তু আজও তার সত্যতার ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণেও কমতি অনুভব হচ্ছে না।

কতগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১। লোকেরা শুধু পরিচিতদেরকে সালাম করবে । (আহমদ)

২। লোকেরা হালাল ও হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য করবে না।

৩। লোকেরা দুনিয়ার সম্পদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়া বিক্রি করে দিবে। (তিরমিযী)

৪। হত্যার পরিমাণ বৃদ্ধ পাবে, এমনকি হত্যাকারী জানবে না যে সে কেন হত্যা করছে, এমনিভাবে নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, সে কেন নিহত হল। (মুসলিম)

৫। মহিলারা এমন পোশাক ব্যবহার করবে, যে পোশাক থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে উলঙ্গ মনে হবে। (মুসলিম)

৬। সময় এত দ্রুত অতিক্রান্ত হবে যে, বছরকে মনে হবে মাসের ন্যায়, মাসকে মনে হবে সপ্তাহের ন্যায়, সপ্তাহকে মনে হবে এক দিনের ন্যায়, এক দিন কে মনে হবে এক ঘন্টার ন্যায়। (ইবনে হিব্বান)

৭। এমন লোকদের নেতৃত্ব হবে, যারা মানব আকৃতিতে শয়তান হবে। (মুসলিম)

এমন লোকেরা নেতৃত্ব দিবে যারা মোশরেকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। (তাবারানী)

এমন কিছু নেতা হবে যাদের অন্তর মৃতের শরীরের র্দুগন্ধের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে" । (তাবারানী)

৮। "কলমের বিজয় হবে" (আহমদ) যেহেতু কলম পৃথিবীতে প্রচার ও প্রপাগান্ডার ক্ষেত্রে একটি পুরাতন মাধ্যম যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগেও ছিল কিন্তু আগত সময়ে "কলমের বিজয়ের" অর্থ হল এই যে, নুতন নুতন প্রচার মাধ্যম উদ্ভাবন, যা আজ আমাদের সামনে সংবাদ পত্র, পেপার, চিঠি, বই, রেডিও, টি, ভি, ভিডিও, ইন্টার নেট, টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি নামে পরিচিত, আর আগামীতে আরো কতকি উদ্ভাবিত হবে তাতো জানা নেই।

৯। "অমুসলিমরা মুসলমানদের ওপর এমনভাবে চড়ে বসবে, যেমন আহার কারী তার খাবারে অন্যকে দাওয়াত দেয়। এর কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন এই যে, মুসলমানরা দুনিয়ার প্রতি মোহাব্বত এবং মৃত্যুর প্রতি অনিহা প্রকাশ করবে"। (আবুদাউদ)

১০। "মুসলমান ইহুদী নাসারাদের পদানুক অনুসরণ এমনভাবে করবে যে, তারা যদি এক বিগা অগ্রসর হয়, তাহলে মুসলমানরাও এক বিগা অগ্রসর হবে। যদি তারা এক হাত চলে, তাহলে মুসলমানরাও এক হাত চলবে। যদি তারা দু'হাত চলে, তাহলে মুসলমানরাও দু'হাত চলবে। এমন কি তাদের কেউ যদি মায়ের সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে মুসলমানও তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করবে"। (বায্‌যার)

আমি এখানে উদহারণ সরূপ কিছু বাণী পেশ করলাম, যা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, ১৪শত বছর পূর্বে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীর এক একটি শব্দ ও এক একটি অক্ষর সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে, আর কোন বাণীর হুবহু বাস্তবায়ন একমাত্র এক নবীর দ্বারাই সম্ভব। এ বণীগুলো পাঠের পর মানুষের মুখ অজ্ঞাতস্বরে বলে উঠে

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

অর্থঃ"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর সত্য কোন মা'বুদ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইসলামের নবী সম্পর্কে যদি কারো অন্তরে কোন প্রকার হিংসা বিদ্বেষ না থাকে, তাহলে বাস্তবতা হল এইযে, ১৪শতবছর পূর্বে তাঁর বলে যাওয়া কথাগুলোই তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে এত স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের ওপর ঈমান আনা ব্যতীত করো কোন উপায় নেই।

তাঁর বাণীর সত্যতা থেকে একথাও বুঝা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমদেরকে জীবন যাপনের ব্যাপরে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তাও এমনই সত্য যেমন পূর্বে বর্ণিত তাঁর কথাসমূহ আজ সত্যে পরিণত হচ্ছে। অতএব যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ ও মুক্তি চায়, তার উচিত চোখ বন্ধ করে নির্বাক্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নির্দেশিত পথে চলা। এতেই কল্যাণ রয়েছে, আর এ থেকে মুখ ফিরানোতে রয়েছে নিশ্চিত ভ্রান্তি।

দ্বিতীয়ত আমি যে বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তাহল এই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত ফেতনা ও তার আলামত (বড় ও ছোট) এত বিস্তারিত বর্ণনা করা কেন প্রয়োজন বলে মনে করেছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, পৃথিবী হল পরীক্ষার স্থান, যেখানে আমাদেরকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য। তাই আমাদেরকে এ পরীক্ষার সমস্ত সুক্ষতা ও কিটিক্যেল সম্পর্কে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, এখন দেখার বিষয় যে কে এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, আর কে এতে অকৃতকার্য হয়?

চিন্তা করুন যে এক দিকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অবাধ্য ইবলীসকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাকে অসম্ভব শক্তি দেয়া হয়েছে , খারাপ কর্ম সমূহকে আকর্ষণীয় করে তোলার এবং পাপ কাজে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে, আর অন্য দিকে মানুষকে সর্তক করা হয়েছে যে, সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু, সে তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে, তার চক্রান্তথেকে বেঁচে থাক, তার কথা কখনো মানবে না, আমার উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে পরীক্ষা করা।

আরো একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন!

কাফেরদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে অর্থনৈতিক উন্নতী, সান শৌকত, আরাম দায়ক জীবন, সম্পদের প্রাচুর্য দিয়েছেন, সাথে সাথে ঈমানদারদেরকে সর্তক করেছেন যে, "কাফের আমার ও তোমাদের দুশমন"। (সূরা আনফাল - ৬০)

"তাদের কথা শোনবে না"। (সূরা আনআ'ম- ১৫০)

"কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবেনা"। (সূরা নিসা - ১৪৪)

"কাফেরদের সম্পদের প্রতি আসক্ত হবে না"। (সূরা তাওবা - ৫৫)

"কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্ভন করবে না"।[12]

"কাফেরদের সাথে জীবন যাপন করবে না"।[13]

"কাফেরদের সাথে লড়াই কর"। (সূরা ফোরকান - ৫২)

"কাফের জীবজন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট সৃষ্টি"। (সূরা আ'রাফ - ১৭৯)

এক দিকে কাফেরদের প্রতি সম্পদের প্রাচুর্য অন্যদিকে মুসলমানদের জন্য এ বিধি-বিধান আমাদের পরীক্ষার জন্য।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের কাছা কাছি মূহর্তে ফোরাত নদীতে একটি স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশিত হবে, লোকেরা স্বর্ণ হসিল করার জন্য তার দিকে দৌড়িয়ে আসবে, কিন্তু সাথে সাথে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তোমরা ঐ দিকে যাবে না। কেননা সেখনে এত তুমুল লড়াই হবে যে, শতকরা ৯৯ জন লোক সেখানে মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম)

তাঁর বাণী এবং সাথে সাথে আমাদেরকে সর্তক করার উদ্দেশ্য হল, আমাদেরকে পরীক্ষা করা। কে আছে এমন যে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণে স্বর্ণ হাসিল করা থেকে বিরত থাকবে। আর কে আছে যে স্বর্ণ হাসিলের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাফরমানী করবে। কিয়ামতের পূর্বে সবচেয়ে বড় ফেতনা অর্থাৎ ঃ দাজ্জালের আগমনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাকে অনেক ক্ষমতা দিবেন। সে বৃষ্টি বর্ষণ করাবে, ফসল উৎপন্ন করাবে। মৃতকে জীবিত করবে, এমন কি তার সাথে জান্নাত জাহান্নাম ও থাকবে। অন্য দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মত বর্গকে একথাও বলে দিয়েছেন যে, সে কাফের, তার জান্নাত হবে জাহান্নাম, আর তার জাহান্নাম হবে জান্নাত। তার ধোঁকায় পড়বে না, আর তাকে স্বীয় রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। এর উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের ঈমান পরীক্ষা করা, একেই অবস্থা অন্যান্য বর্ণনাবলীরও, মিথ্যার আধিক্য, চক্রান্ত ও ধোঁকাবাজির বিস্থার লাভ, খিয়ানত ও বে-ঈমানী বৃদ্ধি, হারাম উর্পাজন বৃদ্ধি, মদ ও ব্যভিচারের বিস্তার, নাচ- গান ও বাদ্য যন্ত্রের আধিক্য, উলঙ্গ পনা ও বে-পর্দার বিস্তার, মিথ্যুক ও দাজ্জালী নেতৃত্বের আধিক্য, পথভ্রষ্ট, নাস্তিক ও,বে-দ্বীন নেতাদের শাসন এবং অন্যান্য ফেতনা থেকে সর্তক করার অর্থ হল যেন লোকেরা এসব কিছুকে

12 -তিরমিযী, আবওয়াবুল ইস্তেজান, বাব ফি কারাহিয়াত ইশারতুল ইয়াদ ফিল ইসলাম।

13 - তিরমিযী , আবওয়াবুস্‌স ইর, বাব ফি কারাহিয়াতিল মাকাম বাইনা আযহুরিল মুশরিকীন।

কিয়ামতের ফেতনা হিসেবে দেখে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে, উম্মতকে ইয়াজুজ মা'জুজের আগমন, ভূমিধস, ধোঁয়া, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং ভূ-পৃষ্ঠের প্রাণীর আগমন সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছে, এজন্য যেন এসমস্ত ঘটনার আগেই লোকেরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। যখন এ আলামত সমূহ দেখা দিবে তখন কারো ঈমান আনা তার জন্য কোন উপকারে আসবে না।

মূল কথা হল এই যে, কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে এত বিস্তারিত ভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে সর্তক করার অর্থ হল এই যে, আমরা এ ফেতনার মূহর্তে আমাদের দ্বীন ও ঈমানকে রক্ষার জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করি। আর বিধিবদ্ধ কথা হল এই যে, পরবর্তী যুগসমূহ বড় বড় ফেতনায় ভরপুর, গভীর অন্ধকারে মুষলধারায় বৃষ্টির ন্যায় মুসলমান জাতির প্রতি ফেতনা আসতেছে, অতএব হে ঈমনদারগণ! ফেতনার সময় আল্লাহকে ভয় করতে থাক, স্বীয় অনুগ্রহকারী, স্বীয় নেতা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পদাংক অনুসরণ করতে থাক। সর্বাবস্থায় ঈমানের ওপর অটল থাক,এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চাক চিক্যের মোহে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে মেনে নিবে না । আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হোন। আমীন।

কতিপয় যুদ্ধ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মতকে যেমন ফেতনা থেকে সর্তক করেছেন তেমনিভাবে কিছু কিছু যুদ্ধ থেকেও সর্তক করেছেন। এটাতো স্পষ্ট কথা যে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রথম যুদ্ধ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নেতৃত্বে, মক্কার মোশরেকদের বিরুদ্ধে বদর প্রান্তে সংগঠিত হয়ে ছিল। আর সর্বশেষ যুদ্ধ হবে ঈসা (আঃ) এর নেতৃত্বে, ইহুদীদের বিরোদ্ধে ফিলিস্তিনে। বদর থেকে নিয়ে দাজ্জালের সাথে সংগঠিত যুদ্ধ পর্যন্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সম্পর্কে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে অবগত করিয়েছেন। যা আমরা এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করব। রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তা বিজয় করবেন। এর পর তোমরা পারশ্যবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ্ ওখানেও তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। এর পর তোমরা রোমবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ ওখানেও তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। এর পর তোমরা দাজ্জালের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করবে আল্লাহ্ ওখানেও তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। (মুসলিম)

এ হাদীসে পর্যায় ক্রমে চারটি বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১ - **আর উপদ্বীপ বিজয়ঃ** রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জিবীত অবস্থায় বিভিন্ন যুদ্ধের পর আরব উপদ্বীপ বিজয় হয়েছে, এর মাধ্যমে তাঁর এ বাণী তাঁর জিবীত অবস্থায়ই বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য আরব উপদ্বীপের বিজিত এলাকা সমূহ ছিল নিন্মরূপঃ মক্কা, মদীনা, জিদ্দা, তায়েফ, হুনাইন, রাবেগ,ইয়ানবু, খাইবার, মাদায়েন সালেহ, তাবুক , দাওমাতুল জান্দাল, আইলা, ইয়ামামা, বাহরাইন(আহসা) ওমান,হাযরামাউত, সানআ, হামীরা, নাজরান, আরব উপদ্বীপ ইসলাম আগমনের পূর্বে পারশ্য সম্রাজ্যের অংশ ছিল। যদিও আরব উপদ্বীপ বিভিন্ন যুদ্ধের ফলে বিজয় হয়েছে, কিন্তু হাদীসে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংক্ষিপ্তভাবে শুধু আরব উপদ্বীপের বিজয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন।

২ - **পারশ্য বিজয় ঃ** ওমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে, বিভিন্ন যুদ্ধের পর পারশ্যও বিজয় হয়েছিল, অতএব রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ বাণীটিও সাহাবাগণের যুগে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

উল্লেখ্য রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগমনের পূর্বে রূম ও পারশ্য পৃথিবীর দু'টি বৃহৎ শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র ছিল, পারশ্যবাসীদের মাযহাব ছিল অগ্নি পূজা, তাদেরকে মাজুসী (অগ্নিপূজক) বলা হত। ইসলামের পূর্বে পারশ্য সম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত এলাকা সমূহের মধ্যে ছিল, ইয়ামান, হিরা, হামদান, কিরমান, রাই, কাযবীন, বোখারা, বাসরা,

কাদেসিয়া, ইসপাহান, খোরাসান (বর্তমানে আফগানিস্থান)তিবরিয, আজারবাইজান, তুরকেমেনি স্তান, সামারকান্দ, বোখারা, তারমুযা, এবং মধ্য এসিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহও পারশ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল। পারশ্যের বাদশা কিসরা সম্পর্কে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিসরা ধ্বংস হলে এর পর আর কোন কিসরা হবে না। (মুসলিম)

এর অর্থ হল এক বার যদি কিসরার রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয়বার অগ্নি পূজকদের আর সেরকম রাষ্ট্র হবে না। আর না কাউকে কিসরা বলা হবে। মূলত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছিলেন তাই হয়েছে।

৩ - রূম বিজয় ঃ হাদীসে তৃতীয় পর্যায়ে রূম বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, আরব উপদ্বীপ যেমন বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছিল পারশ্য বিজয়ের জন্যও মুসলমানদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল, এমনিভাবে রূম বিজয়ের পূর্বেও মুসলমানদেরকে খৃষ্টানদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধ করতে হবে। যার মধ্যে অনেক গুলো হয়ে গেছে আবার অনেক চলছে, আরো অনেক ভবিষ্যতে হবে, যার সর্বশেষ বিজয় হবে খুররুম ইনশাআল্লাহ্ । কোন কোন ওলামাগণের মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে যখন মুসলমানরা ইউরূপের কোন কোন এলাকা বিজয় করেছিল ঐ সময় ইটালীও বিজয় হয়েছিল, রূম বিজয়ের উদ্দেশ্য ঐ বিজয়ই। কিন্তু হাদীসের আগের ও পরের বর্ণনা অনুযায়ী এটা সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। হাদীসে একথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে রূম বিজয়ের পর পরই দাজ্জালের আগমন হবে, এর অর্থ হল হাদীসে যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, তা হবে কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালের আগমনের আগে আগে ইনশাল্লাহ্ !

উল্লেখ্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে রূমও পারশ্যের মত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তির একটি দেশ ছিল, যারা খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিল। তাই হাদীসে রূম বিজয়ের অর্থ শুধু রূম শহর বিজয় নয়, বরং সমস্ত খৃষ্টান বিশ্ব বিজয় উদ্দেশ্য। রূম শব্দটি শুধু খৃষ্টানধর্মের আলামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে রূম সম্রাজ্য নিন্ম লিখিত এলাকা সমূহের অর্ন্তভুক্ত ছিল। ইউরূপের কিছু কিছু রাষ্ট্র, তুর্কী, সিরিয়া, মিশর, লেবানন, ওমান, ফিলিস্তিন, জর্ডান, কাবরুস, সাদুম এবং রোস।[14]

রূম বিজয়ের পূর্বে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মাঝে সংগঠিত যুদ্ধ সমূহের মধ্যে হাদীস সমূহে আরো একটি যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়, যদিও ঐ যুদ্ধের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তবুও অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ যুদ্ধ রূম বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে সিরিয়ার পাহাড়ী

[14] - আরব উপদ্বীপ ,পারশ্য, এবং রূম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মরহুম ডঃ হামিদুল্লাহ্ লিকিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি সিয়াসি যিন্দিগী বইটি দ্রঃ।

এলাকাসমূহে সংগঠিত হবে। কেননা রূম বিজয়ের সাথে সাথেই দাজ্জালের আগমন হবে এবং ঈসা (আঃ) এর নেতৃত্বে তার বিরোদ্ধে যুদ্ধ শুরু হবে। (এব্যাপরে আল্লাহ্ই ভাল জনেন।)

এখানে আমি রূম বিজয়ের পূর্বে দু'টি যুদ্ধের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করছি। এর বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থের 'মালাহেম' যুদ্ধের বর্ণনা অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

ক - রূম পতনের পূর্বে যুদ্ধ ঃ মুসলমান ও খৃষ্টান মিলে কোন বহিশত্রুর বিরোদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদের সেখানে বিজয় হবে, এর পর মুসলমান ও খৃষ্টানরা পরস্পরে গনীমতের মাল ভাগ করে নিবে। এর পর উভয় দল পাহাড়ী এলাকায় তাবু ফেলবে, ওখানে কোন একজন খৃষ্টান কমান্ডার উঠে ঘোষণা দিবে যে, "ক্রসেডের বিজয় হয়েছে" তখন একজন আত্নসম্মান বোধ সম্পন্ন মুসলমান দাঁড়িয়ে তাকে ধমক দিবে, ফলে উভয় দলের মাঝে ঝগড়া শুরু হবে, যার ফলে খৃষ্টানরা সন্ধি ভঙ্গ করবে, মুসলমানদের কাছ থেকে বদলা নেয়ার জন্য ৮০ টি খৃষ্টান দেশ একত্রিত হবে, এক রক্ত ক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুসলমানদের সমস্ত সৈন্য শহিদ হয়ে যাবে এবং খৃষ্টানরা বিজয়ী হবে।

খ - রূমের পতন ঃ রূমের যুদ্ধ কিয়ামতের পূর্বে সর্ববৃহৎ যুদ্ধ হবে, যার পর কিয়ামতের বড় বড় আলামত সমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে, যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্ন রূপঃ

সিরিয়ান মুসলমান ও খৃষ্টানদের মাঝে এক যুদ্ধ হবে যেখানে মুসলমানদের বিজয় হবে, তখন তারা খৃষ্টান পুরুষ ও নারীদেরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিবে। খৃষ্টান বাহিনী মুসলমানদের কাছ থেকে বদলা নেয়ার জন্য সিরিয়ার ওপর হামলা করবে। সিরিয়ার হালব নগরীর আ'মাক বা দাবেক নগরীতে যুদ্ধ হবে, এর পূর্বে মদীনা থেকে মুসলমানদের একটি সৈন্যদল সিরিয়ার মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য আ'মাক বা দাবেকে আসবে, তখন খৃষ্টান কমান্ডার মদীনার কমান্ডারকে বলবেঃ তোমরা সিরিয়ার সৈন্যদের কাছ থেকে দূরে থাক, তারা আমাদের নারী পুরুষদেরকে গোলাম বানিয়েছে, তাই আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করতে চাই। মদীনার সৈন্য দলের কমান্ডার বলবে "আল্লাহ্র কসম আমরা আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে কখনো একা একা ছাড়ব না" । তখন মুসলমান ও খৃষ্টানদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে এবং মুসলমানদের এক তৃতীয় অংশ সৈন্য নিহত হবে, যারা আল্লাহ্র নিকট শাহাদাতের উত্তম মর্যাদা লাভ করবে, সৈন্যদের একদল যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে, তাদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করবে না। বাকী এক অংশের হাতে বিজয় অর্জিত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ সর্ব প্রকার ফেতনা থেকে রক্ষা করবেন, সিরিয়ায় খৃষ্টানদের পরাজয়ের পর মুসলমানরা খৃষ্টানদের প্রাণকেন্দ্র রূমে আক্রমণ করবে, স্থল ও নদী পথে তুমুল যুদ্ধ হবে। স্থল পথে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুলের পুরানো নাম) যুদ্ধ হবে,[15]

---

[15] - উল্লেখ্য তুরকী আজ মুসলমানদের দখলে আছে কিন্তু ভবিষ্যতে কোন এক সময় তা খৃষ্টানদের দখলে চলে যাবে, আর মুসলমানরা তা দ্বিতীয়বার বিজয় করবে।

এ যুদ্ধে সত্তর হাজার মুসলমান অংশগ্রহণ করবে, ইস্তামবুলে ইসলাম ও খৃষ্টানদের মাঝে এ হবে সর্বশেষ যুদ্ধ, যেখানে আল্লাহ্‌র সাহায্যের অভুতপূর্ব নমুনা দেখা যাবে, সেখানে অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ হবে না। মুসলমানরা প্রথমে নারে তাকবীর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আল্লাহু আকবার বলবে, এতে শহর রক্ষাকারী একটি দেয়াল পড়ে যাবে, দ্বিতীয় বার নারে তাকবীর বলাতে অপর দেয়ালটিও পড়ে যাবে। তৃতীয় বার নারে তাকবীর দেয়াতে শহর বিজয় হয়ে যাবে। অপর প্রান্তে রূমে এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে যে, ইতি পূর্বে এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর কখনো হয়নি। একাধারে চার দিন পর্যন্ত যুদ্ধ হবে, প্রথম তিন দিন মুসলমানদের পরাজয় হবে, প্রতি দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সৈন্য নিহত হয়ে যাবে। চতুর্থ দিন আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে মুজাহিদরা বিজয় লাভ করবে। এ যুদ্ধে ৯৯ পারসেন্ট লোক মারা যাবে, যুদ্ধের ময়দান বহুদূর পর্যন্ত লাশের স্তুপে পরিণত হবে। এমনকি কোন একটি প্রাণীও যদি লাশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তাহলে তা মারা যাবে, কিন্তু লাশ অতিক্রম করা শেষ হবে না। রূম বিজয়ের পর মুসলমানরা গনীমতের মাল বন্টন করতে থাকবে এমতাবস্থায় তারা দাজ্জালের আগমন বার্তা লাভ করবে। তখন তারা সব কিছু রেখে সিরিয়ার দিকে বের হবে, আর তা হবে দাজ্জাল বিরোধী যুদ্ধের স্থান। দাজ্জালের আগমনের পূর্বে ইমাম মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, অতএব রূমের পতন তার নেতৃত্বেই শুরু হবে । (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

৪ - **দাজ্জাল হাত্যা** ঃ রূম বিজয়ের পর পরই ইহুদীদের নেতা দাজ্জালের আগমন ঘটবে, পৃথিবীর সমস্ত ইহুদী, কাফের এবং মোনাফেক তার সাথে মিলে যাবে, শুধু ইরানের ইসপাহান থেকে সত্তর হাজার ইহুদী তার দলে যোগ দিবে,দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। মক্কা ও মদীনার সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদেরকে পাহাড়াদার নিযুক্ত করবেন। মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সারা পৃথিবীতে দাজ্জাল ঘুরবে। যখন সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে পৌঁছবে তখন 'গোতা নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে তার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে। দাজ্জাল দামেশকে থাকা অবস্থায়ই ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। এর পর তিনি দাজ্জালকে ধাওয়া করবেন এবং 'লুদ' নামক স্থানে তাকে স্বীয় তীর দিয়ে হত্যা করবেন। এ হল ঐ চারটি বিজয়ের ঘটনা যা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে নিয়ে ঈসা (আঃ) এর পুনরাগমন পর্যন্ত হবে। এর মধ্যে দু'টি বিজয়ের ঘটনা সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগের সাথে সম্পৃক্ত, আর দু'টি কিয়ামতের খুব কাছা কাছি সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। হাদীসে উল্লেখিত বিজয়সমূহ ব্যতীত যুদ্ধ সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাও এসেছে যা এখানে উল্লেখ করা উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে, আর তাহলঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ" বাইতুল মাকদেস আবাদ হবে, আর এর পর মদীনা অনাবাদী হয়ে যাবে, মদীনা অনাবাদী হওয়ার পর বড় বড় যুদ্ধ সমূহ শুরু হবে, যার ফলে কুস্তুনতুনিয়া বিজয় হবে। কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জাল আসবে" । (আবুদাউদ)

হাদীসের শেষ অংশে যে দুটি যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার বর্ণনা পূর্বে অতিক্রম হয়েছে অর্থাৎ ঃ রূমের পতন ও দাজ্জাল হত্যা । অবশ্য পূর্বের দু'টি বর্ণনা নুতন, অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, চারটি ঘটনাই কিয়ামতের খুব নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। বাইতুল মাকদেস মুসলমানদের দখলে চলে আসবে, আর সম্ভবত তাকে ইসলামী হুকুমতের রাজধানী করা হবে, এতে তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এতুলনায় মাদীনার জাকজমক কমে যাবে, বাইতুল মাকদেস মুসলমানদের অধিনস্ত হওয়ার পর কিয়ামতের নিকটবর্তী যুদ্ধসমূহ শুরু হয়ে যাবে। যার সর্বশেষ ফলাফল হবে রূমের পতন ও দাজ্জাল হত্যা। দাজ্জাল নিহত হওয়ার পর ইয়াজুজ মাজুজের হত্যা ও রক্তপাতের ফেতনা শুরু হবে, কিন্তু মুসলমানরা এ ফিতনার মোকাবেলা করতে পারবে না। ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে মুসলমানদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাবেন, আর যারা বাকী থাকবে তারা এদিক সেদিক কেল্লা সমূহে আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে সংরক্ষণ করবে। দাজ্জাল নিহত হওয়ার পরই জিহাদ ফরজ হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে। (এব্যাপারে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।)

কতিপয় ভ্রান্তিমূলক প্রচারণা

২০০৭ সালের ৭ই নভেম্বর অ্যামেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালানোর পর আমাদের (পাকিস্তানের)কিছু কিছু বুদ্ধিজিবী উলেখিত হাদীসের কোন কোন অংশকে ঐ যুদ্ধ বলে প্রমাণীত করার চেষ্টা করেছে, এর পর এ রেজাল্ট বের করেছে যে ইমাম মাহদীর আগমন এবং দাজ্জালের আগমনের সময় ও হয়ে গেছে। এখনই কিয়ামতের বড় বড় আলামত সমূহ প্রকাশ পাবে। কিছু উদহারণ লক্ষ্য করুনঃ

১। পরিস্থিতি একথার প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, কিয়ামতের সর্বশেষ ঘটনাবলীর মে ১৯৯৯ইং সাল থেকে শুরু হয়ে গেছে, সর্বশেষ ঘটনাবলীর পাঁচটি বড় ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। এ ভবিষ্যতবাণী দাতার ধারণা এই যে, সর্বশেষ পরিস্থিতির দীর্ঘতা হবে ১৯৯৯ থেকে ১০০ বছর থেকে ৩০০ বছর পর্যন্ত। আর প্রথম স্তর হবে ১৯৯৯ মে থেকে ২০ -৩০ বছর পর্যন্ত ।[16] (আল্লাহ্ ই এব্যাপারে ভাল জানেন)

২। ইমাম মাহদীর জন্ম হয়ে গেছে তার আত্মপ্রকাশের সময় হয়ে গেছে। [17]

কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর আগমন ও মৃত্যুকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্ চন্দ্র দ্বীখন্ডিত হওয়াকেও কিয়ামতের আলামত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এসমস্ত আলামত অতিক্রান্ত হওয়ার ১৫শ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, কোরআ'ন ও হাদীসে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার পরিমাণ কত, একশত বছর না এক হাজার বছর না পঞ্চশ হাজার বছর তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তাই ইমাম মাহদীর আত্ম প্রকাশ,দাজ্জালের আগমন কিয়ামতের আলামত হওয়া সত্বেও তার পরিমাণ নির্ধারণ করা কোন ভাবেই সঠিক বলে মনে হয়না। এব্যাপারে এক মাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আল্লাহ্র বাণীঃ

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة النمل: ٦٥)

অর্থঃ"বলঃ আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখে না"। (সূরা নামল- ৬৫)

দ্বিতীয় কথা হল এই যে, অ্যামেরিকার আফগানিস্তানে হামলাকে কোন কোন জনাবরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীর সত্যতা হিসেবে প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করেছে, যদি গভীরভাবে হাদীস অধ্যায়ন করা যায়, তাহলে সমস্ত হাদীসের মধ্যে কোন একটি

---

[16] -আসরার আলম লিখিত, কিয়া দাজ্জাল আমাদ আমাদ হ্যায়?

[17] - মোহাম্মদ যাকিউদ্দীন সারকী লিখিত পাকিস্তান আওর আলমে ইসলাম কা বাহরান পৃঃ ৩।

হাদীসও এমন পাওয়া যায় না যে, যা বর্তমানে অ্যামেরিকার আফগানিস্তানের ওপর হমলার কথা প্রমাণ করে। নিচে আমরা কিছু উদহারণ পেশ করব যা উল্লেখিত বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করবে।

১। আবু দাউদে বর্ণিত এক হাদীসের বর্ণনাকারী যি মাখবার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা (মুসলমানরা) রূম বাসীদের সাথে সন্ধি করবে এবং উভয়ে মিলে এক শত্রুর মোকাবেলা করবে, লম্বা হাদীসের এ সংক্ষিপ্ত অংশ থেকে কোন কোন জনাবগণ দশ, বার, বছর পূর্বে সংঘটিত আফগানিস্তান এবং রাসিয়ার যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেখানে অ্যামেরিকা ও ইউরূপিয়ানরা মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করেছিল এবং রুশ বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। অথচ এ যুদ্ধে খৃষ্টানরা মুসলমানদের সাথে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগীতা তো করেছিল, কিন্তু মূলত শুধু মুসলমানরাই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ছিল। কোন খৃষ্টানদেশের এক জন সৈনিক ও তাতে অংশ গ্রহণ করে নাই বা হতাহত হয় নাই।

২। উক্ত হাদীসের পরবর্তী বিষয় বস্তু এই যে, তোমরা (মুসলমান ও খৃষ্টানরা) পরস্পরে গনীমতের মাল বন্টন করবে এবং এক পাহাড়ী অঞ্চলে তা জ্বালাবে, যেখানে এক খৃষ্টান ক্রসেড উন্মুক্ত করে বলবে ক্রসেডের জয় হয়েছে। মুসলমানদের মধ্য থেকে এক অত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি রাগান্নিত হয়ে ঐ খৃষ্টানকে মেরে ফেলবে, ফলে খৃষ্টানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে। ধরা যাক যে, গনীমতের মাল বন্টনের উদ্দেশ্য হল স্ব স্ব স্বার্থ উদ্ধার, কিন্তু যুদ্ধের পর উভয় দল পাহাড়ী অঞ্চলে গনীমত জ্বালানো কোথায় হল। কোন কোন জনাবগণ পাহাড়ী অঞ্চল বলতে আফগানিস্থানকে বুঝিয়েছেন, অথচ বিজ্ঞ ওলামাগণের মতে হাদীসে বর্ণিত পাহাড়ী অঞ্চল বলতে সিরিয়া উদ্দেশ্য। এর পর পাহাড়ী অঞ্চলে গনীমত জ্বালনোর সময় কোন খৃষ্টান কমান্ডার ক্রসেডের বরকতে বিজয় হয়েছে বলে দাবী করে ছিল? অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের যুদ্ধের পূর্বে ক্রসেড শব্দটি কোন অবস্থাতেই এ অবস্থার সাথে সম্পর্ক রাখে না। আর খৃষ্টান কমান্ডরের উত্তরে কোন মুসলমান কমান্ডার খৃষ্টান কমান্ডারকে মেরেছে বা ক্রসেড ভেঙ্গেছে?

মুসলমান ও খৃষ্টানদের এ যুদ্ধের ফলে খৃষ্টানরা কোন অঙ্গিকার ভঙ্গ করল?

৩। ইমাম ইবনে মাযার বর্ণনাকৃত হাদীসের বর্ণনা কারী আওফ বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, রূমবাসীরা অঙ্গিকার ভঙ্গের পর তোমাদের (মুসলমানদের) বিরোদ্ধে ৮০ পতাকা (৮০ টি দেশ) সৈন্য নিয়ে আসবে।

আগে পরের সাথে মিলালে এ হাদীস উল্লেখিত যুদ্ধের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। তবে আমরা যে সমস্ত জনাবগণ শুধু সম্মিলিত বাহিনী শব্দের কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে, তাদেরকে

অবগত করাতে চাই যে, উল্লেখিত ঐক্য শুধু খৃষ্টান শাসকদের মধ্যেই হবে, কিন্তু বর্তমান ঐক্যে মুসলমান ও খৃষ্টান উভয়ই শামিল আছে।

দ্বিতীয় কথা হল হদীস অনুযায়ী সম্মিলিত হওয়া রষ্ট্রের সংখ্যা হবে ৮০ অথচ বর্তমান ঐক্যে মুসলমান ও খৃষ্টান মিলে প্রায় ৪০ টি রাষ্ট্র।

৪। আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) হাস্সান বিন আতিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উদ্ধৃতিতে এযুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে বলেছেন যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সমস্ত মুসলমানদের দলসমূহকে আল্লাহ্ শাহাদাত বরণ করাবেন, বা অন্য শব্দে খৃষ্টানদের বিজয় হবে, অথচ এ যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীতে মুসলমানরাও শরীক ছিল। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, হাদীসে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা অ্যামেরিকা ও আফগান যুদ্ধের সাথে বিন্দু পরিমানেও কোন সম্পর্ক নেই।

৫। কোন কোন জনাবগণ মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক ঘটনাকে এ যুদ্ধের সাথে মিলানোর জন্য চেষ্টা করেছে। অথচ অগে পরের ধারাবাহিকতা এর সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না। ঘটনাটি এই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ খৃষ্টান বাহিনী সিরিয়ার আ'মাক বা দাবেকে এসে তাবু স্থাপন করবে। মদীনা থেকে একটি সেনাদল সিরিয়ার মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য ওখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন খৃষ্টান বাহিনী মদীনার সেনাদলটিকে বলবে যে তোমরা সিরিয়ার সেনাদল থেকে পৃথক হয়ে যাও। সিরিয়াবাসীরা আমাদের নারী-পুরুষদেরকে কৃতদাস করে রেখেছে, আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করব। মদীনার সেনদলটি বলবে"আল্লাহ্র কসম! আমরা আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের সাথে পৃথকভাবে লড়তে দিবনা।" তখন যুদ্ধ শুরু হবে এবং মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ লোক পালিয়ে যাবে, যাদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ মারা যাবে যারা আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। আর এক তৃতীয়াংশ সৈন্যদল বিজয় লাভ করবে এবং তারা কখনো কোন ফিতনায় নিপতিত হবে না। এ বিজয়ের পর মুসলমানদের এ সেনাদলটি খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইস্তামবুলে যাবে, সেখানেও তারা বিজয় লাভ করবে, বিজয়ের পর তারা গনীমতের মাল বন্টন রত থাকবে তখনই শয়তান আওয়াজ দিবে যে, দাজ্জালের আগমন ঘটেছে, মুসলমানরা সাথে সাথে সিরিয়ার দিকে ছুটে যাবে, পথি মধ্যে তারা জানতে পারবে যে সংবাদটি মিথ্যা ছিল। কিন্তু তারা যখন সিরিয়ায় পৌঁছবে তখন সত্যিই দাজ্জালের আগমন ঘটবে। (১২০ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ)

আগে ও পরের বর্ণনাকে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সম্পূর্ণ হাদীসটির মধ্যে এমন কোন কথা নেই যা বর্তমান যুদ্ধের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে। কিন্তু কোন কোন

জনাবরা বর্ণনাটির আগে ও পিছনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে খৃষ্টান বাহিনীর এ কথা যে, তোমরা সিরিয়ার সৈন্য দল থেকে দূরে থাক আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করব। এর সাথে এ শব্দ সমূহকে নিজেরাই সংযোজন করেছে যে, "আমাদেরকে আমাদের দাবীকৃত লোক হস্তান্তর কর" এ বাক্যটিকে অ্যামেরিকা তালেবানদের প্রতি এ আবেদনের সাথে একাকার করে দিয়েছে যে, " ওসামা বিন লাদেন এবং তার সাথীদেরকে আমাদের নিকট হস্তান্তর কর"। অথচ এ শব্দটি হাদীসের কোন কিতাবেই নেই।

৬। যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের পেপার পত্রিকা সমূহে দু'টি হাদীসের অপ ব্যাখা চলেছে, এর মধ্যে একটি হল"রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন "খোরাসান থেকে কাল পতাকাবাহী দল বের হবে, আর তাদের এ পতাকাকে বাইতুল মাকদেসে স্থাপন করা থেকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারবে না"। (তিরমিযী)

দ্বিতীয় হাদীসটি হল এই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন"পূর্ব দিক থেকে কিছু লোক আসবে, যারা মাহদীর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে"(ইবনে মাজা)

এ উভয় হাদীস সম্পর্কে আমরা একথা স্পষ্ট করা জরুরী মনে করি যে, এ উভয় হাদীসই দুর্বল। বিস্তারিত জানার জন্য ১৪৫ নং মাসআলা দ্রঃ। (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

৭। আমেরিকান ও আফগান যুদ্ধকে যে ভাবে কিছু কিছু হাদীসের সাথে মিলানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনি ভাবে দাজ্জালের দ্রুত আগমনের কথা প্রমাণ করার জন্যও বোখারীর একটি হাদীসকে অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

হাদীসটি নিম্নরূপঃ

আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলঃ

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (سورة الشعراء : ٢١٤)

অর্থঃ "হে মোহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন কর"। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফা পাহাড়ে আরোহন করে উচ্চ কণ্ঠে আদী, ফেহের,কোরইশ বংশের সমস্ত লোকদেরকে ডাকলেন। তখন সবাই সেখানে উপস্থিত হল, আর যে নিজে আসতে পারে নাই, সে বিষয়টি জানার জন্য নিজের প্রতিনিধী প্রেরণ করল, আবু লাহাব নিজে আসল এবং অন্যান্য কোরাইশরাও আসল। তখন তিনি বললেনঃ হে লোকেরা আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এ উপত্যকায় কিছু শত্রু তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আসছে তাহলে তোমরাকি তা বিশ্বাস করবে? তারা বললঃ হাঁ। আমরা

সর্বদাই তোমাকে সত্যবাদী রূপে পেয়েছি। তিনি বললেনঃ তা হলে আমি তোমাদেরকে আগত কঠিন শাস্তি থেকে শর্তক করছি। (বোখারী)[18]

হাদীসের শেষ অংশে বর্ণিত হয়েছে যে,

اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কোন কঠিন শাস্তি আগমনের পূর্বে তা থেকে সতর্ককারী"।

"কঠিন শাস্তি" এর অর্থ হল মৃত্যুর পর জাহান্নামের শাস্তি। [19]

"দাজ্জাল কি আমাদ আমাদ হ্যেয়" গ্রন্থের লিখক এ সমস্ত হাদীস সমূহ লিখে শেষ অংশের তরজমা করেছে এই যে, তোমরা জেনে রেখ আমি তোমাদেরকে এ শত্রু দলের কঠিন শাস্তি থেকে সর্তক করছি।" এবং সাথে সাথে এ ব্যাখ্যাও করেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ হক পন্থীদের প্রতি আগত এ কঠিন বিপদ এবং হক পন্থীদের এ ভয়ানক পরীক্ষা যার ভয় সমস্ত নবীদের ছিল, কিন্তু তা (দাজ্জাল) তাদের যুগে প্রকাশ পায় নাই। মনে হচ্ছে যে এখন তার আগমন ঘটবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আদম (আঃ) থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনা থেকে বড় আর কোন ফেতনা নেই। (মুসলিম)

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে, আক্রমন ও শত্রুদলের আগমনের কথা বলেছেন তা অতি শিঘ্রই প্রকাশ পাবে। [20]

হাদীসে বর্ণিত"কঠিন আযাব" এর ব্যাখ্যা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি না কওে, দাজ্জাল বাহিনীর কঠিন শাস্তি করার অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে,কবি বলেনঃ

অযোগ্য পন্ডিতদের কি অবস্থা,তারা কোরআ'নকে পরিবর্তন করে অথচ নিজেরা পরিবর্তন হয়না।

সম্ভবত কঠিন শাস্তির এ ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী হয়ে এক লিখক অ্যামেরিকান সৈন্যদের আফগানিস্তানের ওপর বোমা বষর্ণকে দাজ্জালের জাহান্নাম হিসেবে তাকে জান্নাত বলে দিয়েছে।[21] যেন স্বয়ং অ্যামেরিকা হল দাজ্জাল।

[18] - কিতাবুত্‌ তাফসীর,বাব ওয়ানযির আসিরাতাকাল আকরাবীন।

[19] -মাওলানা আশরাফ আবদুহ আল ফালাহ লিখিত আশরাফুল হাওয়াসী নামক কোরআ'ন তাফসীর। পৃ ৫১৯ হাসিয়া নং ৬।

[20] - আসরার আলম লিখিত "কিয়া দাজ্জাল কি আমাদ আমাদ হ্যেয়। পৃঃ ৬-৭)

অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত স্পষ্ট করে একথা বলেছেন যে, দাজ্জাল আদম সন্তানের মধ্য থেকে একজন সুস্থ মানুষ হবে। তার এক চোখ অন্ধ হবে, মাথার চুল কোকড়ানো হবে। এ স্পষ্ট বর্ণনার পরও কোন দেশকে দাজ্জার বানানো অত্যন্ত হাস্যকর বিষয়। যা জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে মোটেও কোন সম্পর্ক রাখে না।

৮ - আরো একটি হাদীস দ্রঃ

আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না মুসলমানদের দু'টি দলের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ না হবে। তাদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ অথচ তাদের উভয়ের দাবী একেই হবে। (মুসলিম)

এ হাদীস দু'টিতে বড় যুদ্ধের অর্থ হল সাহাবাগণের মাঝে সংঘটিত উষট্রের যুদ্ধ এবং সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ। কিন্তু "কিয়া দাজ্জাল কি আমাদ আমাদ হ্যেয় " নামক গ্রন্থে লিখক বলেছেনঃ এদু'টি বড় দল মূলত ইহুদীদের দু'টি অংশ যারা বায্যিক ভাবে পরস্পর বিরোধী দু'টি দল। কিন্তু মূলত ভিতরে ভিতরে তারা একেই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যাদের মাধ্যমে দু'টি বড় যুদ্ধে শতাব্দীভর রক্ত পাত চলতে থাকবে। সেখানে অসংখ্য লোক মারা যাবে,আমার সল্প জ্ঞানে এ অবস্থা ১৮৯৭ইং থেকে শুরু হয়ে ১৯৮৯ইং থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। কোন কোন অবস্থা দৃষ্টে ১৯৯৯ ও ধরা যেতে পারে। সম্ভবত আরো দুবছর বৃদ্ধি করে ২০০২ ও ধরা যায়। কিন্তু আমি তা ১৯৯৯ ধরেছি ।[22]

আরো এক বুদ্ধি জিবী ইরাক ইরান যুদ্ধকেও এর অর্ন্তভুক্ত করেছেন। [23]

একটি হাদীসে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ অতিশিঘ্রই ফোরাত নদীতে একটি সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে। লোকেরা ঐ দিকে ধাবিত হবে তা লাভের জন্য যুদ্ধ করবে এবং ৯৯% লোক মারা যাবে। (মুসলিম)

ফোরাত নদী যেহেতু ইরাকে তাই লেখক কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই এ হাদীসে বর্ণিত দু'টি গ্রুপ থেকে ইরাক ও কুয়েতকে বুঝাতে চেয়েছে।[24]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসকে এভাবে অপব্যাখ্যা ও ছেলে খেলায় পরিণত করার ব্যাপারে আল্লামা ইকবাল কতইনা সত্য বলেছেনঃ

---

[21] -মোহাম্মদ যাকিউদ্দীন শারফি লিখিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কি পেশ গুয়ি।পৃঃ ২৫।

[22] - আসরার আলম লিখিত "কিয়া দাজ্জাল কি আমাদ আমাদ হ্যেয়। পৃঃ ১৮।

[23] - মুহাম্মদ যাকিউদ্দীন শরফী লিখিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কি পেশ গুয়ি।পৃঃ ১৪।

[24] - মুহাম্মদ যাকিউদ্দীন শরফী লিখিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কি পেশ গুয়ি।পৃঃ ১৫।

আমার পক্ষ থেকে মোল্লা ও সূফীদের প্রতি সালাম, যারা আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে, কিন্তু তাদের অপব্যাখ্যার দৌড় এ ছিল যে, তারা আল্লাহ্‌, জিবরীল, ও মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গুরপাকে ফেলে দিয়েছে, মূল দাওয়াতটি কি ছিল আর সূফী ও মোল্লারা তাকে কি বানিয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসকে অপব্যাখ্যা করে পূর্ব ও পরবর্তী অংশ থেকে পৃথক করে নিজস্ব চিন্তা চেতনার আলোকে সাজানো আর সালফে সালেহীনদের ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে নুতন নুতন সাজে সাজানো আমাদের মতে বিরাট পাপ, যা থেকে এক বার নয় শত বার ভয় করা উচিত। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনদের এতটা সর্তকতা ছিল যে, আবদুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) মত মোহাদ্দিস, আলেম, ফকীহও হাদীস বর্ণনা করার সময় চেহারা হলুদ হয়ে যেত যে, না জানি কোন ভুল কথা রাসূল সম্পর্কে বলা হয়ে যায়। আনাস বিন মালেক ঐ সাহাবী, যার এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্ত ছিল, মোহাদ্দেসিনদের পরিভাষায় তিনি হাফেজে হাদীস ছিল। কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এতটা সর্তকতা ছিল যে, হাদীস বর্ণনা করার পর (আও কামা কাল) বা তিনি (রাসূল যেমন) বলেছেন একথা অবশ্যই বলতেন। যায়েদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে যখন হাদীস বর্ণনা করতে বলা হত তখন তিনি বলতেন, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি আমার স্মরণ শক্তি কমে গেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল রাসূলের এ হাদীসের প্রতিঃ

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار

অর্থঃ" যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিল, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা নিজেই বানিয়ে নিল"। (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বীন ও ঈমানের নিরাপত্তা এর মধ্যে যে, কোরআ'ন ও হাদীস সম্পর্কে শুধু ঐ ব্যাখ্যা করা, যা সালফেসালেহীনগণ করেছেন। ঐ কথা স্বীয় কলম দিয়ে লিখা যা আল্লাহ্‌র রাসূল স্বীয় যবানে বলেছেন এবং তাঁর চেয়ে অধিক বলার চেষ্টা না করা।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

(سورة الحجرات :١)

অর্থঃ"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ। (সূরা হুজুরাতঃ ১)

ইমাম মাহদী (আঃ)

ইমাম মাহদীর পরিচয় সম্পর্কে আমরা প্রথমত "ইমাম" ও "মাহদী" এ দু'টি শব্দের ব্যাখ্যা করব।

ইমাম শব্দটি সাধারণত দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ[25]

---

[25] - ইমাম শব্দের একটি ব্যবহার শিয়াদের মাঝেও পাওয়া যায়। তাই ইমাম মাহদীর ব্যাপারে এরও ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। ইসনা আশারিয়া শিয়াদের আক্বীদা এই যে, রাসূলের মৃত্যুর পর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য নবুয়তের পরিবর্তে ইমামতের ধারাবাহিকতা চালু করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত ১২ জন ইমাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ ইমামদের মর্যাদা রাসূলের সমান এবং অন্যান্য নবীদের চেয়ে উত্তম। ইসনা আশারিয়াদের আক্বীদা মোতাবেক সমস্ত ইমাম মো'জেজা ধারী,তাদের নিকট ফেরেশ্তা ওহী নিয়ে আসে, তাদের মে'রাজও হয়। তাদের ওপর কিতাবও অবতীর্ণ হয়। তাদের হালাল হারাম নির্ধারণের অধিকার আছে। তার তাদের মৃত্যুর সময় সম্পর্কেও অবগত ছিল। তাদের মৃত্যু তাদের ইচ্ছাধিন ছিল। এ বার ইমামের নাম নিম্নরূপঃ

১। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিদায় হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র নির্দেশ ক্রমে গাদীরে খাম নামক স্থানে ঘোষণা করে ছিলেন।
২। হুসাইন বিন আলী।
৩। হাসান বিন আলী।
৪। আলী বিন হুসাইন (ইমাম যয়নল আবেদীন)
৫। মোহাম্মদ বিন আলী। (ইমাম বাকের)
৬। হযরত জা'ফর সাদেক বিন মোহাম্মদ ।
৭। হযরত মূসা কাজেম বিন জা'ফর সাদেক।
৮। হয়রত আলী বিন মূসা কাজেম।
৯। হযরত মোহাম্মদ বিন আলী।
১০। হযরত আলী বিন মোহাম্মদ তাকী।
১১। হযরত হুসাইন বিন আলী আসকারী।
১২। হযরত মোহাম্মদ বিন হাসান আসকারী। (ইমাম গায়েব)।

ইসনা আশারিয়াদের মতে নিকট অতীতে সাড়ে এগার বছর পূর্বে ২৫৫ হিঃ বা ২৫৬ হিঃ তে ইমাম গায়েব মাহ্দী জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তার পিতার মৃত্যুর ১০ দিন পূর্বে ৪ বা ৫ বছর বয়সে অলৌকিক ভাবে গায়েব হয়ে গেছেন এবং এখন পর্যন্ত তিনি জিবীত অবস্থায় কোন পাহাড়ে লুকিয়ে আছেন। শিয়ারা তাদের শরিয়তে ইমাম গায়েবকে "মাহদী" "আলহুজ্জা" " আলকায়েম" আল মুন্তযের" "সাহেবুয্ যামান" "সাহেবুল আমর" ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করে থাকে। ইমাম মাহদীর গায়েব হয়ে থাকাকে শিয়াদের ভাষায় "গাইবত" বলা হয়। ইমাম মাহদীর অদৃশ্য হওয়ার পর কিছু কিছু সর্তকবান শিয়া আলেম এ দাবী করল যে, তারা অদৃশ্য ইমামের দূত, তাদের তার সাথে গোপনীয়ভাবে সাক্ষাত হয়। তাই সরলমনের লোকেরা তাদের চিঠি পত্র, দরখাস্ত ও উপহারসমূহ অদৃশ্য ইমামের নিকট পৌঁছানোর জন্য এ আলেমদেরকে দিত। আর এসমস্ত আলেমরা অদৃশ্য ইমামের উত্তর তাদের হাতে এনে দিত যাতে অদৃশ্য ইমামের সীলও থাকত। এ গোপন দূতদের খবর যখন বাদশাদের কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন চেক শুরু হল যার ফলে এ ধারা বন্ধ করে দেয়া হল। অদৃশ্য ইমামের সাথে গোপন দূতদের যোগাযোগ যতদিন চলছিল তাকে শীয়া আক্বীদায় গাইবাতে সোগরা বলা হয়। আর এর পরের সময়টিকে গাইবাতে কোবরা বলা হয়। আর তার সময় কাল শুরু হয় । বলা হয়ে থাকে অদৃশ্য ইমামের

১- মসজিদের ইমাম।

২ - হাদীস বা ফিকহের পারদর্শী ব্যক্তি মোহাদ্দেস ও ফকীহ্কেও ইমাম বলা হয়।

যেমন ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, (রাহিমাহুমুল্লাহ।)

ইমাম শব্দটি শোনামাত্রই মন ঐ দিকে চলে যায় অথচ হাদীসে ইমাম শব্দটি প্রেসিডেন্ট, খলীফা, সেনাপ্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম মাহদী সম্পর্কেও ইমাম শব্দটি ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এমনি ভাবে এটা ইমাম ব্যক্তিগত বা বংশগত নাম নয়। বরং অর্থের দিক থেকে পথ প্রদর্শনকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব ইমাম মাহদীর অর্থঃ এমন পথ প্রদর্শক খলীফা, যে কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে খেলাফতে রাশেদার নিয়মে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইমাম মাহদীর নাম আমার নামেই হবে। তার পিতার নামা আমার পিতার নামে হবে। অর্থাৎ মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ । আর সে ফাতেমা রযিয়াল্লাহু আনহার বংশধর হবে। (আবুদাউদ)

তার আগমনের পূর্বে যুদ্ধের প্রচলন শুরু হবে সর্ব দিকে কতল, গোম, যুলুমের সায়লাব শুরু হবে। মুসলমান বাদশাগণ নিজেদের পরস্পরের বিস্তার লাভ, পার্থিব কল্যাণ, হিনমনবলের কারণে অধপতনের শিকার হবে। সম্পদ ও লোকের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্বেও কাফেরদের নিকট তাদের তুলনা হবে লাঞ্ছিত ও গোলামদের ন্যায়। তখন মুসলিম জাতি সর্বত্র তাদের বাদশাদের দুর্বলতার কারণে বর্ণনাতীত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় জীবন যাপন করবে, তারা প্রতিটি মূহর্তে এ অবস্থা থেকে কোন মুক্তিকারীর আগমন অপেক্ষায় থাকবে। আর তখন সম্ভবত আরব বিশ্বে খিলাফতের নিয়ম চালু হবে, যার রাজধানী হবে দামেশক বা বাইতুল মাকদেস। কোন খলীফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে কঠিন মতবিরোধ দেখা দিবে। এ মত ভেদ শেষ না হতেই লোকেরা হারাম শরীফে ইমাম মাহদীকে কিছু কিছু নিদর্শনের মাধ্যমে চিনে তাঁর হাতে বাইআত শুরু করে দিবে। সরকার এ বাইআতকে রাষ্ট্রদ্রোহী মনে করে, তা দমন করার জন্য সিরিয়া থেকে সৈন্য পাঠাবে, এ সৈন্যরা মদীনা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে বাইদা নামক স্থানে পৌঁছলে, তাদের

সাথে বদরের যুদ্ধের একনিষ্ঠ সাথীদের(অর্থাৎ ৩১৩ জনের) যখন মিলন হবে, তখন তিনি গুহা থেকে বের হবেন, আর এর সাথে সাথে গাইবাতে কোবরাও শেষ হয়ে যাবে। শিয়া আক্বীদা অনুযায়ী ইমাম গায়েব মাহদী যখন বের হবে তখন তার সাথে মূল কোরআ'ন যা আলী (রাঃ) সাজিয়েছিলেন (যা বর্তমান কোরআ'ন থেকে ভিন্ন হবে) তা সে নিয়ে আসবে। এবং তার বিধি বিধান কায়েম করবে। শিয়াদের আক্বীদা অনুযায়ী রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কিয়ামতের কাছা কাছি সময়ে ইমাম মাহদীর যে, সুসংবাদ দিয়েছেন সেই এ অদৃশ্য ইমাম। যার নাম মোহাম্মদ বিন হাসান আসকারী। অথচ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্টভাষায় এরশাদ করেছেন,তার নাম মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ হবে। তাই মুসলমাদের নিকট ইমাম মাহদী সর্ম্পকিত বিশ্বাস তাদের বিশ্বাস থেকে ভিন্ন যা শিয়ারা বিশ্বাস করে থাকে।

একজন ব্যতীত সমস্ত লোক মাটি ধ্বসে মারা যাবে। আর এ লোকটি ফেরত গিয়ে সরকারকে এ ঘটনা হুবাহু বর্ণনা করে শোনাবে। বাইদা নামক স্থানের এ ধ্বসের খবর দ্রুত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এবং সমস্ত আলেম ওলমাগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী পরিপূর্ণ বিশ্বাস করবে যে, হারাম শরীফে যার নিকট বাইয়াত করা হয়েছে সে বাস্তবেই ইমাম মাহদী। তখন আরব বিশ্বের সমস্ত আলেম ওলামা দলে দলে এসে উপরোক্ত ইমামের হাতে বাইয়াত করবে। আর এভাবেই তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইমাম মাহদী অর্থাৎ ঃ মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ সাত বছর পর্যন্ত খেলাফত পরিচালনা করবে। উপরোক্ত ইমামের খেলাফত কালে সর্বত্র ন্যায় পরায়নতা,শান্তি, নিরাপত্তার জয়গান চলাবে। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, দাতা অনেক হবে কিন্তু নেয়ার মত কেউ থাকবে না। যা ইতি পূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, রূমের পতনের পর ইমাম মাহদীর খেলাফত শুরু হবে, আর তাঁর খেলাফতের শেষ পর্যায়ে দাজ্জালের ফেতনা শুরু হবে। ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদীর খেলাফত কালেই আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তিনি দাজ্জালের বিরোদ্ধে যুদ্ধে ঈসা (আঃ) কে সাহায্য করবেন। দাজ্জালের ফেতনার পরিশেষে ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদী উভয়ে মিলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। ইহুদী ও নাসারা মতবাদ পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে। আর দুনিয়াতে শুধু ইসলামের জয়গান চলতে থাকবে। এসব কিছু ইমাম মাহদীর সাত বছর খেলাফতকালে পরিপূর্ণ হবে। এর পর ইমাম মাহদী ইন্তেকাল করবেন। ঈসা (আঃ) তার জানাযার নামায পড়ে তাকে দাফন করবেন। উপরোক্ত ইমামের মৃত্যুর পর খেলাফতের সমস্ত কাজ ঈসা (আঃ) এর হাতে চলে আসবে। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আগে হয়ে গেছে। আর এর বিস্তারিত বর্ণনা পরবর্তীতে আসছে।

তাহলে ইমাম মাহদীর আগমনের সময় হয়েছে না হয় নাই? এ প্রশ্নে আজ গবেষণা চলছে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এব্যাপারে কোন কথা বলা মুশকিল, যদিও বর্তমান পরিস্থিতি অবলোকনে মনে হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মা স্ব স্ব প্রতিনিধিদের বিরোধিতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি উম্মতকে তাদের এ অবস্থা থেকে বের করার জন্য আসে, তাহলে সমস্ত মানুষ তার বন্ধু হয়ে, তার পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে মনে হচ্ছে যে ভবিষ্যত বর্তমানের চেয়েও আরো কয়েকগুন বেশি বিপদ জনক হবে। (যার যথেষ্ট সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে)।

আর ঐ সময়েই উল্লেখিত ইমামের আগমন ঘটবে এবং তাঁর আগমনের সাথে সাথেই অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর উম্মতে মুসলিমার দুর্ভাগ্য বিদূরিত হবে। তাই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে উল্লেখিত ইমামের আগমনের এখনো যথেষ্ট সময় বাকী আছে। (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

মুক্তির পথঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য যে রাস্তা আমাদেরকে বাতিয়ে ছেন এর ওপর চলে নিঃসন্দেহে আমরা আগন্ত ফেতনা থেকে বাঁচতে পারব। এছাড়া অন্য সমস্ত চিন্তা চেতনা বেকার।

হাদীসে বর্ণিত ফেতনাসমূহকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। একক ও সংঘবদ্ধঃ

একক ফেতনা ঐ গুলো যার সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। যে স্ত্রী-সন্তান, জীবন ও সম্পদের ফেতনা। সংঘবদ্ধ ফেতনা ঐ গুলো যা সম্পর্ক সমাজের আচার আচরণের সাথে। যেমন চুরী, ডাকাতি, হত্যা, উলঙ্গপনা, অশ্লীলত ইত্যাদি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয় প্রকার ফেতনা থেকে বাঁচার রাস্তা আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন, যা আমরা পৃথকভাবে উল্লেখ করছি।

ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত ফেতনা থেকে বাঁচার রাস্তাঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষের জন্য তার স্ত্রী, তার সম্পদ, তার জীবন, তার সন্তান, তার প্রতিবেশি তার জন্য ফেতনা। (অর্থাৎ এ বিষয়গুলো মানুষের জন্য ফেতনার কারণ)। আর নামায, রোযা, সাদাকা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এ সমস্ত ফেতনাকে দূরবিত করে। (মুসলিম) অর্থাৎ মানুষকে সংরক্ষণ করে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছেঃ

১। পৃথিবীর সব কিছুতেই মানুষের জন্য ফেতনা আছে, যেমন আনন্দ, চিন্তা, সুখ-দুখ, ক্ষমতা, অভাব, স্বাস্থ, রোগ, ব্যবসা- বানিয্য, অঙ্গিকার ,সন্তান- সন্ততি, এমন কি নিজের জিবনের মাঝেও ফেতনা রয়েছে।

২। মানুষের সৎ কাজ নামায রোযা, দান ,দূয়া, কোরআ'ন তেলওয়াত, পিতা-মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, এতীম-বিধবাদের সেবা, হালাল উপর্জন, কবীরা গোনা থেকে বিরত থাকা ,সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা ইত্যাদি ফেতনা থেকে রক্ষা করে, কোরআ'ন মাজীদেও আল্লাহ্ একথা বলেছেনঃ

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (سورة هود:١١٤)

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলী মুছে দেয় অসৎ কার্যসমূহকে।" (সূরা হুদ ১১৪)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও বিভিন্ন হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, মানুষের সৎ কাজ পাপসমূহকে দূর করে দেয়। যেমনঃ তিনি বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে অপর জুমা, এক রোযা থেকে আরেক রোযা, মধ্যবর্তী পাপসমূহের জন্য কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ মানুষ কবীরা গোনা থেকে বিরত থাকবে।(মুসলিম)

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ সাদকা (বান্দার প্রতি) আল্লাহ্‌র রাগকে শীতল করে এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। ব্যক্তিগত ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ আমলসমূহকে বিশেষভাবে গুরত্ব দিতে হবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দূয়া করতে হবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট এ আশা রাখতে হবে যে, এ আমলের সাথে সাথে আল্লাহ্ আমাদেরকে এ সমস্ত ফেতনা থেকে রক্ষা করবেন। ইনশাআল্লাহ্ ।

সামাজিক ফেতনা থেকে বাঁচার রাস্তাঃ

সামাজিক ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নরকমের নির্দেশনা দিয়েছেন। যা নিম্নরূপঃ

১। ফিতনার সময় তোমাদের কামানসমূহ ভেঙ্গে ফেল, তার সূতা কেটে ফেল, তোমারা ঘরে আবদ্ধ থাক এবং আদম (আঃ) এর ছেলে হাবিলের পন্থা অবলম্ভন কর। (তিরমিযী)[26]

২। হুশিয়ার! যখন ফিতনা প্রকাশিত হবে তখন উট পালনকারীরা যেন উট থাকার স্থানে চলে যায়, বকরী পালনকারী যেন বকরীর থাকার স্থানে চলে যায়। চাষাবাদকারী যেন মাঠে চলে যায়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যার উট, গরু, জমি নেই সে কি করবে? তিনি বললেনঃ সে তার তরবারী নিয়ে তার ধার নষ্ট করে যেভাবে পারে নিজেকে ফিতনা থেকে রক্ষা করবে। (মুসলিম)

৩। মুসলমানদের উত্তম সম্পদ হল তাদের বকরী যা নিয়ে তারা কোন পাহাড়ের চুড়ায় বা বৃষ্টি যুক্ত স্থানে চলে যাবে, যাতে করে স্বীয় ঈমান রক্ষা করতে পারে। (ইবনে মাযাহ)

৪। কিছু কিছু ফিতনা এমন হবে যার দরজায় জাহান্নামের প্রতি আহ্বানকারী থাকবে, ঐ সময় তার ডাকে সাড়া না দিয়ে তোমার জন্য উত্তম যে তুমি বৃক্ষের মূল ধরে একা একা জীবন পাত করবে। (ইবনে মাযাহ)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে নিম্নুক্ত বিষয়সমূহ স্পষ্ট হয়।

১। সামাজিক ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে যতই অভাবী জীবন যাপনের প্রয়োজন হোকনা কেন তা করা চাই। এমনকি নিজের দ্বীন ও ঈমান বাঁচাতে যদি জীবন দেয়াও প্রয়োজন হয় তাও মেনে নেয়া উচিত।

---

[26] - হাবীল ও কাবীল আদম (আঃ) এর দু' ছেলে,উভয়ে আল্লাহ্‌র জন্য কোরবানী করল, হাবীল পরহেযগার লোক ছিল তাই আল্লাহ্ তার কোরবানী কবুল করলেন। কিন্তু কাবীলের কোরবানী কবুল হল না। হিংসার বশবতী হয়ে কাবীল হাবীলকে হত্যা করতে চাইল, তখন হাবীল বললঃ আমি তোমার ওপর হাত তুলব না। তখন হাবীল তার আপন ভাই কাবীলকে হত্যা করল। হাদীসে হাবীলের এ পন্থা অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২। সামাজিক ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য ফেতনার স্থান ত্যাগ করে এমন স্থানে গিয়ে জীবন যাপন করা উচিত যেখানে ফেতনা নেই।

আমার স্বল্প জ্ঞানে যে সমস্ত ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বলা হয়েছে ঐ সমস্ত ফেতনার যুগ চলছে। (আল্লাহ্ই এব্যাপারে ভাল জানেন)

নিঃসন্দেহ ফেতনা আজও আমাদের চর্তুপার্শ্বে জোড়ালোভাবে বিরাজমান আছে, কিন্তু এতদ সত্বেও সমাজের বিভিন্ন স্থানে ঈমান ও নেকীর আলো বিদ্যমান আছে।

ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্র কার্যকর ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে। যার পরিচালনা একনিষ্ঠ ও সম্মানিত ওলামাগণ করে আসছেন। এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতাকারী লৌকিকতাসম্পন্ন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদেরও কোন কমতি নেই।

ঈমানদারদের মসজিদ এবং মাদ্রাসার সাথে গভীর অটুট সর্ম্পকও বিদ্যমান আছে। কাফেরদের যুলুম,ধমক সত্বেও মুজাহিদরা সর্বত্র দ্বীনের ওপর আটল ও দৃঢ়তার আশ্চার্যজনক উদহারণ পেশ করছে।

এমতাবস্থায় একাকিত্ব জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ না করে, ঐ সমাজ ও পরিবেশে বসবাস করে ঈমান ও নেকীর পরিমাণকে বৃদ্ধি করা উচিত। আলোকিত বাতিসমূহকে সর্বাত্নকভাবে সংরক্ষণ করা চাই। সমাজে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাধাঁ দানের পবিত্র ভূমিকা পালন করে, সমাজকে অসৎ ও ফাসাদ এবং ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য নিজে থেকে চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু যখন ফেতনার ঐ সময় এসে যাবে, যার আলামত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন, ঐ সময়ে সে সমস্ত ফেতনা থেকে বাঁচার পদ্ধতিও ঐটিই যা তিনি বর্ণনা করেছেন। যে লোকেরা ফেতনার স্থান ত্যাগ করে মাঠে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, জন্তুর আবাস স্থলে চলে যাবে। আর যদি ঐ একাকী জীবনে গাছের ছাল বা পাতা খেয়েও বাঁচতে হয় তাহলে তাই করবে। এমনকি জীবন দেয়াও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাও করবে। দামেশকে আ'মাক বা দাবেক নামক স্থানে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী মুসলমানদের সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ এরশাদ করেছেন যে, তাদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে, আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করবেন না, এক তৃতীয়াংশ সৈন্য মারা যাবে, তারা আল্লাহ্র নিকট শাহাদাতের উত্তম মর্যাদা লাভ করবে, আর এক তৃতীয়াংশের হাতে বিজয় লাভ হবে তারা কখনো ফিতনায় পতিত হবে না। (মুসলিম)

যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে আল্লাহ্র রহমতে আশা করা যায় যে, তারা ফিতনা থেকে দূরে থাকবে।

ফেতনা থেকে বাচাঁর জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী সমূহ সম্পর্কে আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যারা শুধু পার্থিব সুখ, শান্তি, ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য ইউরূপ অ্যামেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে জীবন যাপন করছে, তাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী একটি বিরাট চিন্তার বিষয়। নিজের দ্বীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্য ফেতনার স্থান ত্যাগ না করে, ফেতনার স্থলে পালিয়ে যাওয়া , ইচ্ছা করে ফেতনায় লিপ্ত হওয়া, যা থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সর্বাত্তক চেষ্টা করা উচিত ছিল। আমার দৃষ্টিতে ইসলামী দেশ (যেটিই হোকনা কেন) ছেড়ে কাফেরদের দেশে বসবাস করা সম্পূর্ণ এমন, যেমন দাজ্জালের সময়ে লোকেরা তার জান্নাতকে দেখে ধোঁকা গ্রস্ত হবে এবং সেখানে প্রবেশ করতে চাইবে, অথচ সেটিই হবে জাহান্নাম, আর যে জাহান্নাম থেকে লোকেরা পালাবে সেটিই হবে জান্নাত।

ইসলামীদেশ সমূহের সমস্যা ও অরাজকতায় অতিষ্ঠ হয়ে, কাফের দেশ সমূহে আরাম ও আনন্দময় জীবনের ধোঁকায় পড়ে স্বীয় দ্বীন ও ঈমান থেকে দূরে সরে যাওয়া স্পষ্টই ক্ষতির কারণ। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (سورة الحديد: ٢٠)

অর্থঃ" পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছুই নয়"। (সূরা হাদীদ- ২০)

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে দুনিয়ার এ ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন। আমীন!।

****

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে তাফহিমুস্ সুন্নাহ ১৮তম সিরিজ "কিয়ামতের আলামত" আপনার হাতে, যদি আল্লাহ্‌র দয়া ও তাউফিক না হত তাহলে এ কিতাব সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।

(وما توفيقى الا بالله العلى العظيم)

এ গ্রন্থের সমস্ত ভাল দিক গুলো দয়ালু ও করুনাময় আল্লাহ্‌র নে'আমত ও অনুগ্রহের ফল। আর ভুল-ভ্রান্তিসমূহ আমার ও মনের কু-প্রবঞ্চনা ও দূর্বলতার কারণ, যা থেকে আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই। হে আল্লহ্ আমি আমার মনের কু প্রবঞ্চনা ও অপকর্মের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাই।

এ শতাব্দী মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত ফেতনাময়, আর কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে, এসমস্ত ফিতনা ও ততো বেশি কঠিন আকার ধারণ করতে থাকবে। ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা বিপদাপদ, দুঃখ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ইহুদীদের ওয়ারলট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলার পরিকল্পনা করা, আফগানিস্তানে হামলার জন্য ইসলামী দেশসমূহের কাফের দেশের সাথে একমত হওয়া, কাফেরদের ইসলামী দেশ আফগানিস্তানের সাথে ইটে ইটে লেগে থাকা, পাকিস্তানের তার মূল দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে পরিবর্তন হওয়া, বাহাল তবিয়তে জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে কাফেরদের জন্য পাকিস্তান আরাম দায়ক করে দেয়া, সন্ত্রাস বাদের নামে সঠিক আকীদার মুসলমানদেরকে গ্রেফতার করে, কাফেরদের নিকট হস্তান্তর করা, নিরঅপরাধি মুসলিম মুজাহিদদেরকে কিউবা দ্বিপে অমানুষিক নির্যাতনের ব্যাপারে মুসলিম শাসকদের মুখে তালা লাগিয়ে রাখা, হায়দ্রাবাদের মুসলমানদের ওপর অত্যাচারকে ইন্ডিয়ার অভ্যান্তরিন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা, ফিলিস্তিনে ইসরাঈল কর্তৃক সংগঠিত প্রতিদিনের বরবর আক্রমণের ব্যাপারে মুসলমান শাসকদের চুপ থাকা, পাকিস্তানী শাসকদের কাশ্মীরের জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, প্রিয় জন্ম ভূমির(পাকিস্তান) মসজিদ মাদ্‌রাাসার ওপর হস্তক্ষেপ, দ্বিনী প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলমান শাসকদের নজরদারী, এসমস্ত ফিতনা সম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা করা সম্ভব ছিল না, তাই আমি তাকে পৃথক অধ্যায় রূপে পেশ করলাম। দুনিয়ার বাস্তবতার মোকাবেলায় মানুষ কিতাব ও সুন্নাতের বাস্তবতাকে কতটা গুরুত্ব দেয়, আমার সে ব্যাপরে কোন চিন্তা নেই, তবে দায়িত্ব আদায়ের চিন্তা অবশ্যই আছে। আলহামদু লিল্লাহ্ নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য আমি নিজে থেকে চেষ্টা করছি, যাতে করে আমি আমার ও তোমাদের রবের সামনে ওজর পেশ করতে পারি। এ গ্রন্থে কিয়ামতের বড় ও ছোট আলামত সম্পর্কে যতগুলো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা সবই আলহামদুলিল্লাহ্ বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা আপনারা এ গ্রন্থের অধ্যায়সমূহে পাবেন ইনশাআল্লাহ্। পূর্বের ন্যায় সহীহ হাদীসের ব্যাপারে আমি

নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাঃ)বিশ্লেষণ অনুযায়ী গ্রহণ করেছি, রেফাঙ্গেও ঐ লেখকের গ্রন্থের নাম্বার অনুযায়ী দিয়েছি। এ গ্রন্থ লিখার ভুল ভ্রান্তির ক্ষেত্রে কোন জ্ঞানী লোকের দিক নির্দেশনার জন্য আমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। এ গ্রন্থ প্রস্তুত করার ব্যাপারে আমি সম্মানিত আলেমগণের সহযোগীতার জন্য তাদের জন্য আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তাদের জন্য দূয়া করছি যে আল্লাহ্ ইহকাল ও পরকালে তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে অনুগ্রহ করেন। আমীন!। আমার একথা স্বীকার করতে কোন চিন্তা নেই যে, আমার অলসতা ও দুর্বলতা থাকা সত্বেও তাফহিমুস্‌সুন্নার প্রাকাশের ধারাবাহিকতা আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে, অতপর প্রিয় সাথীবর্গের সহযোগিতারই ফল। তাদের সহযোগীতার এ হাত একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই। আল্লাহ্‌র নিকট এ আবেদন করছি যে, তিনি তার পাপি, দুর্বল, নগন্য বান্দার এ সাধারণ শ্রমকে কবুল করে তার প্রতি স্বীয় রহমত বর্ষণ করেন। জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে হেফাজত ও নিরাপদে রাখে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো পথে চলার তাওফিক দান করেন, আর কিয়ামতের দিন রহমতের নবীর শাফায়াত ও তাঁর নিকটবর্তী থাকার তাওফিক দান করেন। আমীন!

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী (আফাল্লাহু আনহু)

৩০মে, ২০০২ মোতাবেক ১৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৩ হিজরী

রিয়ায, সউদী আরব।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يا عباد الله فاثبتوا (رواه مسلم)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

"হে আল্লাহ্‌র বান্দারা ফেতনার সময় সুদৃঢ় থাক।" (মুসলিম)

ظهور الفتن

ফেতনার সুত্রপাত

মাসআলাঃ ১ কিয়ামতের পূর্বে ফেতনা বৃষ্টির ফোটার ন্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকবেঃ

عن اسامة بن زيد رضي الله عنه قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على اطم من اطام المدينة فقال هل ترون ما ارى ؟ قالوا لا ، قال فانى لارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر (رواه البخارى)

অর্থঃ "ওসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মদীনার টিলাসমূহের মধ্যে কোন একটি টিলার ওপর আরোহন করে বললেনঃ আমি যা দেখতেছি তোমরা কি তা দেখতেছ? (সাহাবাগণ) বললঃ না। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের ঘরসমূহে ফিতনা বৃষ্টির ফোটার ন্যায় পতিত হতে দেখছি"। (বোখারী)[27]

মাসআলা- ২ঃ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে সর্বত্র শুধু ফিতনা আর ফিতনা, সমস্যা আর সমস্যা হবেঃ

عن معاوية رضى الله عنه يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "মোয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ পৃথিবীতে ফেতনা আর সমস্যা ব্যতীত আর কিছুই বাকী নেই"। (ইবনে মাযা)[28]

মাসআলা-৩ ঃ কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে ফেতনা তত বৃদ্ধি পেতে থাকবেঃ

عن زبير بن عدى رضى الله عنه قال اتينا انس بن مالك رضى الله عنه فشكونا اليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لايأتى عليكم زمان الا الذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم (رواه البخارى)

---

[27] -কিতাবুল ফিতান, বাব কাওলিন ন্নাবী ওয়াইলুন লিল আরব।

[28] -কিতাবুল ফিতান, বাব সিদ্দতুয্যামন(২/৩২৬০)

অর্থঃ"যুবাইর বিন আদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এসে হাজ্জীদের নিকট থেকে আমরা যে, কষ্ট পাই সে ব্যাপারে আমরা আভিযোগ করলাম, তখন তিনি বললেনঃ ধৈর্য ধর, তোমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে যার বর্তমান দিনের চেয়ে পরবর্তী দিনটি খারাপ হবে, আর এ অবস্থায়ই তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে। আমি একথাটি তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে শুনেছি"। (বোখারী)[29]

***

কঠিন ফিতনা

মাসআলা-৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে ফিতনাসমূহ এত কঠিন হবে যে জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যাক্তির প্রতিহিংসা করবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يليتنى مكانه) (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলবেঃ হায়! এ স্থানে আমি যদি হতাম (মারা যেতাম)" (বোখারী)[30]

নোটঃ ইবনে মাযার বর্ণনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষ মৃত্যু কামনা তার দ্বীনদারীর কারণে করবে না, বরং দুনিয়ার দুঃখ্য কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে একামনা করবে।

মাসআলা-৫ঃ কোন কোন ফিতনা এত শক্তিশালী হবে যে,তা মুসলমানের সব কিছু যেমনঃ ঈমান, দ্বীন,সমাজ,সস্কৃতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেঃ

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاثة لايكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار (رواه مسلم)

[29] - কিতাবুল ফিতান, বাব লাইয়াতি যামান ইল্লা আল্লাজি বা'দাহু সারুন মিনহু।

[30] - কিতাবুল ফিতান, বাব লা তাকুমুমস স্‌সায়া হাত্বা ইয়াগবিতা আহলাল কাবুর।

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি ফিতনার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেনঃ তিনটি ফিতনা এমন যা সব কিছুতেই পতিত হবে, এর মধ্যে কিছু আছে যা গ্রীষ্মেও হাওয়ার ন্যায় হবে, যার মধ্যে কিছু বড় বড় হবে আবার কিছু ছোট ছোট হবে"। (মুসলিম)[31]

মাসআলা- ৬ঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন এমন ফিতনা প্রকাশিত হবে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে নাঃ

عن عبد الله بن عمر بن عاص رضى الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يكن نبى قبلى الا كان حقا عليه ان يدل امته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم وان امتكم هذه جعلت عافيتها فى اولها وان آخرهم يصيبهم بلاء ، وامور تنكرونها ثم تجئ فتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتى ثم تنكشف فمن سره ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وايأت الى الناس الذى يحب ان يأتوا اليه ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يمينه، وثمرة قلبه فليطعه ماستطاع، فان جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে খুতবা প্রদান করলেন, তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমার পূর্বে এমন কোন নবী আসে নাই, যার ওপর এ দায়িত্ব ছিল না যে, সে তার উম্মতদেরকে তাদের জন্য যা ভাল মনে করে তা না বাতাবে। আর তাদের জন্য যা অকল্যাণকর মনে করবে তা থেকে তাদেরকে সতর্ক না করবে। আর তোমাদের এ উম্মতের প্রথমটা ছিল ভাল, কিন্তু শেষে এমন এমন ফেতনা ও মুসিবত আসবে যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। এর পর এমন এক ফেতনা আসবে, যার কিছু অংশ অপর অংশের প্রতি হালকা হবে। এতে মুমেন বলবেঃএতে তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব, কিন্তু এ ফেতনা অতিক্রম করে যাবে। এর পর অন্য ফেতনা আসবে তখন মুমেন আবার বলবেঃ এ ফেতনা আমাকে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু এ ফেতনাও অতিক্রম করে যাবে। সুতরাং যার জাহান্নাম থেকে বাঁচা ও জান্নাতে যাওয়া পছন্দনীয়, তার মৃত্যু এমনভাবে হওয়া দরকার যে, সে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, মানুষের সাথে এমন আচরণ করবে, যা নিজের ব্যাপারে পছন্দ করে, যে রাষ্ট্র নায়কের নিকট বাইয়াত করেছে, যতদূর সম্ভব তার অনুসরণ করবে। আর এর বিপরীতে যদি অন্য কোন রাষ্ট্র

[31] -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্ সায়া।

নায়ক (অন্যায়ভাবে আসে) তাহলে তাকে হত্যা করবে। (যাতে করে ফেতনা বৃদ্ধি না পায়)"। (ইবনে মাযা)[32]

মাসআলা-৮ঃ কোন কোন ফেতনা এমন হবে যে দূর থেকে কেউ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সেও তাতে পতিত হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ او معاذا فليعذبه (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সে সময় বসে থাকা ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে দন্ডয়মান ব্যক্তির চেয়ে, দন্ডয়মান ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে চলমান ব্যক্তির চেয়ে, চলমান ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে দৌড়ানো ব্যক্তির চেয়ে। অতএব ঐ সময় যে ব্যক্তি কোন আশ্রয় স্থল পাবে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়"। (বোখারী)[33]

মাসআলা-৯ঃ ফেতনার প্রভাব এত বেশি হবে যে কোন ব্যক্তি সকালে মুমেন অবস্থায় থাকলে সন্ধা হতে হতে কাফের হয়ে যাবে আবার কোন ব্যক্তি সন্ধায় মোমেন অবস্থায় থাকলে সকাল হতে হতে কাফের হয়ে যাবেঃ

নোটঃ এসম্পর্কিত হাদীসটি ৫৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা- ১০ঃ ফেতনার সময় ঈমানের ওপর অটল থাকা এত কঠিন হবে যেমন আগুনের আঙ্গরা হাতে রাখা কঠিনঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم ايام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها اجر خمسين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر خمسين منهم او خمسين منا ؟ قال خمسين منكم (رواه البزار)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের পরে আসবে ধৈর্যধরার দিন, আর তখন ধৈর্যধরা এত কঠিন হবে যেমন আগুনের আঙ্গরা হাতে রাখা কঠিন, ঐ সময়ে ধৈর্য ধারণকারী

---

[32] -কিতাবুল ফিতান বাব মা ইয়াকুনু মিনাল ফিতান (২/৩১৯৫)

[33] -কিতাবুল ফিতান , বাব তাকুনু ফিতনাতুল কায়েদ খারুম মিনাল কায়েম।

পঞ্চাশ ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পঞ্চাশ জনের সমান সোয়াব কি তাদের মধ্য থেকে, না আমাদের মধ্য থেকে, তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে"। (বায্‌যার)[34]

মাসআলা-১১ঃ কিয়ামতের ফেতনাসমূহ এত কঠিন হবে যে মানুষ দাজ্জালের আগমন কামনা করতে থাকবে যাতে করে দ্রুত কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়ঃ

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يأتى على الناس زمان يتمنون فيه الدجال قلت يا رسول الله بابى و امى مما ذاك؟ قال مما يلقون من العناء (رواه الطبراني)

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষের মাঝে এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ দাজ্জালের আগমন কামনা করতে থাকবে, আমি বললামঃ ইয়ারাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, এটা কেন হবে? তিনি বললেনঃ তখনকার ফেতনার কারণে"। (তাবারানী)[35]

***

[34] -মাজমুউয যাওয়ায়েদ,খঃ৭ ,হাদীস নং-১২২১৬।

[35] - মাজমুউয যাওয়ায়েদ,খঃ৭ ,হাদীস নং-১২২৩১।

ذهاب العلم

ইলম (ইসলামী জ্ঞান) উঠে যাওয়া

মাসআলা-১২ঃ ইলম উঠে যাওয়া অজ্ঞতার সয়লাভ হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামতঃ

عن ابى موسى رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة لاياما ينزل فيهاالجهل ويرفع فيها العلماو يكثر فيها الهرج والهرج القتل (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে আগে এমন সময় আসবে, যখন অজ্ঞতার সয়লাভ হবে, ইলম উঠে যাবে, আর হারাজ (হতাহত) বৃদ্ধি পাবে"। (বোখারী)[36]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج قيل وما الهرج ؟ قال القتل (رواه احمد)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অজ্ঞতার বিস্তার, ইলম উঠে না যাওয়া এবং হারাজ বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, জিজ্ঞেস করা হল হারজ কি? তিনি বললেনঃ হতাহত বৃদ্ধি পাওয়া"। (আহমদ)[37]

মাসআলা-১৩ ঃ আলেমদের মৃত্যু বেশি বেশি হবে ফলে ইলম উঠে যাবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৯৩ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

---

[36] - কিতাবুল ফিতান বাব জুহুরিল ফিতান।

[37] - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-২০৯।

عقوق الوالدين

পিতা-মাতার অবাধ্যতা

মাসআলা-১৪ঃ কিয়ামতের আগে আগে সন্তানরা পিতা-মাতার অবাদ্ধ হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فاتاه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال ما المسؤل عنها اعلم من السائل ولكن ساخبرك عن اشراطها، اذا ولدت الامة ربتها فذالك من اشراطها واذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذالك من اشراطها فى خمس لايعلمهن الا الله فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى لارحام ... الاية(رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণের সাথে বসে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ কিয়ামত সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নয়। তবে আমি তোমাকে এর কিছু আলামতের কথা বর্ণনা করব, যখন মহিলা তার মনিব প্রসব করবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত, যখন উলঙ্গ শরীর ও উলঙ্গ পা সম্পন্নরা নেতৃত্ব দিবে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। যখন বকরীর রাখালরা বড় বড় অট্টালিকার মালিক হবে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত, কিয়ামত ঐ পাঁচটি বিষয়ের অর্ন্তভুক্ত যার জ্ঞান আল্লাহ্ই ভাল রাখেন। এর পর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। "নিশ্চয়ই কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ্ই অবগত আছেন। বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন, (বৃষ্টি কখন হবে তিনিই তা ভাল জানেন) মায়ের পেটে কি আছে এসম্পর্কেও তিনিই অবগত আছেন, তিনি ব্যতীত অপর কেউ তা জানেনা। আর কোন ব্যক্তি জানেন না যে তার মৃত্যু কোথায় হবে"। (ইবনে মাযা) [38]

নোটঃ উল্লেখিত আয়াতটি সূরা লোকমানের ৩৪ নং আয়াত, উল্লেখ্য পিতা-মাতার অবাদ্ধ হওয়া কবীরা গোনা। (বোখারী ও মুসলিম)

***

[38] - কিতাবুল ফিতান, বাব আশরাতিস সায়া।(২/৩২৬৮)

فقدان العمل

আমল উঠে যাওয়া

মাসআলা-১৫ঃ কিয়ামতের আগে আগে কোরআ'ন ও হাদীস শিক্ষা দেয়া হবে; কিন্তু সে অনুযায়ী আমল থাকবে নাঃ

عن زياد بن لبيد رضى الله عنه قال ذكر النبى صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند اوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيمة؟ قال ثقلتك امك زياد! ان كنت لاراك من افقه رجل بالمدينة او ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤن التوراة والانجيل لايعملون بشئ مما فيهما (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "যিয়াদ বিন লাবিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট (কিয়ামত সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি বললেনঃ এটা ঐ সময়ে হবে যখন ইলম উঠে যাবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্র রাসূল!(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলম কিভাবে উঠে যাবে? অথচ আমরা কোরআ'ন পড়ি, আমাদের সন্তানদেরকে কোরআ'ন শিক্ষা দেই, আর তারাও তাদের সন্তানদেরকে কোরআ'ন শিক্ষা দিবে এবং এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, তিনি বললেনঃযিয়াদ তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলক, আমি তো তোমাকে মদীনার বুদ্ধিমান লোকদের অর্ন্তগত বলে মনে করতাম। তাহলে এটাকি ঠিক নয় যে, ইহুদী ও নাসারারা তাওরাত, ইঞ্জিল পড়ে, কিন্তু তাতে যা আছে তার ওপর তারা আমল করে না"। (ইবনে মাযা)[39]

***

[39] - কিতাবুল ফিতান ,বাব জিহাবুল কোরআ'ন ওয়াল ইলম। (২/৩২৭২)

رفع الامانة

আমানত উঠে যাওয়া

মাসআলা- ১৬ঃ কিয়ামতের আগে এমন সময় আসবে যখন ভাল ঈমানদার লোকেরা রাতারাতি ঈমানহারা হয়ে যাবেঃ

মাসআলা-১৭ঃ ঈমানদারী এমনভাবে শেষ হয়ে যাবে যে ঈমানদারীর উদাহরণের জন্য একেক জন লোক জীবিত থাকবেঃ

মাসআলা-১৮ঃ বাহ্যিক ভাবে বড় বড় জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকেরা ঈমানদার বলে মনে হওয়া সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তারা ঈমানহারা হয়ে যাবেঃ

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها اثرها مثل اثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا و ليس فيه شئ ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يودى الامانة فيقال ان فى بنى فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ولقد اتى على زمان ولا ابالى ايكم بايعت لئن كان مسلما رده على الاسلام وان كان نصرانيا رده على ساعيه واما اليوم فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا (رواه البخارى)

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি রাতে নিদ্রিত অবস্থায় থাকবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানতদারী উঠিয়ে নেয়া হবে, একটি কাল দাগের ন্যায় আমানতদারীর চিহ্ন তার মধ্যে থেকে উঠে যাবে, পরের রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আমানতদারীর ঐ চিহ্নটিও উঠিয়ে নেয়া হবে, শুধু হালকা একটু নিদর্শন বাকী থাকবে, যেমন আগুনের একটি আঙ্গরা পায়ে লাগালে তাতে দাগ পড়ে যাবে, (পরে চিকিৎসার পর হয়ত) তা ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু দাগটি থেকেই যাবে। তবে ভিতরে কোন সমস্যা থাকবে না। কিয়ামতের আগে আগে লোকেরা বেচা- কিনা করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে ঈমানদারী থাকবে না। এমনকি লোকেরা বলতে থাকবে যে, ওমুক বংশে একজন ঈমানদার আছে। এক ব্যক্তি সম্পর্কে লোকেরা বলবে যে, অমুক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অমুক বাহাদুর; কিন্তু তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণেও ঈমান থাকবে না। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ একটি সময় আমি অতিক্রম করেছি যখন আমি মোটেও

চিন্তা করি নাই যে, কার সাথে আমি ব্যবসা করব, আর কার সাথে করব না, যদি মুসলমান হত তাহলে ইসলাম তাকে বাধ্য করত যে, সে যেন কারো সাথে বে-ঈমানী না করে। আর খৃষ্টান হলে তার সরকার তাকে বাধ্য করত যে, সে যেন বে-ঈমানী না করে, অথচ এখন আমি শুধু ওমুক ওমুকের সাথে (মাত্র দু'একজনের সাথে)ব্যবসা করি।" (বোখারী)[40]

নোটঃ আমানত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার মধ্যে আমানত দারী নেই তার ঈমান নেই। (তাবরানী)

***

[40] - কিতাবুল ফিতান,বাব ইযা বাকীয়া ফি হাসালা মিনান্নাস।

شهادة الزور

মিথ্যা সাক্ষী

মাসআলা-১৯ঃ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে মিথ্যা সাক্ষী ব্যাপকতা লাভ করবে আর সত্য সাক্ষীদাতা কেউ থাকবে নাঃ

عن طارق بن شهاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة تسليم الخاصة و فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة و قطع الارحام و شهادة الزور وكتمان شهادة الحق و ظهور القلم (رواه احمد)

অর্থঃ "ত্বারেক বিন শিহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগীতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা, কলমের বিস্তার লাভ। (আহমদ)[41]

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة شهادة الزور و كتمان الحق(رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে আগে মিথ্যা সাক্ষী ও সত্যকে গোপন করা বৃদ্ধি পাবে"। (আহমদ)[42]

***

[41] - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং-৩৮৬৯।

[42] - ডঃ ইজ্জুদ্দীন হুসাইন আশ শেখ লিখিত আশরাতুস্ সায়া, পৃঃ৬০।

ضياع العهد

অঙ্গীকার ভঙ্গ

মাসআলা-২০ঃ কিয়ামতের আগে আগে মানুষ অঙ্গীকার পূরণ করবে নাঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كيف بكم وبزمان يوشك ان يأتى يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم و اماناتهم فاختلفوا و كانوا هكذا ؟ وشبك بين اصابعه قالوا: كيف بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ذالك قال: تأخذون بما تعرفون ، وتدعون ما تنكرون و تقبلون على خاصتكم وتذرون امر عوامكم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কেমন হবে তখন, যখন লোকদেরকে খারপ লোকদের থেকে পৃথক করে দেয়া হবে, আর শুধু খারাপ লোকেরই অবশিষ্ট থাকবে, অঙ্গিকার ও আমানত উলট-পালট হয়ে যাবে, আর খারাপ লোকেরা একে অপরের সাথে মিশে যাবে, এবলে তিনি তাঁর এক হতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের সাথে মিলালেন, সাহাবাগণ বললঃ এসময় যখন আমাদের মাঝে চলে আসবে তখন আমরা কি করব? তিনি বললেনঃ যেটা ভাল কাজ বলে মনে করবে তার প্রতি আমল করবে, আর যেটাকে খারাপ কাজ বলে মনে করবে তা থেকে বিরত থাকবে এবং ঐ সময় নির্ভর যোগ্য লোকদের সংস্পর্শে থাকবে, আর অন্যদেরকে তাদের অবস্থা মোতাবেক ছেড়ে দিবে"। (ইবনে মাযা)[43]

নোটঃ অঙ্গীকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওয়াদা রক্ষা করে না তার দ্বীনদারী নেই"। (আহমদ)

***

43 - আবওয়াবুল ফিতান, বাব তাসাব্বুত ফিল ফিতান (২/৩১৯৬)

قطيعة الرحم

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

মাসআলা-২১ঃ কিয়ামতের আগে আগে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যাপকতা লাভ করবেঃ

عن طارق بن شهاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة تسليم الخاصة و فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة و قطع الارحام و شهادة الزور وكتمان الحق و ظهور القلم (رواه احمد)

অর্থঃ "ত্বারেক বিন শিহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগীতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা, কলমের বিস্তার লাভ। (আহমদ)[44]

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدى الساعة تسليم الخاصة وتفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة و تقطع الارحام (رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগীতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে"। (আহমদ)[45]

নোটঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক সময় ধরে, নিজের ভায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, আর এভাবেই মারা গেল সে জাহান্নামী। (আবুদাউদ)

***

[44]- খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-৩৮৬৯।

[45] - খালেদ বিন নাসের আলগামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- ৫৪।

كتمان الحق

সত্য গোপন করা

মাসআলা-২২ঃ কিয়ামতের আগে সত্য গোপনকারী লোকেরা জন্মগ্রহণ করবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدى الساعة شهادة الزور وكتمان الحق(رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা বিস্তার লাভ করবে"। (আহমদ)[46]

মাসআলা-২৩ঃ কিয়ামতের আগে আগে লোকেরা সত্য সাক্ষী গোপন করবে আর মিথ্যা সাক্ষী দিবেঃ

عن طارق بن شهاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة تسليم الخاصة و فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة و قطع الارحام و شهادة الزور وكتمان الحق و ظهور القلم (رواه احمد)

অর্থঃ "ত্বারেক বিন শিহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগীতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা, কলমের বিস্তার লাভ"। (আহমদ)[47]

***

[46] - ডঃ ইজ্জুদ্দীন হুসাইন আশ শেখ লিখিত আশরাতুস্ সায়া, পৃঃ৬০।

[47] -খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং-৩৮৬৯।

سوء المجاورة

প্রতিবেশির সাথে খারাপ আচরণ

মাসআলা-২৪ঃ কিয়ামতের আগে আগে মানুষ প্রতিবেশির হকের মূল্যায়ন করবে নাঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله لا يحب الفحش والتفحش اويبغض الفاحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم و سؤ المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الامين (رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ বে-হায়া ও অশ্লিলতাকে অপছন্দ করেন, বা তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ বে-হায়া ও অশ্লিলতার সাথে শত্রুতা রাখেন। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না বে-হায়া ও অশ্লিলতা ব্যাপকতা লাভ করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, প্রতিবেশীর প্রতি খারাপ আচরণ করা হবে, খিয়ানত কারীকে আমানতদার মনে করা হবে, আর আমানতদারকে খেয়ানত কারী মনে করা হবে"। (আহমদ)[48]

নোটঃ উল্লেখ্য প্রতিবেশির হক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্র কসম! ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, যার প্রতিবেশি তার অনিষ্ঠতা থেকে নিরাপদ নয়। (বোখারী)অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে জিবরীল (আঃ) প্রতিবেশি সম্পর্কে আমাকে এত বেশি উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছিল যেন তাকে উত্তরাধিকারী করা হবে। (বোখারী)

***

[48] - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-৬৫৫১১।

الشح
লোভ

মাসআলাঃ কিয়ামতের আগে লোভ ব্যাপকতা লাভ করবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح و تظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا: يا رسول الله ! ايم هو؟ قال : القتل القتل (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিকে সময় যত কাছাবে আমল তত কমবে, লোভ ব্যাপকতা লাভ করবে, ফেতনা প্রকাশ পাবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, (সাহাবাগণ)জিজ্ঞেস করল? হে আল্লাহ্র রাসূল হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হতাহত,হতাহত"। (বোখারী)[49]

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج ؟قال القتل (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামত নিকটবর্তী হলে ইলম উঠে যাবে, ফেতনা বৃদ্ধি পাবে, লোভ ব্যাপকতা লাভ করবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হাতাহত"। (মুসলিম)[50]

***

---

[49] - কিতাবুল ফিতান বাব, জুহুরুল ফিতান।

[50] - কিতাবুল ইলম বাব রাফউল ইলম ফি আখেরিয্যামান।

علو السفلة

অভদ্রদের সম্মানী বলে গণ্য হওয়া

মাসআলা-২৬ঃ কিয়ামত নিকটবর্তী হলে সবচেয়ে বোকা লোকেরা সবচেয়ে সম্মানী বলে গণ্য হবেঃ

عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع (رواه الترمذى)

অর্থঃ "হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীতে নির্বোধ লোকেরা সম্মানী বলে বিবেচিত না হবে।" (তিরমিযী)[51]

মাসআলা-২৭ঃ লোকেরা অজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করবেঃ

عن ابى امية الجمحى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "আবু উমাইয়্যা আল জুমহি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি এই যে, লোকেরা অজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে।" (ত্বাবরানী)[52]

***

51 - আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফি আশরাতিস্সায়া (২/১৭৯৯)

52 - আলবানী লিখিত জামেআস্সাগীর ,খঃ২, হাদীস নং-২২০৩।

التسليم للمعرفة

পরিচিত লোকদের সাথে সালাম আদান-প্রদান

মাসআলা-২৭ঃ শুধু পরিচিত লোকদের সাথে সালাম আদান-প্রদান করা কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটিঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة (رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি হল শুধু পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া।" (আহমদ)[53]

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة ان يمر الرجل فى المسجد لا يصلى فيه ركعتين وان لا يسلم الرجل الا على من يعرف (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি হল যে, লোকেরা মসজিদে যাবে; কিন্তু দু'রাকাত নামায আদায় করবে না, আর লোকেরা শুধু পরিচিত লোকদেরকে সালাম দিবে।" (ত্বাবরানী)[54]

***

---

53 - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-৫৩।

54 - আলবানী লিখিত জামেআস্‌সাগীর ,খঃ২, হাদীস নং-৫৭৭২।

تشبه الشيوخ بالشباب

বৃদ্ধদের যুবকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা

মাসআলা-২৮ঃ কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা যুবক সাজার জন্য কাল খেজাব ব্যবহার করবেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون فى آخر الزمان السوداء كحواصل الحمام لا يرحون رائحة الجنة (رواه ابو داود)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা কবুতরের পাকস্থলীর ন্যায় কাল খেজাব ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না।" (আবুদাউদ)[55]

নোটঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তার দু'টি কামনা যুবক থেকে যায়, সম্পদ ও দীর্ঘজিবী হওয়া।" (বোখারী ও মুসলিম)

***

ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ থেকে দূরে থাকাঃ

মাসআলা-২৯ঃ কিয়ামতের আগে আগে ভাল লোকেরা খারাপ লোকদের সাথে একাকার হয়ে যাবে কেউ কাউকে সৎ কাজের আদেশ দিবে না এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে নাঃ

عن ابن عمرو رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك ان يأتى ، يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم ، فاختلفوا وكانوا هكذا ؟ وشبكت بين اصابعه قالوا : كيف بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ذلك؟ قال : تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلوا على خاصتكم وتذرون امر عوامكم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কেমন হবে তখন তোমদের অবস্থা, যখন সৎ লোকদেরকে উঠিয়ে নেয়া হেব, শুধু খারাপ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে, অঙ্গিকার ও আমানত

[55] - কিতাবুল লিবাস, বাব মাযায়া ফি খিজাব আস্সাওদা (২/৩৫৪৮)

একাকার হয়ে যাবে, (এর প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হবে না) মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে, ভাল ও খারাপ লোকেরা একাকার হয়ে যাবে, একথা বলে তিনি এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল যদি ঐ সময় আমরা পেয়ে যাই তাহলে কি করব? তিনি বললেনঃ যেটা সৎকাজ বলে মনে করবে তা করবে, আর যা খারাপ মনে করবে তা থেকে বিরত থাকবে, ঐ সময় বিশ্বাস যোগ্য লোকদের নিকট চলে আসবে আর অন্যদেরকে তাদের অবস্থা মত ছেড়ে দিবে" ।(ইবনে মাযা)[56]

নোটঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন মানুষ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ ত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর শাস্তি চাপিয়ে দিবে, আর তখন তারা আল্লাহ্র নিকট দু'য়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না। (তিরমিযী)

***

حب الناس الائمة الخلوف

সাধারণ মানুষের অযোগ্য শাসকদের ভাল বাসাঃ

মাসআলা-৩০ঃ কিয়ামতের আগে আগে সাধারণ লোকেরা জেনে শুনে অযোগ্য ও বে-দ্বীন লোকদেরকে ক্ষমতায় বসাবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة ، قال كيف اضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন আমানতের খিয়ানত করা হবে, তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর। সাহবাগণ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিভাবে আমানতের খিয়ানত করা হবে? তিনি বললেনঃ যখন অযোগ্য লোকদেরকে ক্ষমাতায় বসানো হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।" (বাখারী)[57]

***

---

56 - আবওয়াব আলফিতান, বাব আত্তাসাব্বুত ফিল ফিতান (২/৩১৯৬)

57 - কিতাবুর রিকাক , বাব রাফউল আমানা।

حب الدنيا وكراهية الموت

পৃথিবীর প্রতি মোহাব্বত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা

মাসআলা-৩১ঃ কিয়ামতের আগে আগে মুসলমানদের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি মোহাব্বত এবং মৃত্যুর প্রতি অনিহা সৃষ্টি হবে ফলে কাফেররা মুসলমানদের ওপর নেতৃত্ব দিবেঃ

عن ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله قلوبكم الوهن، فقال قائل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت (رواه ابوداود)

অর্থঃ "সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ অতিশীঘ্রই (কাফেররা) তোমাদের ওপর আক্রমনের জন্য একে অপরকে এমনভাবে আহ্বান করবে, যেমন দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য একে অপরকে ডাকে। কেউ জিজ্ঞেস করল যে, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হবে? তিনি বললেনঃ বরং তখন তোমাদের সংখ্যা বেশি হবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে পানির ওপর ভাষমান আবর্জনার ন্যায়, আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন, আর তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিবেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল! অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টির অর্থ কি? তিনি বললেনঃদুনিয়ার প্রতি মহাব্বত আর মৃত্যুর প্রতি অনিহা"। (আবুদাউদ)[58]

***

[58] -কিতাবুল মালাহেম, বাব ফি তাদায়িল উমাম আলা ইসলাম।(৩/৩৬১০)

كثرة الشرك
শিরকের আধিক্য

মাসআলা-৩২ঃ কিয়ামতের পূর্বে আরবদের মাঝে আবার মূর্তি পূজা শুরু হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذى الخلصة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না দাউস বংশের মহিলারা যুল খাসলার মূর্তি গৃহে না যাবে"।(বোখারী)[59]

নোটঃ ইয়ামেনের যুল খাসলা নামক স্থানে দাউস বংশের মূর্তি ছিল, জাহেলিয়্যাতের যুগে সেখানে ত্বাওয়াফ (চক্কর) হত।

মাসআলা-৩৩ঃ কোন কোন আরব বংশ মূর্তিপূজা শুরু করবে আর কিছু কিছু মোশরেকদের সাথে মিলে যাবেঃ

عن ثوبان رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان مما اتخوف على امتى ائمة مضلين و ستعبد قبائل من امتى الاوثان و ستلحق قبائل من امتى بالمشركين وان بين يدى الساعة دجالين كذابين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه نبى ولن تزال طائفة من امتى على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله عزوجل (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আযাদ কৃত গোলাম সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি যে আশংকা করছি, তাহল পথভ্রষ্ট আলেমদের আগমন এবং আমার উম্মতের কিছু বংশ মূর্তি পূজা করবে, আমার উম্মতের কিছু বংশ কাফেরদের সাথে মিশে যাবে, কিয়ামতের পূর্বে প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যুক দাজ্জাল বের হবে, তারা প্রত্যেকেই নবুয়তের দাবী করবে, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের বিরুধিতা করবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না"। (ইবনে মাযা)[60]

---

[59] - কিতাবুল ফিতান, বাব তাগিরিয়্যামান হাত্ব ইয়বুদু আল আওসান।

[60] -আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাইয়াকুনু মিনাল ফিতান (২/৩১৯২)

মাসআলা-৩৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে লাত ও উয্যার পূজা এমন ভাবে শুরু হবে যেমন জাহেলিয়্যাতের যুগে ছিলঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت : يارسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت لاظن حين انزل الله (هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الى قوله ولو كره المشركون) ان ذالك تام قال (انها سيكون من ذلك ما شاء الله (رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ রাত ও দিন ততক্ষণ শেষ হবে না, যতক্ষণ না লাত ও ওজ্জার পূজা শুরু হবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমিতো আল্লাহ্র বাণী "তিনি স্বীয় রাসূলগণকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন.... যদিও মুশরেকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা তাওবা-৩৩) পর্যন্ত।

এ থেকে আমি বুঝে ছিলাম যে এটা কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে,তিনি বললেনঃএটা আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ বলবত থাকবে।" (মুসলিম)[61]

***

كثرة البدعات

বিদআ'তের বিস্তার

মাসআলা-৩৫ঃ বিদআ'তের বিস্তার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি ফিতনাঃ

عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (انا على حوضى انتظر من يرد على فيؤخذ بناس من دونى فاقول امتى فيقول لا تدرى مشو على القهقهرى قال ابن ابى مليكة: اللهم! انا نعوذبك ان نرجع على اعقابنا او نفتن (رواه البخارى)

অর্থঃ "আসমা বিনতে আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি হাউজের নিকট অপেক্ষা করতে থাকব, যে কেউ আমার নিকট আসছে তাদেরকে আমি পানি পান করাব, কিছু লোক আমার নিকট আসার আগেই তাদেরকে ধরে ফেলা হবে, আমি বলবঃ এরা তো আমার উম্মত, ফেরেশ্তা

---

[61] -কিতাবুল ফিতান, আশরাতুস সায়া, বাব লা তাকুমুস্সায়া হাত্তা তু'বাদু দাউস যুল খালসা।

বলবেঃ আপনি জানেননা যে আপনার পর তারা পিছনে ফিরে গিয়ে ছিল, হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে আবি মুলাইকা এ হাদীস বর্ণনা করার পর এ দুয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমি ঐ বিষয় থেকে আপনার আশ্রয় চাই, আমি যেন পিছনে ফিরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে ফেতনায় পতিত না হই"। (বোখারী)[62]

***

كثرة التجارة

ব্যবসার ব্যাপকতা

মাসআলা-৩৬ঃ ব্যবসা এত ব্যাপকতা লাভ করবে যে লোকেরা লিখা পড়া করা পছন্দ করবে নাঃ

عن عمرو بن تغلب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يفشوا المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا ، حتى استأمر تاجر بنى فلا ن ويلتمس فى الحى العظيم الكاتب فلا يوجد (رواه النسائى)

অর্থঃ "আমর বিন তাগলাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে সম্পদের আধিক্য, ব্যবসার বিস্তার, ইলম উঠে যাওয়া, মানুষ কোন কিছু বিক্রি করে পরে তা অস্বীকার করে বলবে যে না আমি তা বিক্রি করব না, আমি এ ব্যাপারে ওমুক বংশের ব্যবসায়ীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসি, বিরাট এক জনবসতি পূর্ণ এলাকায় এক জন লিখক খুঁজে পাওয়া যাবে না"। (নাসায়ী)[63]

মাসআলা-৩৭ঃ ব্যবসা এত ব্যাপকতা লাভ করবে যে মহিলারাও পুরুষদের সাথে ব্যবসায় সহযোগিতা করবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تسليم الخاصة و تفشوا التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة و تقطع الارحام (رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে শুধু পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া হবে,

---

[62] -কিতাবুল ফিতান, বাবা কাউলিহি তা'লা" ওত্তাকু ফিতনাতা লা তুসিবান্না ল্লাজিনা যলামু মিনকুম খাস্সা"।

[63] - কিতাবুল বয়ু ,বাব আততিজারা (৩/৪১৫০)

ব্যবসা ব্যাপকতা লাভ করবে, স্ত্রী তার স্বামীকে ব্যবসার কাজে সহযোগীতা করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।" (আহমদ)[64]

عن طارق ابن شهاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة و قطع الارحام و شهادة الزور وكتمان شهادة الحق و ظهور القلم (رواه احمد)

অর্থঃ "তারেক বিন শিহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে শুধু পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া হবে, ব্যবসা ব্যাপকতা লাভ করবে, স্ত্রী তার স্বামীকে ব্যবসার কাজে সহযোগীতা করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া হবে, সত্য সাক্ষী গোপন করা হবে, কলম শক্তিশালী হবে"। (আহমদ)[65]

মাসআলা-৩৮ঃ সর্বত্র ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপিত হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن و يكثر الكذب ويتقارب الاسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قيل وما الهرج؟ قال القتل (رواه احمد)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না ফিতনা ও মিথ্যা বৃদ্ধি পাবে, সময় সংক্ষেপ হয়ে আসবে, ব্যবসা, কেন্দ্র বিস্তার লাভ করবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে। জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হত্যা হত"। (আহমদ)[66]

***

[64] -খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- ৫৪।

[65] - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- ৩৮৬৯

[66] - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- (১/২০৫)

كثرة المال

সম্পদের আধিক্য

মাসআলা-৩৯ঃ সম্পদের আধিক্য কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্তঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لاتقوم الساعة حتی يفيض المال و تظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله صلی الله عليه وسلم قال القتل القتل القتل ثلاثا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, ফিতনা ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে। জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হতাহত"। (ইবনে মাযা)[67]

মাসআলা-৪০ঃ কিয়ামতের আগে সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে রাখালরা বড় বড় বিল্ডিং নিমার্ণ করবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীস ১৪ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা-৪১ঃ কিয়ামতের আগে পৃথিবী স্বর্ণ ও চাঁদির ভান্ডারসমূহ উন্মুক্ত করে দিবে কিন্তু তা নেয়ার মত কোন লোক থাকবে নাঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم تقی الارض افلاذكبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة قال فيجئ السارق فيقول فی مثل هذا قطعت يدی ويجئ القاتل فيقول فی هذا قتلت ويجئ القاطع فيقول فی هذا قطعت رحمی ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا (رواه الترمذی)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ পৃথিবী তার অভ্যান্তরীণ স্বর্ণ ও চাঁদি থাম্বার ন্যায় বাহিরে নিক্ষেপ করবে, চোর এসে বলবেঃ হায় একারণেই আমার হাত কাটা হয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক

---

[67] - কিতাবুল ফিতান,বাব আশরাতিস্সায়া (২/৩২৭১)।

ছিন্নকারী বলবেঃ হায় একরাণেই আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, সবাই তাকে ঐভাবেই রেখে দিবে কেউ কিছু নিবে না"। (তিরমিযী)[68]

মাসআলা-৪২ঃ ধনীরা দান করার জন্য লোকদেরকে ডাকবে ; কিন্তু সাদকা নেয়ার মত কেউ থাকবে নাঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى اليه الرجل فيقول لا ارب لى فيه (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রচুর পরিমাণ সম্পদ হবে, এমন কি সম্পদ এত হবে, যে ধনী ব্যক্তি চিন্তায় পড়ে যাবে যে, তার দান কে গগ্রহণ করবে, সে কাউকে দান করার জন্য ডাকবে, আর ঐ ব্যক্তি বলবে যে না আমর এর কোন দরকার নেই।" (মুসলিম)[69]

عن ابی موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد احدا يأخذ منه ويرى الرجل الواحد يتبعه اربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ স্বর্ণ দান করার জন্য তা নিয়ে ঘুরবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কেউ থাকবে না। এক একজন পরুষের অধীনে চল্লিশ জন মহিলা থাকবে। আর তা হবে পুরুষের সংখ্যা কম এবং নারীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে"। (মুসলিম)[70]

***

---

68 - আবওয়াবুল ফিতান,বাব আশরাতিস্সায়া (২/১৮০০)

69 - কিতাবুয্যাকা বাব, আত্তারগিব ফিস্সাদাকা কাবলা আন লা ইউযাদ মান ইয়াকবালুহা।

70 - - কিতাবুয্যাকা বাব, আত্তারগিব ফিস্সাদাকা কাবলা আন লা ইউযাদ মান ইয়াকবালুহা।

كثرة الكذب

মিথ্যার অধিক্য

মাসআলা-৪৩ঃ কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الاسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل (رواه احمد)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না ফিতনা, মিথ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবসা ব্যাপকতা লাভ করবে, ও সময় সংক্ষেপ হয়ে আসবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হত্যা হত" (আহমদ)[71]

মাসআলা-৪৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যা এত বৃদ্ধি পাবে যে শিক্ষিত লোকেরা মিথ্যা কথা রচনা করে তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা হিসেবে প্রচার করবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الاحاديث مالم تسمعوا انتم ولا آباءكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানায় কিছু দাজ্জাল ও মিথ্যুক আগমন করবে, যারা এমন হাদীস নিয়ে আসবে, যা তোমরা শোন নাই এমনকি তোমাদের বাপ-দাদারাও শোনে নাই। অতএব তোমারা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে যাতে করে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করতে পারে"। (মুসলিম)[72]

***

[71] - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-(১/২০৫)

[72] - মোকাদ্দামা সহীহ মুসলিম।

كثرة الخدعات

ধোঁকাবাজি বৃদ্ধি পাবে

মাসআলা-৪৫ঃ কিয়ামতের পূর্বে ধোঁকা ও চক্রান্ত বৃদ্ধি পাবেঃ

মাসআলা-৪৬ঃ মিথ্যুকদেরকে সত্যবাদী আর সত্যবাদীদেরকে মিথ্যুক মনে করা হবেঃ

মাসআলা-৪৭ঃ খিয়ানতকারীদেরকে আমানতদার আর আমানত দারদেরকে খিয়ানতকারী মনে করা হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتى على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه فى امر العامة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষের মাঝে অতিশিঘ্রই এমন এক সময় আসবে, যখন ধোঁকাবাজি বৃদ্ধি পাবে, তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী মনে করা হবে, আর সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে, আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে, আর খিয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং রোআইবেজা কথা বলবে, জিজ্ঞেস করা হল রোআইবেজা কি? তিনি বললেনঃ সাধারণ মানুষের কর্ম কান্ডে হস্তক্ষেপ করে এমন ব্যক্তি"। (ত্বাবারানী)[73]

***

[73] - কিতাবুল ফিতান,বাব সিদ্দাতুল যযামন (২/৩২৬১)

كثرة الاغانى والمعازف

গান বাদ্য বৃদ্ধি পাবে

মাসআলা-৪৮ঃ কিয়ামতের পূর্বে গায়কদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

عن سهل بن سعد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون فى آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى ذالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "সাহাল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানায় ভূমিধস, সতী নারীকে ব্যভীচারের অপবাদ, মানুষের আকৃতি পরিবর্তন করা হবে, জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কখন হবে? তিনি বললেনঃ যখন গান বাদ্য, গায়িকা ও মদপানকে হালাল মনে করা হবে তখন"। (ত্বাবারানী)[74]

عن ابى مالك الاشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القدة والخنازير (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, অথচ তারা তাকে অন্য নামে সম্বোধন করবে। তাদের মাথার উপর বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকাদের গান চলবে, আর তদেরকে সহ আল্লাহ্ মাটি ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও খিঞ্জিরে পরিণত করবেন"। (ইবনে মাযা)[75]

***

[74] -আবদুল্লা মোহাম্মদ দারুবেস বিশ্লেনকৃত মাজমাউয্যাওয়ায়েদ(৮/২০), কিতাবুল ফিতান হাদীস নং-১২৫৮৯।

[75] -কিতাবুল ফিতান,বাব আল উকুবাত(২/৩২৪৭)

كثرة الفحش والتفحش

ব্যভিচার ও অশ্লীলতার ব্যাপকতা

মাসআলা-৪৯ঃ কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার বে-হায়াপনা অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করবেঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لايحب الفحش والتفحش او يبغض الفاخش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم و سوء المجاورة و حتى يؤتمن الخائن ويخون الامين (رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বে-হায়া, অশ্লীলতা পছন্দ করেন না, বা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বে-হায়া ও অশ্লীলতার প্রতি অসন্তুষ্ট। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না বে-হায়া ও অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, প্রতিবেশির প্রতি অসদাচরণ করা হবে, আমানতের খিয়ানত কারীকে অমানতদার বলে বিশ্বাস করা হবে, আর আমানত দারকে আমানতের খিয়ানতকারী মনে করা হবে"। (আহমদ)[76]

***

كثرة الزنا والخمر

মদ ও ব্যভীচারের ব্যাপকতা লাভ

মাসআলা-৫০ঃকিয়ামতের পূর্বে মদ ও ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করবেঃ

عن انس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون خمسين امرأة القيم الواحد (رواه البخاري)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই কিয়ামতের আলামত হল জ্ঞান

---

[76] - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং-(৬৫১১)

উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা, ব্যভিচার, মদপান বিস্তার লাভ করা, পরুষের সংখ্যা কমা, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, এমনকি একজন পুরুষের অধিনে পঞ্চাশ জন মহিলা থাকবে"। (বোখারী)[77]

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে জ্ঞান উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করা, মদ পান করা, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করা"।(মুসলিম)[78]

মাসআলা-৫১ঃ কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার মদপান রেশমী পোশাক গান বাজনা কোরআ'ন ও হাদীসের দলীল দিয়ে এক দল লোক তা হালাল বা জায়েজ করবেঃ

عن ابى عامر الاشعري رضى الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتى اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف (رواه البخاري)

অর্থঃ"আবু আমের আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল হবে, যারা রেশমী পোশাক, ব্যভীচার, মদ, গান বাজনা ইত্যাদিকে হালাল মনে করবে" (বোখারী)[79]

মাসআলা-৫২ঃ লোকেরা মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবেঃ

عن ابى مالك الاشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেনঃ আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে । তাদের মাথার ওপর গান-বাজনা ও নারী নৃত্য চলতে থাকবে, আল্লাহ্ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দিবেন"। (ইবনে মাযা)[80]

---

77 - কিতাবুননিকাহ,বাব ইয়ুকিল্লুর্ রিজাল ওয়া য়ুকসিরু নিসা।

78 - কিতাবুল ইলম, বাব রাফউল ইলম ফি আখেরিয্যামান।

79 - কিতাবুল আশরিবা,বাব মাযায়া ফিমান ইয়াসতাহিল্লুল অল খামরা।

80 - কিতাবুল ফিতান,বাব আলওকুবাত (২/৩২৪৭)

كثرة الهرج

হত্যা হত ব্যাপকতা লাভ করবেঃ

মাসআলা-৫৩ঃ কিয়ামতের পূর্বে রক্তপাত বৃদ্ধি পাবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان بين يدى الساعة اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন সময় আসবে, যখন জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ব্যাপকতা লাভ করবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে। আর হারাজ হল হত্যা হত"। (মুসলিম)[81]

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الاسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قيل وما الهرج ؟ قال (القتل) (رواه احمد)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না ফিতনা বৃদ্ধি পাবে, মিথ্যা ব্যাপকতা লাভ করবে, ব্যাবসা বিস্তার লাভ করবে, সময় সংক্ষেপ হয়ে আসবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হত্যা হত"। (আহমদ)[82]

মাসআলা-৫৪ঃ কিয়ামতের আগে এত বেশি হত হত চলতে থাকবে যে হত্যাকারী জানবেনা যে সে কেন হত্যা করল আবার নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে সে কেন নিহত হলঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لاتذهب الدنيا حتى يأتى على الناس يوم لايدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل فقيل كيف يكون ذالك؟ قال (الهرج القاتل والمقتول فى النار (رواه مسلم)

---

[81] - কিতাবুল ইলম,বাব রাফউল ইলম ফি আখেরিয্যামান।

[82]- খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-(১/২০৫)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না মানুষের সামনে এমন এক দিন আসবে, যে হত্যাকারী জানবে না যে সে কেন হত্যা করল, আর নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে সে কেন নিহত হল। জিজ্ঞেস করা হল এটা কিভাবে হবে? তিনি বললেনঃ হারাজ(হতা হত বৃদ্ধি পাবে) আর হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী হবে" ।(মুসলিম)[83]

নোটঃ হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে এজন্যই জাহান্নামী হবে যে তারা একে অপরকে হত্যা করার প্রতি আগ্রহী ছিল।

মাসআলা-৫৫ঃ সকালে এক মুসলমান অপর মুসলমানের জানও মাল হারাম মনে করবে আবার সন্ধায় এ মুসলমান অপর মুসলমানের জান ও মালকে হালাল মনে করবে সন্ধার সময় এক মুসলমান অপর মুসলমানের জান ও মালকে হারাম মনে করবে আবার সকালে সে তা হালাল মনে করবেঃ

عن الحسن قال كان يقول فى هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا قال يصبح الرجل محرما لدم اخيه وعرضه وماله ويسمى مستحلا له ويمسى محرما لدم اخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له (رواه الترمذى)

অর্থঃ "হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ (কিয়ামতের পূর্বে) লোকেরা সকালে মুসলমান থাকবে সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে, সন্ধায় মুমেন থাকেবে সকালে কাফের হয়ে যাবে, তিনি আরো বলেনঃ সকালে এক জন লোক তার ভায়ের রক্ত, সম্মান, সম্পদ হারাম মনে করবে কিন্তু সন্ধায় আবার তা হালাল মনে করবে। সন্ধায় তার ভায়ের রক্ত, সম্মান, সম্পদ হারাম মনে করবে আবার সকালে তা হালাল মনে করবে" । (তিরমিযী)[84]

মাসআলা ৫৬ঃ মানুষ নিজের নিকট আত্মীয়দেরকে হত্যা করবেঃ

عن ابى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة لهرجا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهرج؟ قال (القتل) فقال بعض المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نقتل الآن فى العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال

---

[83] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া।

[84] -আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফি সতাকুনু ফিতনা কা কিতয়েল্লাইলিল মুযলিম (২/১৭৮৯)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه و ذا قرابته (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে হারাজ হবে, বর্ণনা কারী বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ হারাজ কি? তিনি বললেনঃ র্নিমম হত্যা। কিছু কিছু মুসলমান জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এখন আমরা এক বছরে এত এত কাফেরকে হত্যা করি , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ মুশরেকদেরকে হত্যা করা নয়; বরং তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে, এমনকি মানুষ তার প্রতিবেশি, তারা ভায়ের ছেলে এবং আত্মীয়দেরকে হত্যা করবে।" (ইবনে মাযা)[85]

***

فتن البطون والفروج

পেট ও লজ্জাস্থানের ফিতনা

মাসআলা- ৫৭ঃ কিয়ামতের পূর্বে অনেক মানুষ পেট ও লজ্জাস্থানের ফিতনায় নিপতিত হবেঃ

عن ابى برزة الاسلمى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انما اخشى عليكم شهوات الغى فى بطونكم و فرجكم ومضلات الفتن (رواه احمد)

অর্থঃ "আবু বারযা আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে তোমাদের পেটকে নষ্টকারী চাহিদা, তোমাদের লজ্জাস্থানকে নষ্টকারী কামনা ও তোমাদেরকে পথ ভ্রষ্টকারী ফেতানা সম্পর্কে ভয় করছি।" (আহমদ)[86]

নোটঃ পেটের ফেতনা অর্থাৎঃ হারাম পানা-হার, যেমন মদ, সুয়রের মাংস, অল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে কোরবানী করা, হারাম উপার্জন যেমনঃ সুদ, লজ্জাস্থানের ফেতনাঃ যেমনঃ জিনা, সমকামিতা।

উল্লেখ্যঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল যে, কোন পাপের কারণে সবচেয়ে বেশি লোক জাহান্নামে যাবে, তিনি বললেনঃ মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে। (তিরমিযী)

---

85 - কিতাবুল ফিতান বা আসসিবাত ফিল ফিতানা। (২/৩১৯৮)

86 - মযমাউয্যাওয়ায়েদ,(৭/৫৯৫,কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-১২৩৪৭।

فتنة بيع الدين بعرض الدنيا

পার্থিব লোভে দ্বীন বিক্রি করাঃ

মাসআলা-৫৮ঃ কিয়ামতের আগে রাতারাতি মানুষ স্বীয় দ্বীন পার্থিব লোভে বিক্রি করে দিবেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدى الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع اقوام دينهم بعرض الدنيا (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ কিয়ামতের পূর্বে ফিতনা রাতের আধারের ন্যায় আসতে থাকেব, তখন একজন লোক সকালে মুমেন থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে, বিকালে মুমেন থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে। লোকেরা তাদের দ্বীনকে দুনিয়ার স্বার্থে বিক্রি করে দিবে"। (তিরমিযী)[87]

***

فتنة كسب الحرام

হারাম উপার্জনের ফিতনা

মাসআলা-৫৯ঃ কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করবে নাঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال يأتى على الناس زمان لايبالى المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যে, তখন তারা পরওয়া করবে না যে, সে তা হালাল ভাবে উপার্জন করেছে না হারাম ভাবে।" (বোখারী)[88]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى على الناس زمان مايبالى الرجل من اين اصاب من حلال اوحرام(رواه النسائى)

---

[87] - আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফি সাতাকুনু ফিতনা কাকেতয়িল্লাইল আল মুযলেম।(২/১৭৮৮)

[88] - কিতাবুল বুয়ু, বাব মান লাম ইয়ুবাল মিন হাইসু ইকতাসাবাল মাল।

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যে, তখন তারা পরওয়া করবে না যে, সে তা কিভাবে উপার্জন করেছে, হালাল ভাবে না হারাম ভাবে"। (নাসায়ী)[89]

***

فتنة الكاسبات والعاريات

উলঙ্গ ও বেহায়পনার ফেতনা

মাসআলা-৬০ঃ নারীর অর্ধালুঙ্গ হওয়া কিয়ামতের পূর্বের ফেতনাসমূহের মধ্যে একটি ফেতনাঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كاذنب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كاسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দু'প্রকার লোক জাহান্নামী হবে তাদেরকে আমি দেখি নাই, তাদের এক প্রকারের সাথে সবসময় গরুর লেজের ন্যায় একটি চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা তাদের অধিনস্তদেরকে মারতে থাকবে। আরো এক দল হবে নারীদের, তারা পোশাক পরিচ্ছদে হবে অর্ধালুঙ্গ গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথ চলবে, বুকতী উটের উঁচু কুঁজের ন্যায় খোপা বাঁধবে, এসব নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধির পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে"। (মুসলিম)[90]

***

[89] -কিতাবুল বুয়ু,বাব ইজতিনাব আস্সুবহাত ফিল কাসব (৩/৪১৪৯)

[90] -কিতাবু সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব জাহান্নাম।

فتنة الكذابين والدجالين

মিথ্যুক ও দাজ্জালদের ফেতনাঃ

মাসআলা-৬১ঃ কিয়ামতের আগে আগে ৩০ জন নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার আসবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, প্রায় ৩০ জন দাজ্জাল আসবে আর তারা প্রত্যেকেই নবুয়তের মিথ্যা দাবী করবে"। (মুসলিম)[91]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابون دجالا كلهم يكذب على الله و رسوله (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, প্রায় ৩০ জন মিথ্যুক,দাজ্জাল আসবে আর তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করবে"। (আবুদাউদ)[92]

মাসআলা-৬২ঃ কিয়ামতের আগে আগে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অসংখ্য মিথ্যুক ধোঁকাবাজ ধর্মীয় নেতা রাজনৈতিক নেতার আগমন ঘটবেঃ

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال و كذابون ثلاثون او اكثر (رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌ও কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ অবশ্যই কিয়ামতের আগে মাসিহুদ্দাজ্জাল ও ৩০জন বা তার অধিক মিথ্যুক আসবে"। (আহমদ)[93]

---

91 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্‌সায়া।

92 -কিতাবুল মালাহেম, বাব ইবনু সাঈয়াদ (৩/৩৬৪৩)

93 - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-(১১১)

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة كذابين فذروهم(رواه احمد)

অর্থঃ"জাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যুকদের আগমন ঘটবে অতএব তাদের থেকে সতর্ক থাক"। (আহমদ)[94]

***

فتنة امارة المرأة

নারী নেতৃত্বের ফেতনাঃ

মাসআলা-৬৩ঃ মহিলাদের রাষ্ট্রনায়ক হওয়া কিয়ামতের ফিতনাসমূহের একটি ফেতনাঃ

عن ابى بكرة رضى الله عنه قال لقد نفعنى الله بكلمة ايام الجمل لما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم ان فارسا ماكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় আল্লাহ্ আমাকে একটি বাণীর মাধ্যমে উপকৃত করেছেন, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন, তখন যখন তিনি জানতে পারলেন যে, ইরানীরা কিসরার মেয়েকে তাদের বাদশাহ্ বানিয়ে নিয়েছে,তখন তিনি বলেছিলেনঃঐ জাতি কখনো মুক্তি পাবে না যারা নারীকে তাদের রাষ্ট্রনায়ক করে"। (বোখারী)[95]

***

---

94 - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-(১০৮)

95 - কিতাবুল ফিতান,বাব ফিতনা আল্লাতি তামুজু কা মাউজিল বাহার।

فتنة الائمة المضلين

পথভ্রষ্ট নেতাদের ফেতনা

মাসআলা-৬৪ঃ কিয়ামতের আগে এমন পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দিবে যারা বড় বড় ফিতনা সৃষ্টি করবেঃ

عن شداد بن اوس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال انى لا خاف على امتى الا الائمة المضلين واذا وضع السيف فى امتى لايرفع عنهم الى يوم القيامة (رواه احمد و البزار)

অর্থঃ "সাদ্দাদ বিন আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে শুধু পথভ্রষ্টকারী নেতৃত্বের ভয় করতেছি, যদি তাদের ওপর তরবারী চালনো হয় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা উঠিয়ে নেয় হবে না"। (আহমদ ও বায্যার)[96]

মাসআলা-৬৫ঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন বে-দ্বীনরা রাষ্ট্রনায়ক হবে যারা মানব আকৃতিতে শয়তান হবেঃ

মাসআলা-৬৬ঃ এধরণের রাষ্ট্রনায়করা মুসলমানদের ওপর জোরপূর্বক মানব রচিত আইন চাপিয়ে দিবেঃ

عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! انا كنا بشر فجانا الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذ الخير شر، قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت : هل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت : كيف؟ قال : تكون بعدى ائمة لا يهتدون بهداى ولا يستنون بسنتى وسيقوم فيهم رجال لوبهم قلوب الشياطين فى جثمان انس قال: قلت: كيف اصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ان ادركت ذلك، قال تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع (رواه مسلم)

অর্থঃ "হুযাইফা বিন ইয়ামেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমরা খারাপ অবস্থায় ছিলাম, অতপর আল্লাহ্ আমাদেরকে ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছেন, এখন আমরা সে অবস্থায় আছি। এ ভালর পরে কি আবার খারপ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঐ খারাপের

---

[96] -মাজমাউয্যাওয়ায়েদ (৭/৪৫২) কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-১১৯৬৫।

পর কি আবার ভাল আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ঐ ভালর পর কি আবার খারাপ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম তা কিভাবে। তিনি বললেনঃ আমার পরে কিছু নেতা হবে যারা আমার নির্দেশিত পথ ও আমার সুন্নাত অবলম্বন করবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে যাদের মানব শরীরে শয়তানের অন্তর থাকবে। তিনি বলেনঃ আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আমি ঐ যুগ পাই তাহলে আমি কি করব? তিনি বললেনঃ তুমি আমীরের অনুসরণ করবে ও তার কথা শুনবে যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয়, তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তুমি তারই কথা শুনবে এবং তারই অনুসরণ করবে"। (মুসলিম)[97]

নোটঃ অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ আমরা কি ঐ সমস্ত সরকারের বিরোদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেনঃ যতক্ষণ তারা নামায পড়বে ততক্ষণ নয়"। (মুসলিম)

মাসআলা-৬৭ঃ কিয়ামতের আগে এমন কতিপয় রাষ্ট্র নায়ক হবে যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিমূলক কাজ করবেঃ

عن ابی امامة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون فی هذه الامة فی آخر الزمان رجال معهم سیاط کأنها اذناب البقر یغدون فی سخط الله ویروحون فی غضبه (رواه احمد والحاکم والطبرانی)

অর্থঃ "আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানয় এ উম্মতের মাঝে এমন কতিপয় লোক হবে, যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তারা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে সকাল ও সন্ধা করবে।" (আহমদ, হাকে, তাবারানী)[98]

মাসআলা-৬৮ঃ মুসলমানদের ওপর এমন কিছু অজ্ঞ শাসক নিয়োজিত হবে যাদের কার্যক্রম মুশরেকদের চেয়ে নিকৃষ্ট হবেঃ

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون علیکم امراء هم شر من المجوس (رواه الطبرانی)

---

97 -কিতাবুল ইমারাত,বাব ওজুব মুলাযামত জামায়াতুল মুসলিমীন ইন্দা যুহুরিল ফিতান।

98 - আলবানী লিখিত সিল সিলা আহাদীস সহীহা, খঃ৪,হাদীস নং-১৮৯৩।

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের ওপর এমন শাসক নিয়োজিত হবে, যারা অগ্নি পুজকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে।" (তাবারানী)[99]

মাসআলা-৬৯ঃ কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানদের ওপর এমন মুনাফেক শাসক নিয়োজিত হবে যাদের অন্তর মৃতদেহের দুগর্ন্ধের চেয়েও নিকৃষ্ট হবেঃ

عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها ستكون عليكم امراء من بعدى يعظون بالحكمة على منابر فاذا نزلوا اختلست منهم قلوبهم انتن من الجيف (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "কা'ব বিন ওজরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেনঃ আমার পরে তোমাদের এমন কিছু নেতা হবে, যারা মঞ্চে হিকমত পূর্ণ কথা বলবে, মঞ্চ থেকে নামার পর তাদের মধ্যে সে কথার বাস্তবতা থাকবে না, তাদের অন্তর মৃতদেহের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধময় হবে।" (তাবারানী)[100]

মাসআলা-৭০ঃ কিয়ামতের আগে এমন কিছু বোকা লোক ক্ষমতাবান হবে যারা মানুষকে সুন্নাত বিরোধি কার্যকলাপের জন্য উৎসাহিত করবেঃ

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : اعاذك الله يا كعب بن عجرة من امارة السفهاء قال وما امارة السفهاء؟ قال امراء يكونون بعدى لا يقتدون بهداى ولا يستنون بسنتى، فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فاؤلئك ليسوا منى ولست منهم ولا يردون على حوضى ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاؤلئك منى وانا منهم (رواه الحاكم)

অর্থঃ "জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ হে কা'ব বিন ওজরা আল্লাহ্ তোমাকে বোকা লোকদের শাসন থেকে সংরক্ষণ করুক। সে বললঃ বোকা লোকদের শাসন কি? তিনি বললেনঃ আমার পর এমন কিছু শাসক হবে, যারা আমার পদাংক অনুসরণ করবে না এবং আমার সুন্নাতের

99 -মাযমাউয্যাওয়ায়েদ,খঃ৫ ,হাদীস নং-৯১৯৪।

100 -মাযমাউয্যাওয়ায়েদ,খঃ৫ ,হাদীস নং-৯১৯৪।

অনুসরণ করবে না, যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করবে এবং তাদের অত্যাচারে তাদরেকে সহযোগিতা করবে, তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয়, আর আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। তারা আমার হাউজের নিকট আসতে পারবে না। আর যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করবে না এবং তাদের অত্যাচারে তাদেরকে সহযোগিতা করবে না তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত"। (হাকেম)[101]

***

فتنة اتباع اليهود والنصارى

ইহুদী নাসারাদের অনুসরণের ফেতনা

মাসআলা-৭১ঃ কাফেরদের অনুসরণ করার ব্যাপারে মুসলমানরা কারো থেকে পিছনে থাকবে নাঃ

عن المستورد بن شداد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تترك هذه الامة شيئا من سنن الاولين حتى تأتيه (رواه الطبراني)

অর্থঃ "মোস্তাওরেদ বিন সাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এ উম্মত পূর্ববর্তীদের (কাফেরদের) কোন অভ্যাসই পরিত্যাগ করবে না।" (তাবারানী)[102]

মাসআলা-৭২ঃ কিয়ামতের আগে আগে মুসলমানরা সর্ব বিষয়ে কাফেরদের অনুসরণ করতে থাকবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتى باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارس والروم فقال ومن الناس الا اؤلئك (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতরা, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে (কাফেরদেরকে) পদে পদে অনুসরণ না করবে। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্

---

[101] - কিতাবুল আতইমা,বাব লাইয়াদখুলুল জান্না লাহমু বানাত মিন সুহত। (৫/৭২৪৫)

[102] - মাযমাউয্যাওয়ায়েদ,(৭/৫১৭) কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-১২১০৭।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রূম ও পারশ্যবাসীদের ন্যায়? তিনি বললেনঃ তারা ব্যতীত আর কে আছে?" (বোখারী)[103]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا باع وذرعا بذراع و شبرا بشبر حتى لو دخلوا فى حجر ضب لدخلتم فيه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ قال فمن ذا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে (কাফেরদেরকে) পদে পদে অনুসরণ করবে, এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তারা কি ইহুদী নাসারারা? তিনি বললেনঃ তারা ব্যতীত আর কে আছে?" (ইবনে মাযা)[104]

মাসআলা-৭৩ঃ মুসলমান ইহুদী নাসারাদের কৃষ্টি কালচার, উন্নতি অগ্রগতিতে এতটা উৎসাহিত হবে যে তারা যদি তাদের মায়ের সাথে ব্যভীচার করে তাহলে মুসলমানও মায়ের সাথে ব্যভীচার করে গৌরব বোধ করবেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو ان احدهم دخل حجر ضب لدخلتم و حتى لو ان احدهم جامع امه لفعلتم (رواه البزار)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে (কাফেরদেরকে) পদে পদে অনুসরণ করবে, এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে, এমনকি তাদের কেউ যদি তার মায়ের সাথে ব্যভীচার করে, তাহলে তোমরাও তা করবে।" (বায্ যার)[105]

***

[103] -কিতাবুল ইতে'সাম বিল কিতাবি ওয়াস্সুন্না,বাব কাউলিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)লাতাতবাউন্না সুনানা মান কানা কাবলাকুম।

[104] - কিতাবুল ফিতান-বাবা ইফতেরাকুল উমাম- (২/৩২২৮)

[105] -- মাযমাউয্‌যাওয়ায়েদ,খঃ৭ কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-১২১০৫।

فضل اجتناب الفتن

ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার ফযিলত

মাসআলা-৭৪ঃ ফিতনার সময় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সুভাগ্যবান হবেঃ

عن المقداد بن اسود رضى الله عنه قال ايم الله سمعت رسول الله يقول ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلى فصبر فواها (رواه ابوداود)

অর্থঃ "মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ সুভাগ্যবান তারাই যারা ফেতনা থেকে বেঁচে থাকে, সুভাগ্যবান তারাই যারা ফেতনা থেকে বেঁচে থাকে, সুভাগ্যবান তারাই যারা ফেতনা থেকে বেঁচে থাকে। সুভাগ্যবান সে যে পরীক্ষার সম্মুক্ষীণ হল এবং ধৈর্য ধারণ করল।" (আবুদাউদ)[106]

অনুচ্ছেদঃ৭৫ঃ ফিতনার সময় ইবাদতে ব্যস্ত থাকা রাসূলের পথে হিযরত করার সমতুল্যঃ

عن معقل بن يسار رضى الله عنه رده الى النبى صلى الله عليه وسلم قال العبادة فى الهرج كهجرة الى (رواه الترمذى)

অর্থঃ "মা'কাল বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃ ফিতনার সময় ইবাদত করা, আমার পথে হিযরত করার সম তুল্য।" (তিরমিযী)[107]

মাসআলা-৭৬ঃ ফিতনার সময় ঈমানের ওপর অটল ব্যক্তির নেক আমলের সওয়াব পঞ্চাশ জন ঈমানদার ব্যক্তির সমান হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১০ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

[106] -কিতাবুল ফিতান বাব নাহি আনিস্‌সায়ী ফিল ফিতান।

[107] - আবওয়াবুল ফিতান,বাব ফিল হারাজ (২/১৭৯২)

ماذا يفعل فى الفتن

ফিতনার সময় কি করনীয়ঃ

মাসআলা-৭৭ঃ নামায রোযা দান খয়রাতসহ অন্যান্য নেক আমলকারী ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবেঃ

মাসআলা-৭৮ঃ সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধও ফেতনা থেকে নিরাপদে রাখেঃ

عن حذيفة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر (رواه مسلم)

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ নামায, রোযা, দান, সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ মানুষকে পরিবার, সম্পদ, ব্যক্তিত্ব, সন্তান, প্রতিবেশির ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখে।" (মুসলিম)[108]

মাসআলা-৭৯ঃ জিহাদকারীদেরকে আল্লাহ্ ফিতনা থেকে নিরাপদে রাখবেনঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১১৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৮০ঃ ফিতনার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধৈর্য ও দ্বীনের ওপর অটল থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেনঃ

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشى والماشى خير من الساعى قال افرأيت ان دخل على بيتى و بسط يده الى ليقتلنى؟ قال كن كابن ادم (رواه الترمذى)

অর্থঃ "ওসমান বিন আফ্ফান(রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাক্ষী দিয়ে বলেনঃ অতিশিঘ্রই বসে থাকা ব্যক্তি দন্ডয়মান ব্যক্তির চেয়ে কম ফেতনায় পতিত হবে, দন্ডয়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে কম ফেতনায় পতিত হবে, চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে কম ফেতনায় পতিত হবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম যে যদি কোন ব্যক্তি আমার ঘরে পবেশ করে,

108 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্সায়া,বাব ফিল ফিতান আল্লাতি তামুজু কা মাউজিল বাহর।

আমাকে হত্যা করতে চায় তাহলে আমি কি করব? তিনি বললেনঃ আদমের ছেলের আচরণ কর" ।(তিরমযী)[109]

নোটঃ আদম (আঃ) এর ছেলে হাবীল যাকে তার ভাই কাবীল হত্যা করে ছিল, অথচ সে তার প্রতি উত্তর করে নাই।

মাসআলা-৮১ঃ ফিতনার সময় ঘরে আবদ্ধ থাকার নির্দেশঃ

عن ابى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى الفتنة كسروا فيها قسيكم و قطعوا فيها اوتاركم والزموا فيها اجواف بيوتكم و كونوا كابن آدم (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ফিতনার সময় স্বীয় কামান ভেঙ্গে ফেল এবং তার তারসমূহ কেটে ফেল। আর তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর এবং তোমরা আদমের ছেলের ন্যায় কর"। (তিরমিযী)[110]

মাসআলা-৮২ঃ ফিতনার সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাষাবাদ ও বাসস্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেনঃ

عن ابى بكرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشى والماشى خير من الساعى اليها الا فاذا نزلت او وقعت فمن كان له ابل فليلحق بابله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له ارض فليلحق بارضه قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت من لم تكن له ابل ولا غنم ولا ارض؟ قال يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج ان استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان اكرهت حتى ينطلق بى الى احد الصفين او احد الفئتين فضربنى رجل بسيفه او يجئ سهم فيقتلنى؟ قال يبؤ باثمه واثمك ويكون من اصحاب النار (رواه مسلم)

---

[109]- আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া আন্নাহু তাকুনু ফিতনাতুল কায়েদ ফিহা খাইরুম মিনাল কায়েম(২/১৭৯৫)

[110] -আবওয়াবুল ফিতান,বাব মাযায়া ফি ইত্তিখাযিস্ সাইফ মিন খাসাব(২/১৭৯৫)

অর্থঃ "আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ অতিশিঘ্রই ফিতনা হবে যখন বসে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামীর চেয়ে উত্তম হবে। হুশিয়ার হও! যখন তা আসবে বা পতিত হবে তখন যার উট আছে সে যেন তার উটের সাথে চলে যায়, যার বকরী আছে সে যেন তার বকরীর সাথে চলে যায়। যার জমি আছে সে যেন তার জমিনে চলে যায়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল! কারো যদি উট, বকরী, জমি না থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বললেনঃসে স্বীয় তরবারী নিয়ে পাথর দিয়ে তা শানিত করে, সাধ্য অনুযায়ী ফিতনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। হে আল্লাহ্ আমি কি আমর দায়িত্ব পালন করেছি? হে আল্লাহ্ আমি কি আামর দায়িত্ব পালন করেছি? হে আল্লাহ্ আমি কি আামর দায়িত্ব পালন করেছি? তখন এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি আামকে জোরপূর্বক কোন একটি দলেরে বা কাতারের দিকে টেনে নেয়া হয় এবং কোন ব্যক্তি তার তরবারী দিয়ে আামকে হত্যা করে, বা কোন তীরের আঘাতে আমি নিহত হই, তাহলে এব্যাপার আপনি কি বলেন? তিনি বললেনঃহত্যাকারী তোমার এবং তার পাপ নিয়ে জাহান্নামী হবে"। (মুসলিম)[111]

মাসআলা-৮৩ঃ ফিতনার সময় স্বীয় দ্বীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্য রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধন-সম্পদ নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়েছেনঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر يفر بدينه من الفتن (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ খুব শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে, যখন বকরী মুসলমানদের উত্তম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। আর (মালিক) তা নিয়ে পাহাড়ের চুড়ায় বা বৃষ্টির স্থানে চলে যাবে, যাতে করে সে তার দ্বীন ও ঈমানকে ফেতনা থেকে সংরক্ষণ করতে পারে।" (ইবনে মাযা)[112]

---

111 -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্‌সায়া।

112 -কিতাবুল ফিতান , বাব আযালা (২/৩২১৫)

عن حذيفة ابن اليمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الللہ عليه وسلم تكون فتن على ابوابها دعاة الى النار فان تموت عاض على جذل شجرة خير لكم من ان تتبع احدا منهم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এমন কিছু ফিতনা হবে, যার দরজায় জাহান্নামের পথে আহ্বানকারীরা দন্ডয়মান থাকবে। সে সময় তাদেও ডাকে সাড়া দেয়ার চেয়ে তোমার জন্য উত্তম হবে যে, তুমি বৃক্ষেও ছাল খেয়ে মৃত্যুবরণ করবে"। (ইবনে মাযা)[113]

মাসআলা-৮৪ঃ ফিতনার সময় যেখানেই আশ্রয় মিলবে সেখানে আশ্রয় নেয়ার জন্য চেষ্টা করার নির্দেশঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৮৫ঃ কোন পাপ বা ফিতনাকে অন্তর দিয়ে খারাপ জানলেও ক্ষমার আশা করা যায়ঃ

عن العرس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا عملت الخطيئة فى الارض كان من شهدها كرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আরস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যখন পৃথিবীতে কোন পাপের কাজ হয় তখন, যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকে এবং ঐ পাপকে ঘৃণা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, এপাপ দেখে নাই, আর যে ব্যক্তি ওখানে উপস্থিত ছিল না; কিন্তু ঐ পাপকে সে পছন্দ করে, তাহলে সে যেন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি ন্যায়।" (আবুদাউদ)[114]

****

113 - কিতাবুল ফিতান , বাব আযালা (২/৩২১৬)

114 - কিতাবুল মালাহেম,বাব আল আমর ওয়ান্নাহি (৩/৩৬৫১)

الاستعاذة من الفتن

ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করার দোয়াঃ

মাসআলা -৮৬ঃ জীবন ও মরনের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া করা উচিতঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه : يدعو فى الصلاة يقول اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر واعوذبك من فتنة المسيح الدجال و اعوذبك من فتنة المحيا و الممات الهم انى اعوذبك من المأثم والمغرم (متفق عليه)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের মধ্যে বলতেন "হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের ফিতনা থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা থেকে। হে আল্লাহ্ আমি আশ্রয় চাচ্ছি পাপাচার ও ঋণভার থেকে"। (মুত্তাফাকুন আলাইহ)[115]

মাসআলা-৮৭ঃ দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়াঃ

عن سعد عن ابيه قال كان يعلمنا خمسا كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوبهن ويقولهن اللهم انى اعوذبك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذبك ان ارد الى إرذل العمر واعوذبك من فتنة الدنيا واعوذبك من عذاب القبر (رواه النسائى)

অর্থঃ "সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমাদের পিতা আমাদেরকে পাঁচটি কথা শিক্ষা দিতেন, আর বলতেনঃ রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাগুলো দিয়ে দোয়া করতেনঃ হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাচ্ছি, কার্পণ্যতা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা থেকে। আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম দুঃখ্য-কষ্ট থেকে। দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি" ।(নাসায়ী)[116]

মাসআলা-৮৮ঃ অভাব ও সম্পদের ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়াঃ

মাসআলা-৮৯ঃ কবর ও জাহান্নামের ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়াঃ

---

115 -আল্লুলু ওয়াল মারজান,খঃ১ম,হাদীস নং-৩৪৫।

116 -কিতাবুল ইস্তে আযা,.বাব ইস্তেআযা মিনাল জুবন (৩/৫০৩২)

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعوا بهؤلاء الكلمات اللهم انى اعوذبك من فتنة النار وعذاب النار و فتنة القبر وعذاب القبر و شر فتنة المسيح الدجال و شر فتنة الفقر و شر فتنة الغنى (رواه النسائى)

অর্থঃ "আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় একথাগুলো দিয়ে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্ আমি জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, দাজ্জালের ফিতনা ও সম্পদের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"। (নাসায়ী)[117]

মাসআলা-৮৯ঃ ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়াঃ

নোটঃ দোয়াটি ৩৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

[১১৭] -কিতাবুল ইস্তেআযা,বাব আল ইস্তেআযা মিন ফিতনাতিল কাবর(৩/৫০৪৯)

দ্বিতীয় ভাগ

بعثت النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته

নবী (ﷺ)-এর আগমণ ও তাঁর মৃত্যুঃ

মাসআলা-৯০ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামতঃ

عن سهل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا و الساعة هكذا ويشير باصبعيه فيمد بها (رواه البخارى)

অর্থঃ "সাহাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি এবং কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি ,এবলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুলী উঁচু করে একত্রিত করে দেখালেন"। (বোখারী)[118]

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا و الساعة كهاتين(رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙ্গুলের মত কাছা কাছি হয়ে প্রেরিত হয়েছি।" (মুসলিম)[119]

মাসআলা-৯১ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শনঃ

عن عوف بن مالك الاشجعى رضى الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى غزوة تبوك وهو فى خباء من ادم فجلست بفناء الخباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا عوف فقلت بكلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال بكلك ثم قال يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدى الساعة احداهن موتى (رواه ابن ماجة)

---

[118] -কিতাবুর রিকাক বাব কাওলিন ন্নাবী **(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)** বুয়িস্ত্ত আনা ওয়াস্সায়া কাহাতাইন।

[119] -কিতাবুল ফিতান বাব কুরবুস সায়া।

অর্থঃ "আওফ বিন মালেক আশজায়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আসলাম, তখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে চামড়ার তাবুতে অবস্থান করছিলেন, আমি তাবুর বাহিরে খালী জায়গায় বসলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আওফ ভিতরে যাও, আমি জিজ্ঞেস করলাম সবকিছু নিয়ে ভিতরে আসব? তিনি বললেনঃ হাঁ সব কিছু নিয়ে আস। এর পর তিনি বললেনঃ কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা স্মরণ রাখবে, তার মধ্যে আমার মৃত্যুও একটি নিদর্শন"। (ইবনে মাযা)[120]

***

شق القمر

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াঃ

মাসআলা-৯২ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামতের আলামতঃ

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (سورة القمر: ١)

অর্থঃ "কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।" (সূরা কামারঃ ১)

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان اهل مكة سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم اية فاراهم انشقاق القمر (رواه البخارى)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃমক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করল, তিনি যেন তাদেরকে কোন নিদর্শন দেখান। তখন তিনি তাদেরকে চন্দ্র বিদীর্ণ করে দেখালেন"।

***

[120] -কিতাবুল ফিতান বাব আশরাতিস সায়া (২/৩৩২৬৭)

اموات العلماء

আলেমগণের মৃত্যুঃ

মাসআলা-৯৩ঃ কিয়ামতের আগে আগে প্রচুর পরিমাণে আলেমগণ মৃত্যুবরণ করবে অজ্ঞ লোকেরা মুফতী সেজে লোকদেরকে পথ ভ্রষ্ট করবেঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس روؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'লা দ্বীনের ইলম বান্দাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবেন না, তবে আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে দ্বীনের ইলম উঠিয়ে নিবেন, এমনকি যখন একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা অজ্ঞ লোকদেরকে নিজেদের পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করবে। তাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে, আরা তারা অজ্ঞতা নিয়ে ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং লোকদেরকেও পথ ভ্রষ্ট করবে"। (বোখারী)[121]

***

[121] -কিতাবুল ইলম বাব কাইফা ইয়াকবিজুল ইলম।

موت الفجأة

হঠাৎ মৃত্যু

মাসআলা-৯৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে হটাৎ মৃত্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবেঃ

عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجاة (رواه الطبرانى)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এক তারিখের চাঁদ দেখে বড় মনে হবে, লোকেরা বলবে এটা দু'দিনের চাঁদ, মসজিদসমূহকে রাস্তায় পরিণত করা হবে। (লোকেরা মসজিদে যাবে; কিন্তু নামায পড়বে না)। আর হটাৎ মৃত্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে"। (ত্বাবারানী)[122]

***

نشر العلم

দ্বীনি ইলমের প্রচার

মাসআলা-৯৫ঃ কিয়ামতের আগে আগে দ্বীনি ইলম এত প্রচারিত হবে যে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবেঃ

عن تميم الدارى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين يعز عزيز او يذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر (رواه احمد والطبرانى)

অর্থঃ "তামীম আদ্দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ এ দ্বীন ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে যেখানে রাত ও দিনের আলো পৌঁছে, আল্লাহ্ কোন মাটির ঘর বা তাবু এ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে বাকী রাখবেন না। এ দ্বীন সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান আরো বৃদ্ধি করবে, আর লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের লাঞ্ছনা আরো বৃদ্ধি করবে। আল্লাহ্ ইসলামের মাধ্যমে মুসলমানদের ইজ্জত বৃদ্ধি করেন, আর কুফরীর মাধ্যমে কাফেরদের লাঞ্ছনা বৃদ্ধি করেন"। (ত্বাবারানী)[123]

---

[122] - সহীহ আলজামে আস্‌সাগীর ওয়া যিয়াদাতিহি লি আল বানী খঃ৫, হাদীস নং-৫৭৭৫।

[123] - মাজমাউয্‌যাওয়ায়েদ,খঃ৬,হাদীস নং-৯৮০৭।

ذهاب البركة
বরকত উঠে যাওয়াঃ

মাসআলা-৯৬ঃ কিয়ামতের আগে বৃষ্টি অধিক পরিমাণে হবে কিন্তু ঘাস উৎপাদন হবে নাঃ

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا (رواه احمد والبزار وابو يعلى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না ব্যাপক বৃষ্টিপাত শুরু হবে, আর জমিনে কোন কিছু উৎপন্ন হবে না"। (আহমদ,বায্ যার, আবু ইয়ালা)[124]

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بان لا تمطروا ولكن السنة ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت شيئا (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ বৃষ্টি না হওয়া দুর্ভিক্ষ নয়, দুর্ভিক্ষ হল অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া কিন্তু কোন কিছু উৎপন্ন না হওয়া।" (মুসলিম)[125]

***

تقارب الزمان
সময় দ্রুত অতিবাহিত হওয়া

মাসআলা-৯৭ঃকিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে সময় তত দ্রুত অতিক্রম করবে বছর মাসের সমান মাস সপ্তাহের সমান সপ্তাহ এক দিনের ন্যায় এক দিন এক ঘন্টার ন্যায় মানে হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايم هو؟ قال القتل القتل (رواه البخارى)

[124] -মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ,কিতাবুল ফিতান,বাব ফি ইমারতিস্সায়া। (৭/৬৩৮)

[125] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সায়া।

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে আগে সময় অতি দ্রুত অতিক্রম করবে, (মানুষ) আমল কম করবে, কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হতাহত।" (বোখারী)[126]

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتی يتقارب الزمان فتكن السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة و تكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة (رواه ابن حبان)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ সময় দ্রুত অতিক্রম না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, বছর মাসের ন্যায় মনে হবে, মাস (জুমা)সপ্তাহের ন্যায় মনে হবে, সপ্তাহ এক দিনের ন্যায় মনে হবে, এক দিন এক ঘন্টার ন্যায় মনে হবে। এক ঘন্টা খেজুরের ডালের শুকন পাতা জ্বলার ন্যায় অতিক্রম করবে"। (ইবনে হিব্বান)[127]

***

انهار و مروج فی ارض العرب

আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হওয়া

মাসআলা-৯৮ঃ আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হবেঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتی يكثر المال ويفيض حتی يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد احدا يقبلها منه وحتی تعود ارض العرب مروجا وانهارا (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না সম্পদের আধিক্য হবে এবং কোন ব্যক্তি তার যাকাত নিয়ে বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কোন লোক পাবে না এবং আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।" (মুসলিম)[128]

---

[126] -কিতাবুল ফিতান বাব যুহুরিল ফিতান।

[127] - খালেদ বিন নাসের আল-গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং- (৬৭)

[128] -কিতাবুয্ যাকাত, বাব তারগিব ফি সাদাকা কাবলা আন লা ইয়ুযাদ মান ইয়াকবালুহা।

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا حتى يسير الراكب بين العراق و مكة لا يخاف الا ضلال الطريق و حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل (رواه احمد)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আরব ভূমি সবুজ ঘাস ও ঝর্ণায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এমনকি কোন আরহী ইরাক থেকে নির্ভিগ্নে মক্কায় পৌঁছে যাবে,অথচ তার কোন ভয় থাকবে না, তবে শুধু রাস্তা হারানোর ভয় থাকবে। আর হারাজ বৃদ্ধি পাবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল হারাজ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ হত্যা হত"। (আহমদ)[129]

***

كلام الحيوان والجماد

চতুষ্পদ জন্তু ও জড়পদার্থের কথাবার্তাঃ

মাসআলা- ৯৯ঃ কিয়ামতের পূর্ব মূহর্তে মাটি থেকে এক প্রাণী বের হয়ে মানুষের সাথে কথা বলবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ২২০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১০০ঃ ঈসা (আঃ) আগমন করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় পাথর ও বৃক্ষ কথা বলবে যে হে আল্লাহ্র বান্দা আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে তাকে হত্যা করঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীস ১৭০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১০১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় একটি গরু তার ওপর ভারী ভোঝা বহন করায় অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কথা বিশ্বাস করলেনঃ

عن ابي هريرة رضى الله عنه يقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها فالتفتت اليه البقرة فقالت: انى لم اخلق لهذا ولكنى انما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا ابقرة تكلم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى اومن به وابو بكر وعمر (رواه مسلم)

---

129 - মাযমাওয যাওয়ায়েদ,খঃ৭, হাদীস নং-১২৪৭৪।

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এক ব্যক্তি তার গরুর ওপর বোঝা নিয়ে চলতে ছিল, গরুটি তার দিকে তাকিয়ে বললঃআমি এজন্য সৃষ্টি হইনি; বরং আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাষাবাদের জন্য। লোকেরা আশ্চার্য ও ভীত হয়ে বললঃ সুবহানাল্লাহ গরু কথা বলছে! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি একথাটি সত্য বলে বিশ্বাস করি (এতে আমি আশ্চার্য হইনা) এবং আবু বকর ও ওমার ও তা বিশ্বাস করে"। (মুসলিম)[১৩০]

মাসআলা-১০২ঃ কিয়ামতের আগে আগে চতুষ্পদ জন্তু ও জড়পদার্থও কথা বলবেঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس و حتى يكلم الرجل عذبة سوطه و شراك نعله و تخبره فخذه بما احدث اهله بعده (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না চতুষ্পদ জন্তু মানুষের সাথে কথা বলবে, মানুষের হাতের লাঠি তার সাথে কথা না বলবে, মানুষের জুতার ফিতা তার সাথে কথা না বলবে"। (তিরমিযী)[১৩১]

***

[130] -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফাযায়েল আবুবকর সিদ্দীক।

[131] - আবওয়াবুল ফিতান,বাব মাযায়া ফি কালামিসসইসবা (২/১৭৭২)

كثرة النساء وقلة الرجال

নারীর আধিক্য পুরুষের সল্পতাঃ

মাসআলা-১০৩ঃ কিয়ামতের আগে আগে নরীর এত আধিক্য হবে যে চল্লিশ বা পঞ্চাশ জন নারী একজন পুরুষের অধিনে থাকবেঃ

عن ابى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد احدا يأخذ منه ويرى الرجل الواحد يتبعه اربعون امرأة يلذنبه من قلة الرجل و كثرة النساء (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃমানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যে মানুষ স্বর্ণ দান করার জন্য বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কোন লোক পাবে না। আর এক একজন পুরুষের অধিনে চল্লিশ জন করে নারী থাকবে, আর তা হবে পুরুষের সল্পতা ও নারীর আধিক্যের কারণে।" (মুসলিম)[132]

عن انس رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امراة القيم الواحد (رواه البخارى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি দ্বীনি ইলম উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করা, মদ পান ব্যাপক হওয়া, পুরুষের সংখ্যা কমা ও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, এমন কি একজন পুরুষের অধিনে পঞ্চাশ জন নারী থাকবে"। (বোখারী)[133]

নোটঃ নারীর এ আধিক্য যুদ্ধের কারণে হবে, সেখানে পুরুষরা মারা যাবে আর নারীরা বেঁচে থাকবে। (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

***

[132] -কিতাবুয যাকা,বাব তারগিব ফি সাদাকা কাবলা আন লা ইউযাদ মান ইয়াকবালহা।

[133] - কিতাবুন নিকাহ, বাব ইউকুল্লুর রিজাল ওয়াইয়ুকসিরু নিসা।

خسف ومسخ وقذف

ভূমি ধস ও আকৃতির পরিবর্তন এবং বর্ষণঃ

মাসআলা-১০৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে ভূমি ধস সৃষ্টির পরিবর্তন এবং আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ হবেঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فى آخر هذه الامة خسف و مسخ و قذف قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهلك و فينا الصالحون؟ قال نعم اذا ظهرت الخبث (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এ উম্মতের শেষ যামানায় ভূমি ধস, আকৃতির পরিবর্তন এবং পাথর বষর্ণ হবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা থাকা অবস্থায় ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?তিনি বললেনঃ হাঁ যখন অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাবে।" (তিরমিযী)[134]

মাসআলা-১০৫ঃ কোন কোন আবাস ভূমি এমনভাবে ধসিয়ে দেয়া হবে যে সেখানে একজন লোকও জিবীত থাকবে নাঃ

عن عبد الرحمن بن صحار العبدى رضى الله عنه عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال من بقى من بنى فلان (رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুর রহমান বিন সাহারী আল আবদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না কোন কোন বংশকে এমনভাবে ধসিয়ে দেয়া হবে যে, লোকেরা জিজ্ঞেস করবে অমুক বংশের কোন লোক বেঁচে আছে কি?" (আহমদ)[135]

---

[134] - আবওয়াবুল ফিতান ,বাব ফি ফিল খাসফ (২/১৭৭৬)

[135] - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ ১, হাদীস নং-(১৯০)

মাসআলা-১০৬ঃ শেষ যামানায় উম্মতে মুহাম্মদীর কিছু লোক হারাম বিষয়গুলোকে হালাল করার কারণে তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করা হবেঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال والذى نفس محمد بيده ليبيتن ناس من امتى على اشر و بطر ولعب و لهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلا لهم المحارم و القينات و شربهم الخمر واكلهم الربا و لبسهم الحرير (رواه احمد)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমার উম্মতের কিছু লোক ফখর, অহংকার, খেলা-ধুলায় রাত অতিক্রম করবে; কিন্তু সকালে তারা শুকর ও বানরে পরিণত হয়ে যাবে। হারামকে হালাল করার কারণে, গান-বাদ্য ব্যাপকতা লাভ, মদ পান, সুদ খাওয়া, রেশমী কাপড় পরার কারণে।" (আহমদ)[১৩৬]

মাসআলা-১০৭ঃ গান বাজনা ও মদ পানের কারণে এ উম্মতের মাধ্যে ধস ও পাথর বর্ষণ হবেঃ

عن سهل بن سعد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون فى آخر الزمان خسف و قذف و مسخ قيل و متى ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قل اذا ظهرت المعازف والقينات و استحلت الخمر (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "সাহাল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানায় ভূমি ধস, আকৃতির পরিবর্তন ও আকাশ থেকে পাথর বষর্ণ হবে। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তা কখন হবে? তিনি বললেনঃ যখন গান-বাজনা বৃদ্ধি পাবে ও মদ পানকে হালাল মনে করা হবে।" (ত্বাবারানী)[১৩৭]

মাসআলা-১০৮ঃ কিয়ামতের পূর্বে বাসরার লোকেরা সন্ধার সময় ঠিকভাবে রাত্রিযাপনের জন্য বিছানায় যাবে; কিন্তু সকালে তারা শুকর ও বানরে পরিণত হবেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا انس ان الناس يمصرونا مصارا وان مصرا منها يقال له: البصرة او البصيرة فان انت مررت بها او دخلتها

136- খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-(২০০)

137 -মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ,(৮/২০(কিতাবুল ফিতান,খঃ৮। হাদীস নং-১২৫৮৯।

فاياك وسباخها وكلاءها و سوقها و باب امرائها و عليك بضواحيها فانه يكون بها خسف قذف و رجف وقوم يبيتون يصبحون قردة و خنازير (ابوداود)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছেনঃ হে আনাস লোকেরা বিভিন্ন শহরে বসবাস করবে, আর তার মধ্যে একটি শহরের নাম হবে বাসরা বা বাসিরা, যদি তুমি ঐ শহরে যাও, তাহলে বাসাখ ও কালা নামক স্থানে যাবে না, ঐ এলাকার বাজারেও যাবে না, ঐ এলাকার রাজা বাদশাদের বাড়ীর সামনেও যাবে না। বরং ঐ এলাকার জঙ্গলে চলে যাবে, কেননা ঐ শহরে ধস, পাথর বৃষ্টি বর্ষণ ও ভূমিকম্প হবে। লোকেরা রাতে ঠিকভাবে বিছানায় যাবে আর সকালে বানর ও শুয়র হয়ে যাবে"। (আবুদাউদ)[138]

মাসআলা-১০৯ঃ ভূমি ধসে পাপিদের সাথে সৎ লোকেরাও মারা যাবে তবে সৎ লোকদেরকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিবেনঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৪২নং মাসআলায় দ্রঃ।

[138] -কিতাবুল মালাহেম,বাব ফি যিকরিল বাসরা(৩/৩৬১৯)

كثرة الزلازل

অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হওয়া

মাসআলা-১১০ঃ কিয়ামতের পূর্বে অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم و تكثر الزلازل و يتقارب الزمان و تظهر الفتن و يكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না দ্বীনি ইলম উঠিয়ে নেয়া হেব, ভূমিকম্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, সময় সংকীর্ণ হয়ে আসবে, ফিতনা বৃদ্ধি পাবে, হারাজ ব্যাপকতা লাভ করবে, আর তাহল হত্যা হত এমনকি তোমাদেও সম্পদ অধিক হবে।" (বোখারী)[139]

মাসআলা-১১১ঃ কিয়ামতের পূর্বে বাসরা নগরীতে অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১০৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

[139] -কিতাবুল ইস্তেসকা,বাব মা কিলা ফি যালাযেল।

ظهور جبل الذهب عن الفرات

ফোরাতের তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠা

মাসআলা-১১২ঃ ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে যা হাসিল করতে গিয়ে ৯৯% ভাগ লোক নিহত হবেঃ

عن ابی بن کعب رضی الله عنه قال انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یوشك الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا الیه فیقول من عنده لئن ترکنا الناس یاخذون منه لیذهبن به کله فیقتتلون علیه فیقتل من کل مائة تسعة و تسعون (رواه مسلم)

অর্থঃ "উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ অতিশীঘ্রই ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে, লোকেরা যখন এ সংবাদ শুনতে পাবে, তখন তা হাসিলের জন্য সে দিকে ছুটবে, ঐ সময় যারা ফোরাতের তীরে থাকবে, তারা বলবে আমরা যদি লোকদেরকে সুযোগ দেই, তাহলে তারা সমগ্র পাহাড় নিয়ে চলে যাবে। তখন সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং ৯৯ ভাগ লোক নিহত হবে"। (মুসলিম)[140]

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوشك الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا (رواه البخاری)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ খুব শীঘ্রই ফোরাতের তীরে স্বর্ণের ভান্ডার ভেসে উঠবে, অতএব যারা তখন সেখানে থাকবে, তারা যেন তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করে"। (বোখারী)[141]

***

---

40 - কিতাবুল ফিতান বাব আশরাতু সায়া।

41 -কিতাবুল ফিতান ,বাব খুরুজিন্নার।

غربة اهل الايمان

ঈমানদারদের অপরিচিত হওয়া

মাসআলা-১১৩ঃ কিয়ামতের পূর্বে তারা সমাজে একা একী হয়ে যাবেঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بدء الاسلام غریبا و سیعود کما بدء غریبا فطوبی للغرباء (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইসলাম অপরিচিত ভাবে শুরু হয়েছিল, আবার তা অপরিচিতির দিকে ফিরে যাবে। অতএব অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ। (মুসলিম)[142]

নোটঃ অপরিচিত অর্থাৎ অল্প বা সাধারণ লোকদের মাঝে ইসলামের প্রচার শুরু হয়েছিল।

***

[142] - কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান আন্নাল ইসলামা বাদায় গারিবান।

عود الايمان فى الحرمين الشريفين

ঈমান হারামাইন শরীফাইনে ফিরে আসাঃ

মসআলা-১১৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে ঈমান শুধু মক্কা ও মদীনায়ই থাকবেঃ

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدء غريبا و سيعود غريبا كما بدء و هو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية فى حجرها (رواه مسلم)

অর্থঃ "ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ইসলাম অপরিচিত ভাবে শুরু হয়েছিল, আবার তা অপরিচিতির দিকে ফিরে আসবে, আর তা অবস্থান নিবে দুই মসজিদের মাঝে, (হারামাইন শরীফাইন) যেমন সাপ তার গুহায় আশ্রয় নেয়"। (মুসলিম)[143]

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃনিশ্চয়ই ঈমান মদীনায় ফিরে আসবে, যেমন সাপ তার গুহায় ফিরে যায়।" (মুসলিম)[144]

***

---

143 -কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান আন্নাল ইসলামা বাদায়া গারিবান ওয়া সাঈয়াউদু গারিবা।

144 - কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান আন্নাল ইসলামা বাদায়া গারিবান, ওয়া সাঈয়াউদু গারিবা।

তৃতীয় ভাগ

الملاحم

যুদ্ধ

মাসআলা-১১৫ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যত বাণী করেছেন যে মুসলমানরা আরব উপদ্বীপ ইরান পারশ্য ও রূম বিজয় করবে এর পর তারা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে আর সেখানেও তারা বিজয় লাভ করবেঃ

عن نافع بن عتبة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله (رواه مسلم)

অর্থঃ "নাফে বিন উতবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে, সেখানে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন, অতঃপর পারস্যে যুদ্ধ করবে সেখানেও আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন, এরপর তোমরা রূমের সাথে যুদ্ধ করবে সেখানেও আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। এরপর তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে সেখানেও আল্লাহ্ তোমদেরকে বিজয়ী করবেন"। (মুসলিম)[145]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিসরা (ইরানের বাদশা) মারা গেছে, এরপর আর কোন কিসরা আসবে না, আর যখন কায়সার (রূমের বাদশা) মারা যাবে, এরপরও আর কোন কায়সার আসবে না। ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা এ উভয় দেশের ধন-ভান্ডারসমূহ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে"। (মুসলিম)[146]

---

[145] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

[146] - - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

মাসআলা-১১৬ঃ কিয়ামতের পূর্বে বাইতুল মাকদেস ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হবে এরপর তুরকী বিজয় হবে এর পর পরই দাজ্জালের আগমন ঘটবে (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)ঃ

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب و خراب يثرب خروج الملحمة و خروج الملحمة فتح قسطنطينية و فتح قسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذه الذى حدثه او منكبه ثم قال ان هذا لحق كما انك هاهنا او كما انك قاعد يعنى معاذ بن جبل (رواه ابوداود)

অর্থঃ "মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ বাইতুল মাকদেস আবাদ হওয়া মদীনা অনাবাদীর কারণ, আর মদীনা অনাবাদী হওয়ায় যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হবে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কুসতুনতুনিয়া(ইস্তামবুল)বিজয় হবে, ইস্তামবুল বিজয়ের পর দাজ্জালের আগমন ঘটবে। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)স্বীয় হাত মোয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর রানে বা কাঁধে মারলেন আর বললেনঃ একথা এত সত্য যেমন এখন এখানে তোমার উপস্থিতি সত্য, বা যেমন এখানে তোমার বসা সত্য"। (আবুদাউদ)[147]

মাসআলা-১১৭ঃ কোন এক যুদ্ধে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা মিলে তাদের সম্মিলিত দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং এতে তারা বিজয়ী হবে বিজয়ের পর খ্রিস্টানরা তাদের ক্রুসেডের আকীদার অন্ধত্বের ফলে ওয়াদা ভঙ্গ করবে এবং পরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে তুমুল লড়াই হবে এতে সমস্ত মুসলমান শহীদ হয়ে যাবেঃ

عن ذى مخبر رضى الله عنه رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدو من ورائكم فتنصرون و تغنمون و تسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذى تلول فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم و تجمع للملحمة (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ "যিমাখবার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একজন সাহাবী ছিল, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ তোমরা রূমের (খ্রিস্টানদের)সাথে সন্ধি করবে এবং তোমরা উভয়ে মিলে কোন

---

147 - কিতাবুল মালাহেম,বাব ফি ইমারতিল মালাহেম।

দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আর সেখানে তোমাদের বিজয় হবে, গণীমতের মাল হাসিল করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। এরপর তোমরা এক পাহাড়ী অঞ্চলে তাবু ফেলবে, সেখানে এক খ্রিস্টান ক্রুস উত্তলন করে বলবেঃ ক্রুসেডের বিজয় হয়েছে, একথা শুনে মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি রাগান্বিত হবে এবং ঐ খ্রিস্টানকে মারবে। এতে রূমবাসীরা ওয়াদা ভঙ্গ করে অন্যান্য খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, আর মুসলমানরা একাএকী হয়ে যাবে এবং সেখানে তারা শাহাদাতবরণ করবে।" (আবুদাউদ)[148]

عن حسان بن عطية رضى الله عنه بهذا الحديث و زاد فيه ويثور المسلمون الى اسلحتهم فيقتلون فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة (رواه ابو داود)

অর্থঃ "হাস্সান বিন আতিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসের অনুরূপই তবে সেখানে আরো অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, (খ্রিস্টানরা ওয়াদা ভঙ্গ করার পর যখন যুদ্ধ করার জন্য স্বীয় মতালম্বীদেরকে একত্রিত করবে, তখন মুসলমানরা তাড়াতাড়ি তাদের হাতীয়ার প্রস্তুত করবে এবং খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করবে এতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাহাদাত দিবেন।" (আবুদাউদ)[149]

মাসআলা-১১৮ঃ খ্রিস্টনরা এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য জমা করবেঃ

عن عوف بن مالك الاشجعى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون بينكم و بين بنى الاصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون اليكم فى ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر الفا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আওফ বিন মালেক আশজায়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এরপর তোমাদের মাঝে ও হলুদ বর্ণবাদীদের সাথে (রূমবাসীদের) সন্ধি হবে, রূমবাসীরা তোমাদের সাথে গাদ্দারী করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে ৮০টি পতাকা (রাষ্ট্র) সৈন্য নিয়ে আসবে, প্রত্যেক পতাকা তলে ১২ হাজার লোক থাকবে।" (ইবনে মাযা)[150]

---

[148] -কিতাবুল মালাহেম,বাব মাইয়ুজকারু মিন মালাহেমিরূম।

[149] -কিতাবুল মালাহেম,বাব মা ইয়াকুরনু মিন মালাহেমির রূম (৩/৩৬০৮)

[150] -কিতাবুল ফিতান,বাব আশরাতুস্সায়া(২/৩২৬৭)

মাসআলা-১১৯ঃ সিরিয়ার আ'মাক বা দাবেক নামক স্থানে রূমীয় খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হবে এবং এতে মুসলমানরা বিজয়ী হবে এ যুদ্ধের পর ইস্তামবুল (তুর্কী) বিজয় হবে এরপরই দাজ্জাল আসবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتقوم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق او بدابق فيخرج اليهم جيش من المدينة من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا و بين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلى بينكم وبين اخوننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لايتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون ابدا فيفتتحون قسطنطينية فبيناهم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم فى اهليكم فيخرجون وذلك باطل فاذا جاء والشام خرج الدجال (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, রূমী সৈন্যরা আ'মাক বা দাবেকে তাবু না ফেলবে। এর পর মদীনা থেকে একটি সৈন্য দল রূমীদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হবে, তারা হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, যখন উভয় পক্ষ মোখামুখী হবে তখন রূমীরা মুসলমানদেরকে বলবেঃ তোমরা সিরিয়ার সৈন্যদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, তারা আমাদের নারী পুরুষদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখে ছিল, অতএব আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করব, মদীনার মুসলমানরা বলবেঃ আল্লাহ্র কসম! আমরা আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের সাথে একা ছেড়ে দিব না, তখন উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হবে এবং তাতে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করবে, আল্লাহ্ কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না, এক তৃতীয়াংশ সৈন্য মারা যাবে, তারা আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করবে, আর এক তৃতীয়াংশ বিজয় লাভ করবে এবং এ এক তৃতীয়াংশ যোদ্ধা কখনো ফিতনায় পতিত হবে না। এ বিজয়ের পর মুসলমান সৈন্যরা ইস্তামবুল বিজয় করবে, তারা বিজয় লাভের পর স্বীয় তরবারী যাইতুন বৃক্ষে ঝুলিয়ে গনিমতের মাল বন্টন করতে থাকবে, এমতাবস্থায় শুনতে পাবে যে শয়তান চিল্লিয়ে বলতেছে যে, তোমাদের পরিবার পরিজনদের ওপর দাজ্জাল আক্রমন করছে, তখন মুসলমানরা ইস্তামবুল ছেড়ে পালাবে, পরে তারা বুঝতে পারবে যে এ সংবাদ মিথ্যা সংবাদ ছিল, কিন্তু তারা সিরিয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে দাজ্জাল বের হবে"। (মুসলিম)[151]

[151] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্সায়া

মাসআলা-১২০ঃ ইস্তামবুল শহর বিনা রক্তপাতে তাকবীর ধ্বনীতে বিজয় লাভ করবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها فى البحر قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بنى اسحاق فاذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا اله الا الله والله اكبر فيسقط احد جانبيها ثم يقول الثانية لا اله الا الله والله اكبر فيفرج لهم فيد خلو نها فيغنموا فبيناهم يقسمون الغنائم اذا جاء هم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ তোমরা কি এমন একটি শরের কথা শুনেছ, যার এক প্রান্তে স্থল, আর অপর প্রান্তে সুমদ্র? সাহাবাগণ বললঃ হাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তা চিনি,(ইস্ত ামবুল)। তিনি বললেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না বনি ইসহাকের সত্তর হাজার লোক তাদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তারা এসে তাবু ফেলবে কিন্তু কোন হাতীয়ার দিয়ে যুদ্ধ করবে না, বরং তারা বলবেঃ লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, তাতে শহরের বাউন্ডারির এক অংশ পড়ে যাবে, অতপর দ্বিতীয় বার যখন বলবেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, তখন অপর প্রান্তের দেয়াল পড়ে যাবে, এরপর তৃতীয়বার যখন তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলবে, তখন মুসলমানদের জন্য শহরের সমস্ত পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর তারা শহরে প্রবেশ করবে এবং গনীমতের মাল হাসিল করবে, যখন তারা গনীমতের মাল বন্টন করতে থাকবে তখন হটাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পাবে " দাজ্জাল এসে গেছে" তখন মুসলমানরা সব কিছু রেখে দিয়ে ঐ দিকে ছুটে চলবে" । (মুসলিম)[152]

মাসআলা-১২১ঃ দাজ্জালের আগমনের পূর্বে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে চার দিন রক্তক্ষয়ী লড়াই চলবে প্রথম তিনদিন মুসলমানদের পরাজয় ও খ্রিস্টানদের বিজয় হবে চতুর্থ দিন আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে বিজয় দিবেন এবং খ্রিস্টানদের পরাজয় হবেঃ

মাসআলা-১২২ঃ এ যুদ্ধ এত রক্তক্ষয়ী হবে যে এ ধরণের যুদ্ধ ইতিপূর্বে কেউ কোন দিন দেখে নাই এতে ৯৯ ভাগ লোক মারা যাবেঃ

মাসআল-১২৩ঃ এ যুদ্ধের পর পরই দাজ্জালের আগমন ঘটবে যার সংবাদ আনার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে দশ জন লোক ঘোড়ায় আরোহণ করে রওয়ানা হবেঃ

---

152 -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্ সায়া।

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا و نحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لاهل الاسلام و يجمع لهم اهل الاسلام قلت الروم تعنى قال نعم ! قال ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجعو الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب و تفنى الشرطة، ثم يشترط هؤلاء و هؤلاء كل غير غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفئ هؤلاء و هؤلاء كل غير غالب و تفنى الشرطة فاذا كان يوم الرابع نهد اليهم بقية اهل الاسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتلون مقتلة اما قال لا يرى مثلها واما قال لم ير مثلها حتى ان الطائر ليمر بجثمانهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الاب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم الا الرجل الواحد فباى غنيمة يفرح او اى ميراث يقاسم فبينهم كذالك اذ سمعوا بباس هو اكبر من ذلكم فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم فى ذراريهم فيرفضون ما فى ايديهم ويقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انى لاعرف اسماءهم و اسماء ابائهم والوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ او من خير فوارس على ظهر الارض يومئذ (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন হবে, না কারো গণীমতের মাল হাসিলের কোন আগ্রহ থাকবে। (যুদ্ধ সমূহে এত লোক মারা যাবে যে উত্তাধিকারী সম্পদ বা গণীমতের মাল নেয়ার মত কেউ থাকবে না) এর পর আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় হাত দিয়ে সিরিয়ার দিকে ইশারা করে বললেনঃ খ্রিস্টানরা এদিকে রূমের দিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হবে। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করল, দুশমন বলতে কি খ্রিস্টানরা? আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ হ্যাঁ। তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হবে, মুসলমানদের একটি দল শাহাদাত না হয় বিজয় এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে বের হবে এবং তাদে উভয় পক্ষের মাঝে তুমুল লড়াই হবে, এমন কি রাত হয়ে যাবে তখন উভয় পক্ষ হার জিত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সমস্ত সৈন্য নিহত হয়ে যাবে, পরের দিন মুসলমানদের আরেকটি দল শাহাদাত না হয় বিজয়, এ প্রতিজ্ঞা করে বের হবে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে; কিন্তু রাত হয়ে যাবে, তখন উভয় পক্ষ হার-জিত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দ্বিতীয়

দলটিরও সমস্ত সৈন্য মারা যাবে, তৃতীয় দিন মুসলমানদের আরো একটি দলকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাবে, যারা শাহাদাত না হয় বিজয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বের হবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে পরে উভয় পক্ষ হার-জিত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে। মুসলমানদের তৃতীয় দলটিরও সমস্ত সৈন্য নিহত হবে, চতুর্থ দিন মুসলমানদের অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে, ঐ দিন আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে কাফেরদের ওপর বিজয়ী করবেন।

ঐদিন এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে যা ইতি পূর্বে কেউ কখনো দেখে নাই, আর না এরপরে দেখতে পাবে। মৃতের সংখ্যা এত অধিক হবে যে, কোন পাখী লাশের ওপর দিয়ে উড়তে শুরু করলে উড়তে উড়তে সে মরে যাবে; কিন্তু লাশ শেষ হবে না। এক লোকের একশ ছেলে থাকলে তাদের মধ্যে শুধু একজন বেঁচে থাকবে, অর্থাৎ ৯৯ভাগ লোক মারা যাবে। এমতাবস্থায় গণীমতের মাল কার মাঝে বণ্টন করা হবে, আর কেই বা উত্তরাধিকারী সম্পদের ভাগ নিবে? এমনি মূহূর্তে মুসলমানরা এ বিপদের চেয়েও আরো বড় বিপদের সংবাদ পাবে, যে তাদের পরিবার পরিজনদের মাঝে দাজ্জাল চলে এসেছে। একথা শুনামাত্র তারা তাদের নিকট যা কিছু ছিল সব কিছু রেখে সেদিকে চলে যাবে। দশ জন আরোহীকে সংবাদ নেয়ার জন্য পাঠানো হবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি ঐ দশ জন এবং তাদের ঘোড়া ও তাদের পিতার নাম ও তাদের ঘোড়ার রং ও জানি তারা তৎকালিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আরোহী হবে।" (মুসলিম)[153]

মাসআলা-১২৪ঃ ছোট চোখ লাল চেহারা মোটা ও চেপ্টা নাক বিশিষ্ট তুরকদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ করবেঃ

মাসআলা- ১২৫ঃ পশমী জুতা ও পশমী পোশাক পরিহিতদের সাথেও মুসলমানরা যুদ্ধ করবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الاعين حمر الوجوه ذلف الانوف كان وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা ছোট চোখ, লাল চেহারা মোটা ও চেপ্টা নাখ, আর চেহারা চামড়ার ঢালের ন্যায় মুখমন্ডল বিশিষ্ট লোকদের

153 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

সাথে যুদ্ধ করবে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না তোমরা পশমী জুতা পরিহিতদের সাথে যুদ্ধ না করবে"। (বোখারী)[154]

মাসআলা-১২৬ঃ তুর্কী ও হাবসীদের সাথে যুদ্ধ শুরু না করার নির্দেশঃ

عن رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال دعوا الحبشة ما و دعوكم واتركوا الترك ما تركوكم (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীদের মধ্যে একজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ঃ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলছেনঃ হাবসাবাসীদেরকে ছেড়ে দাও (তাদের সাথে যুদ্ধ শুর করবে না) যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। এবং তুর্কীদেরকেও ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা তোমাদেরকে ছেড়ে দেয় (তাদের সাথেও যুদ্ধ শুরু করবে না)"। (আবুদাউদ)[155]

মাসআলা-১২৭ঃ কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত বড় বড় যুদ্ধ সমূহে দামেশকের এক ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عهليه وسلم اذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالى (من دمشق) هم اكرم العرب فرسا و اجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين (رواه ابن ماجة و الحاكم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হবে, তখন দামেশক থেকে এক অনারব ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যে সর্বাগ্রে ঘোড়ায় আরোহণ করবে, আর তার সাথে থাকবে অত্যাধুনিক হাতিয়ার, আল্লাহ্ তার মাধ্যমে স্বীয় দ্বীনের কাজ করাবেন" ।(ইবনে মাযা, হাকেম)[156]

***

154 -কিতাবুল জিহাদ,বাব কিতাললুত্তুরক।

155 - কিতাবুল মালাহেম,বাব ফি নাহি আন তাহিজি তুরক ওয়াল হাবাসা (৩/৩৬১৫)

156 - আলবানী লিখিতসিলসিলা আহাদিস সহীহা,খঃ৬,হাদীস নং-২৭৭৭।

ظهور المهدى

মাহ্দীর আগমন

মাসআলা-১২৮ঃ কিয়ামতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশের এক ব্যক্তি আরবদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেঃ

عن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطئ اسمه واسمى (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আরবদের বাদশা আমার বংশের এক ব্যক্তি হবে, আর তার নাম ও আমার নামের অনুরূপ হবে।" (তিরমিযী)[157]

عن ام سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمة (رواه ابوداود)

অর্থঃ "উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ মাহ্দী আমার বংশ এবং ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সন্তানদের অর্ন্তভুক্ত হবে।" (আবুদাউদ)[158]

মাসআলা-১২৯ঃ ইমাম মাহ্দীর নাম হবে মোহাম্মাদ পিতার নাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিতার নামের অনুরূপ হবেঃ

عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا الا يوما قال زائدة لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا منى او من اهل بيتى يواطئ اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابى (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃকিয়ামত হতে যদি এক দিনও বাকী থাকে, তাহলে আল্লাহ্ ঐ দিনটিকে এত লম্বা করবেন যে, সেখানে আমার বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নায়ক করবেন, তার নাম

---

[157] -আবওয়াবুল ফিতান,বাব মাযায়া ফিল মাহ্দী(২/১৮১৮)

[158] - কিতাবুল ফিতান,বাব মাহ্দী (৩/৩৬০৩)

আমার নামের অনুরূপ হবে, আর তার পিতার নাম আমার পিতার নামের অনুরূপ হবে।" (আবুদাউদ)[159]

মাসআলা-১৩০ঃ ক্ষমতাশীল খলীফার মৃত্যুর পর খলীফা নির্বচন নিয়ে মতভেদ হবে শেষে ইমাম মাহদী (মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্র) হাতে বাইআতের ব্যাপারে লোকেরা একমত হবেঃ

মাসআলা-১৩১ঃ মসজিদ হারামে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝে লোকেরা তার হাতে বাইয়াত করবেঃ

মাসআলা-১৩২ঃ ইমাম মাহদীর বাইয়াতকে ষড়যন্ত্র মনে করে তা প্রতিহত করার জন্য আগত সেনাদল বাইদা নামক স্থানে ধসে যাবে ইমাম মাহদীর এ কারামত দেখে ইরাক ও সিরিয়ার বড় বড় উলামাগণ দলে দলে ইমাম সাহেবের হাতে বাইয়াতের জন্য মক্কায় পৌঁছতে শুরু করবেঃ

عن ام سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من بنى هاشم فيأتى مكة فيستخرجه الناس من بيته بين الركن والمقام فيجهز اليه جيش من الشام حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم فأتيه عصائب العراق وابدال الشام (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ক্ষমতাশীল খলীফার মৃত্যুর পর, খলীফা নির্বাচনে লোকদের মধ্যে মতভেদ শুরু হবে, এমতাবস্থায় হাশেম বংশ থেকে এক লোক বের হয়ে, মক্কায় আসবে, লোকেরা তাকে তার ঘর থেকে বের করে তাকে হাজার আসওয়াদ ও মাকাম ইবরাহিমের মাঝে নিয়ে এসে, তার হাতে বাইয়াত করবে, সিরিয়া থেকে একদল সৈন্য মক্কা আক্রমণের জন্য আসবে, তারা বাইদা নামক স্থানে পৌঁছার পর তাদেরকে ধসিয়ে দেয়া হবে। এরপর ইরাক ও সিরিয়া থেকে বড় বড় ওলামাগণ ইমাম মাহদীর হাতে বাঈয়াত গ্রহণের জন্য আসতে থাকবে"। (ত্বাবারানী)[160]

মাসআলা-১৩৩ঃ বাইয়াত গ্রহণের পর ইমাম মাহদী নিজের সাথীদেরকে নিয়ে বাইতুল্লায় প্রবেশ করবেনঃ

---

159 - কিতাবুল ফিতান,বাব মাহদী (৩/৩৬০১)।

160 - মাজমাউয্যাওয়ায়েদ, কিতাবুল ফিতান,বাব মাযায়া ফিল মাহদী (৭/১২৩৯৯)

মাসআলা-১৩৪ঃ প্রথমে তার অনুসারী ও হাতীয়ার কম থাকবে এবং তারা কারো সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি পাবে না; কিন্তু আল্লাহ্ শত্রুদেরকে ধসের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করবেনঃ

عن حفصة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعنى الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث اليهم جيش حتى اذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم (رواه مسلم)

অর্থঃ "হাফসা (রাযিয়াল্লাহ্ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কা'বায় এমন কিছু লোক আশ্রয় গ্রহণ করবে, যাদের হাতে শত্রু মোকাবেলা করার মত কোন কিছু থাকবে না, তাদের সংখ্যাও কম হবে, আর তাদের হাতীয়ার ও থাকবে কম, একটি সেনাদল তাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য বাইদা নামক স্থানে পৌছলে, সেখানে তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হবে।" (মুসলিম)[161]

মাসআলা-১৩৫ঃ বাইদা নামক স্থনে ধসে যাওয়া সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন বেঁচে যাবে সে ফিরে গিয়ে সরকারকে এ সংবাদ জানাবেঃ

عن حفصة رضى الله عنها انها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى اذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باوسطهم وينادى اولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى الا الشريد الذى يخبر عنهم (رواه مسلم)

অর্থঃ "হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেনঃ একটি সৈন্যদল বাইতুল্লায় আক্রমন করার উদ্দেশ্যে, যখন বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তাদের সামনের লোকেরা মাটিতে ধসে যাবে, তখন সামনের লোকেরা পিছনের লোকদেরকে ডাকবে, যেন তারা তাদেরকে সাহায্য করে, কিন্তু শেষে সবাই জমিনে ধসে যাবে। তবে তাদের মধ্যে শুধু একজন বেঁচে থাকবে, সে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে সংবাদ দিবে।" (মুসলিম)[162]

মাসআলা-১৩৬ঃ ইমাম মাহদীর খেলাফত এবং রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কর্মকান্ড এক রাতের মধ্যে চালু হয়ে যাবেঃ

---

161 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্ সায়া।

162 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া।

عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیلة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মাহদী আমার বংশ থেকে আসবে, আল্লাহ্ এক রাতে তার খেলাফতের ব্যবস্থা করে দিবেন"। (ইবনে মাযা)[163]

মাসআলা-১৩৭ঃ ইমাম মাহদী সাত বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করবেনঃ

মাসআলা-১৩৮ঃ ইমাম মাহদী প্রশস্ত কপাল ও উঁচু নাক বিশিষ্ট হবেঃ

মাসআলা-১৩৯ঃ ইমাম মাহদী তার শাসনামলে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করবেনঃ

عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المهدی منی اجلی الجبهة اقنی الانف یملاء الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا وظلما یملك سبع سنین (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মাহদী আমার বংশের, তার কপাল প্রশস্ত হবে, নাক উঁচু হবে, সে পৃথিবীতে ন্যায় পরায়ণতা এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, যেমন তা যুলম ও অন্যায়ে ভরপুর ছিল। সে সাত বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।" (আবুদাউদ)[164]

মাসআলা-১৪০ঃ ইমাম মাহদীর সময় ধন-সম্পদ এত অধিক পরিমাণে হবে যে সে সাধারণ মানুষের মাঝে বেহিসাব ধন-সম্পদ বন্টন করবেঃ

عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفة یقسم المال ولا یعده (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানায় এমন এক খলীফা হবে যে, বে-হিসাব সম্পদ বন্টন করবে।" (মুসলিম)[165]

---

[163] - কিতাবুল ফিতান,বাব খুরুজুল মাহদী (২/৩৩০০)

[164] - কিতাবুল ফিতান,বাব মাহদী (৩/৩৬০৪)

[165] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া।

মাসআলা-১৪১ঃ ইমাম মাহদী ফজরের নামায পড়াতে শুরু করবে এমতাবস্থায় ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করে ইমাম মাহ্দীর ইমামতীতে নামায আদায় করবেঃ

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه بقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول: اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة (رواه مسلم)

অর্থঃ "জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যখন ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, তখন মুসলমানদের আমীর ঈসা (আঃ) কে বলবেঃ আপনি আমদের ইমামতী করুন, তিনি বলবেনঃনা তোমরাই তোমাদের ইমামতী কর। আর এটাই হল এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া সম্মান।" (মুসলিম)[166]

নোটঃ ঈসা (আঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত হয়ে আসা উম্মত মোহাম্মাদীর জন্য এটা বড় সম্মান।

মাসআলা-১৪২ঃ ইমাম মাহদী সম্পর্কে দুটি দুর্বল হাদীসঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من خرسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بايلياء (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ খোরাসান থেকে কাল পতাকাবহি লোক বের হবে, আর এপতাকা বাইতুল মাকদেসে স্থাপন করা থেকে কেউ তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না।" (তিরমিযী)[167]

নোটঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং আবদুর রহমান মোবারকপুরী, এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। (নাসিরুদ্দীন আলবানী লিখিত তিরমিযী হাদীস নং ৩৫৯। আবদুর রহমান মোবারকপুরী লিখিত তোহফাতুল আহওয়াযী খঃ৬, পৃঃ ৪৬২)

---

166 - কিতাবুল ঈমামান বাব বায়ান নুযুল ঈসা ইবনে মারইয়াম।

167 - বাব ফি তাফাবুতিল আ'মাল।

عن الحارث بن جزء الزبيدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من المشرق فيؤطئون للمهدى(رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "হারেস বিন যুয আয যুবাইদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ পূর্ব দিক থেকে কিছু লোক বের হবে এবং মাহদীর শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করবে।" (ইবনে মাযা)[168]

নোটঃ নাসীরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন,যয়ীফ সুনান ইবনে মাযা, হাদীস নং-৮৮৯। ডঃ বাশ্শার আওয়াদ ও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, তোহফাতুল আশরাফ হাদীস নং ৪/৩০৭।

***

ظهور مسيح الدجال
মাসীহুদ্দাজ্জালের আগমন

মাসআলা-১৪৩ঃ কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালের আগম ঘটবেঃ

নোটঃএ সংক্রান্ত হাদীসটি ২১৩নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৪৪ঃ দাজ্জাল সর্বপ্রথম ইরানের খোরাসান থেকে বের হবেঃ

عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خرسان يتبعه اقوام مان وجوههم المجان المطرقة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেনঃ দাজ্জাল পূর্বদিকের একটি স্থান থেকে বের হবে, ঐ স্থানটিকে বলা হবে খোরাসান, চামড়ার ঢালের ন্যায় চেহারা বিশিষ্ট লোকেরা তার অনুসরণ করবে।" (ইবনে মাযা)[169]

মাসআলা-১৪৫ঃ দাজ্জালের আগম এমন এক সময়ে হবে যখন লোকেরা তার ব্যাপারে একেবারেই গাফেল হয়ে যাবেঃ

---

[168] -কিতাবুল ফিতান বাব খুরুজুল মাহদী।

[169] -কিতাবুল ফিতান,বাব ফিতনাতুদাজ্জার ওয়া খুরুজু ঈসা ইবনে মারইয়াম। (২/৩২৯১)

عن صعب بن جثامة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يجهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمة ذكره على المنابر (رواه احمد)

অর্থঃ "সা'ব বিন জুসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ দাজ্জাল ঐ সময় আসবে যখন লোকেরা তার ব্যাপারে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে, এমন কি ইমামরাও মসজিদসমূহে তার কথা আলোচনা করার কথা ভুলে যাবে" ।(আহমদ)[170]

মাসআলা-১৪৬ঃ দাজ্জাল কোন বিষয়ে রাগান্বিত হওয়ার কারণে তার আগমন ঘটবেঃ

عن حفصة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه (رواه مسلم)

অর্থঃ "হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের মানুষের সামনে আগমনের প্রথম কারণ হবে, কোন বিষয়ে সে রাগ করা" । (মুসলিম)[171]

***

---

170 - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ২,হাদীস নং-(২২৯)

171 - কিতাবুল ফিতান,বাব যিকর ইবন সাইয়াদ ।

اين الدجال
দাজ্জাল কোথায়?

মাসআলা-১৪৭ঃ ভারত মহাসাগরের কোন অপরিচিত দ্বীপে সে জিঞ্জীরাবদ্ধ আছেঃ

عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر العشاء الاخرة ذات ليلة ثم خرج فقال انه حبسنى حديث كان يحدثنيه تميم الدارى عن رجل كان فى جزيرة من جزائر البحر فاذا انا بامراة تجر شعرها قال ما انت؟ قالت انا الجساسة اذهب الى ذلك القصر فاتيته فاذا رجل يجر شعره مسلسل فى الاغلال ينزو فيما بين السماء والارض فقلت من انت ؟ قال انا الدجال خرج النبى الاميين بعد؟ قلت نعم! قال اطاعوه ام عصوه؟ قلت بل اطاعوه قال ذاك خير لهم (رواه ابوداود)

অর্থঃ "ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার নামাযে দেরী করে আসলেন এবং বললেনঃ আমাকে তামীম দারীর একথা গুলো আটকিয়ে দিয়ে ছিল, সে বলতে ছিল যে, সেনাকি কোন সমুদ্রের কোন দ্বীপে পৌছে গিয়েছিল, সেখানে তার সাথে এক মহিলার সাক্ষাত হল, মহিলা তার চুল টানতে ছিল, মহিলাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কে? সে উত্তরে বললঃ দাজ্জালের গুপ্ত চর, তুমি এদিকে আস, আমি ঐ ঘরে চলে গেলাম ওখানে আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি যে, তার চুল টানতে ছিল এবং সে জিঞ্জরাবদ্ধ ছিল, আকাশ ও যমিনের মাঝে উঠানামা করছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম কে তুমি? সে বললঃ আমি দাজ্জাল, এরপর দাজ্জাল জিজ্ঞেস করল উম্মি নবীর আগমন ঘটেছে? আমি তার উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ, সে জিজ্ঞেস করল লোকেরা কি তার অনুসরণ করেছে না নাফরমানী করেছে? আমি বলালমঃ না অনুসরণ করেছে। দাজ্জাল বললঃ এটা তাদের জন্য ভাল"। (আবুদাউদ)[172]

عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه فى بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو و اومأ بيده الى المشرق (رواه مسلم)

172 -কিতাবুল ফিতান;বাব ফিখাবরি জাসাসা(২/৩৬৩৬)

অর্থঃ "ফাতেমা বিনতে কাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সর্তক হও, দাজ্জাল সিরিয়া বা ইয়ামেনের সুমদ্রে আছে, (এর পর বললঃ) না বরং পূর্ব দিকে আছে, সে পূর্ব দিকে আছে, এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করল।" (মুসলিম)[173]

নোটঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে সিরিয়া, পরে ইয়ামেনের কোন সমুদ্রের কথা বলে পরক্ষণেই দৃঢ়তার সাথে পূর্ব দিকের কোন সমুদ্রের কথা বলেছেন এটা ছিল ওহীর ভিত্তিতে।

***

173 - কিতাবুল মালাহেম,বাব কিস্‌সাতুল জাসাসা।

من هو الدجال

দাজ্জাল কে?

মাসআলা-১৪৮ঃ মদীনার ইহুদী বংশধর "সাফ" দাজ্জাল যে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরে মোরতাদ হয়ে গেছেঃ

মাসআলা-১৪৯ঃ সাফের উপনাম ইবনে সাইয়াদ বা ইবনে সায়েদঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال لى ابن صائد فاخذتنى منه ذمامة هذا عذرت الناس مالى ولكم يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الم يقل نبى الله صلى الله عليه وسلم انه يهودى وقد حججت قال فما زال حتى كاد ان يأخذنى قوله قال فقال اما والله انى لاعلم الان حيث هو اعرف اباه امه قال و قيل له اليس انك ذاك الرجل قال فقال لو عرض على ما كرهت (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইবনে সায়েদ আমাকে কিছু কথা বললঃ যে কারণে আমার লজ্জা লেগেছে, সে বললঃ যে আমি আমার ব্যাপারে লোকদেরকে বলেছি যে, আমি দাজ্জাল নই; কিন্তু হে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরা সাহাবাগণ ! তোমরা কি আমার ব্যাপারে জাননা, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদেরকে বলে নাই, যে দাজ্জাল ইহুদী হবে কিন্তু আমিতো মুসলমান, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ দাজ্জালের সন্তান থাকবে না, আমার সন্তান আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন দাজ্জালের জন্য মক্কায় প্রবেশ হারাম, আমিতো হজ্জ করেছি। সে এমন কথা বলতে ছিল আমি প্রায় তা বিশ্বাস করে নিয়ে ছিলাম, কিন্তু সাথে সাথেই সে বললঃ আল্লাহ্র কসম! আমি ভাল করে জানি যে এসময় দাজ্জাল কোথায় আছে, তার পিতা-মাতাকেও আমি চিনি। লোকেরা ইবনে সায়েদকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি পছন্দ কর যে তুমিই দাজ্জাল, সে বললঃ যদি আমাকে বানানো হয় তাহলে আমি তা অপছন্দ করব না।" (মুসলিম)[174]

عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبى صلى الله

[174] -কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর ইবন সাইয়াদ।

عليه وسلم تربت يداك اتشهد انى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بل تشهد انى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضى الله عنه ذرنى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن الذى ترى فلن تستطيع قتله (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বাচ্চাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, আর তাদের মধ্যে ইবনে সাইয়াদও ছিল। সমস্ত বাচ্চারা চলে গেল; কিন্তু ইবনে সাইয়াদ বসেছিল, তিনি বিষয়টি ভাল চোখে দেখলেন না, তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার হাত ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, তুমি কি এ সাক্ষ্য দিচ্ছ যে আমি আল্লাহ্র রাসূল? সে বললঃ না, এরপর ইবনে সাইয়াদ বললঃ তুমি কি এ সাক্ষ দাও যে আমি আল্লাহ্র রাসূল? সে বললঃ না। এরপর ইবনে সাইয়াদ বলতে লাগল তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ যদি সে ঐ ব্যক্তি হয় যার ব্যাপারে তুমি সন্দেহ করছ, (দাজ্জাল) তাহলে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যদি সে অন্য কেউ হয়, তাহলে তাকে কতল করার মধ্যে কোন ফায়দা নেই।" (মুসলিম)[175]

নোটঃ উলামাদের বিশ্লেষণ মতে ইবনে সাইয়াদ ঐ দাজ্জাল যাকে ফেরেশ্তাগণ কোন দ্বীপে আটকিয়ে রেখেছেন, কিয়ামতের পূর্বে সে আত্মপ্রকাশ করবে। যদিও সে মাদীনায় জন্মগ্রহণ করেছে এবং মক্কায় হজ্জ করেছে; কিন্তু পরে সে মোরতাদ হয়ে গেছে, যখন সে ফেতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আসবে তখন মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যা পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন"।

***

[175] - -কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর ইবন সাইয়াদ।

حلية الدجال

দাজ্জালের আকৃতি

মাসআলা-১৫০ঃ দাজ্জালের এক চোখ অন্ধ হবে আর তার মাথার চুল থাকবে কোঁকড়ানো সে লাল বর্ণের হবে তার শরীর হবে মোটাঃ

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم اطوف بالكعبة فاذا رجل آدم سبط الشعرينطف او يهراق رأسه ماء قلت من هذا قالوا ابن مريم ثم ذهبت التفت فاذا رجل جسيم احمر جعد الرأس اعور العين كان عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال (رواه البخارى)

অর্থঃ "ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বা ঘর তাওয়াফ করছি, হঠাৎ করে দেখতে পেলাম এক জন কল বর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি, চুলগুলো সোজা, তার চুল দিয়ে পানি ঝরছিল মনে হচ্ছিল যেন এখনই গোসল করে এসেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কে? তারা বললঃ ঈসা (আঃ) এর পর আমি অন্য দিকে তাকিয়ে এক জন লাল বর্ণের মোটা লোক দেখতে পেলাম, যার মাথার চুল গুল ছিল কোকড়ানো, চোখ অন্ধ, দেখে মনে হচ্ছিল কোন ফুলা আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কে? তারা বললঃ দাজ্জাল"। (বোখারী)[১৭৬]

মাসআলা-১৫১ঃ দাজ্জালের উভয় চোখের মাঝে কাফের লিখা থাকবেঃ

عن انس رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ما بعث نبى الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر (رواه البخارى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এমন কোন নবী আসে নাই যে, তার উম্মতদেরকে মিথ্যা অন্ধ থেকে সতর্ক করে নাই, সাবধান সে অন্ধ; কিন্তু তোমাদের রব অন্ধ নয়। আর দাজ্জালের উভয় চোখের মাঝে লিখা থাকবে কাফের।" (বোখারী)[১৭৭]

মাসআলা -১৫২ঃ দাজ্জালের মাথায় প্রচুর চুল থাকবেঃ

---

176 - কিতাবুল ফিতান বাব যিকর দাজ্জাল।

177 - কিতাবুল ফিতান বাব যিকর দাজ্জাল।

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال اعور عين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের বাম চোখ অন্ধ হবে, তার মাথায় প্রচুর চুল থাকবে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে, হুশিয়ার তার জাহান্নাম জান্নাত হবে, আর তার জান্নাত জাহান্নাম হবে।" (ইবনে মাযা)[178]

***

فتنة الدجال

দাজ্জালের ফিতনা

মাসআলা-১৫৩ঃ দাজ্জালের নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে মূলত তার জাহান্নাম হবে জান্নাত আর জান্নাত হবে জাহান্নামঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبلى قومه انه اعور وانه يجىء معه مثل الجنة والنار فالتى يقول انها الجنة هى النار (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কথা বলব না, যা ইতিপূর্বে কোন নবী তাঁর উম্মতদেরকে বলে নাই, আর তাহল দাজ্জাল অন্ধ হবে, আর সে তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে আসবে, তবে তার জান্নাত হবে জাহান্নাম আর জাহান্নম হবে জান্নাত।" (মুসলিম)[১৭৯]

عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الدجال ان معه ماء او نار فناره ماء بارد ومائه نار فلا تهلكوا (رواه مسلم)

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেনঃ তার সাথে পানি এবং আগুন থাকবে, মূলতঃ তার

---

[178] -কিতাবুল ফিতান বাব ফিতনাতুদ্দাজ্জাল ওয়া খুরুজু ঈসা ইবনে মারইয়াম।

[179] - কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর দাজ্জাল।

আগুন হবে ঠান্ডা পানি আর তার পানি হবে আগুন। হুশিয়ার নিজে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করবে না"(মুসলিম)[180]

মাসআলা-১৫৪ঃ দাজ্জালের নিকট পানি থাকবে যা মূলত আগুন হবে আর তার সাথে আগুন থাকবে যা মূলত মিষ্টি পানি হবেঃ

عن حذيفة رضى الله عنه قال اقال سول الله صلى الله عليه وسلم ان الدجال يخرج وان معه ماء ونار فاما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق واما الذى يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن ادرك ذلك منكم فليقع فى الذى يراه نار فانه ماء عذب طيب (رواه مسلم)

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জাল যখন আসবে তখন তার সাথে পানি এবং আগুন থাকবে, লোকেরা যা পানি মনে করবে মূলত তাহবে জলন্ত আগুন, আর লোকের যা আগুন মনে করবে তাহবে ঠান্ডা ও সুমিষ্টি পানি। অত এব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পাবে তার উচিত আগুনে প্রবেশ করা কেননা তাহবে সুমিষ্টি ও পবিত্র পানি।" (মুসলিম)[181]

মাসআলা-১৫৫ঃ দাজ্জালের নির্দেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে মাটি থেকে ঘাস ও ফসল উৎপন্ন হবে চতুষ্পদ প্রাণীরা আগের চেয়ে বেশি দুধ দিবেঃ

عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اسراعه فى الارض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجبون له فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرى واسبغه ضروعا وامده خواصر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شىء من اموالهم و يمر بالخربة فيقول لها اخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل (رواه مسلم)

অর্থঃ "নাওয়াস বিন সামআন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা দাজ্জালের কথা আলোচনা করছিলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! পৃথিবীতে তার ভ্রমন কত দ্রুত হবে? তিনি বললেনঃ ঐ মেঘের ন্যায় যাকে পিছন থেকে বাতাশ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। সে এক এলাকায় এসে এলাকাবাসীকে তার

---

[180] - কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর দাজ্জাল।

[181] - কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর দাজ্জাল।

প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিবে, তারা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তার কথা শুনবে, তখন সে আকাশকে নির্দেশ দিবে তখন বৃষ্টি হতে থাকবে । মাটিকে নির্দেশ দিবে তখন মাটি থেকে ফল ও ফসল উৎপন্ন হতে শুরু করবে। সন্ধার সময় লোকের তাদের চতুশ্পদ জন্তু নিয়ে মাঠ থেকে ফিরে আসবে, প্রাণীদের চুটি আগের চেয়ে উঁচু মনে হবে, স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে, রান মোটা হবে, এরপর সে অন্য এলাকায় যাবে তাদেরকেও তার প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিবে; কিন্তু তারা তার দাওয়াত কবুল করবে না, তখন দাজ্জাল সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাবে, আর তাদের ওপর তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তাদের নিকট তাদের সম্পদের কিছুই থাকবে না। দাজ্জাল কোন মরুভূমিতে চলে যাবে এবং জমিনকে নির্দেশ দিবে যে, তুমি তোমার ভান্ডারসমূহ উন্মুক্ত করে দাও। তখন যমিন এমনভাবে তার ভান্ডারসমূহ উন্মুক্ত করে দিবে যে, যেমন মৌচাকে মাছিরা বড় মাছির নিকট জমাট বেঁধে থাকে" ।(মুসলিম)[182]

মাসআলা-১৫৬ঃ দাজ্জালের আগমনের পর কারো আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা তার কোন কাজে আসবেনাঃ

عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجن لا ینفع نفسا ایمانھا خیرا طلوع الشمس من مغربھا والدجال و دابۃ الارض (رواہ مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তিনটি বিষয় প্রকাশ পাওয়ার পর যে ইতিপূর্বে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে নাই, তখন সে ঈমান আনলে, তা তরা কোন কাজে আসবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া। দাজ্জালের আগমন, দাব্বাতুল আরয (মাটিথেকে প্রাণীর আগমন"। (মুসলিম)[183]

***

---

182 - কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর দাজ্জাল।

183 - কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আয্যামন আল্লাযি লাইয়াকবালু ফিহি ল ঈমান।

شدة فتنة الدجال

দাজ্জালের কঠিন ফিতনা

মাসআলা-১৫৭ঃ আদম (আঃ) থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে বড় আর কোন ফিতনা হবে নাঃ

عن هشام ابن عامر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق ادم الى قيام الساعة خلق اكبر من الدجال (رواه مسلم)

অর্থঃ "হিশাম বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে, দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড় আর কোন ফিতনা হবে না"। (মুসলিম)[১৮৪]

মাসআলা-১৫৮ঃ দাজ্জালের ফিতানার ভয়ে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কাঁদতে ছিলেনঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكى فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الدجال فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج وانا فيكم كفيتموه وان يخرج بعدى فان ربكم ليس باعور (رواه احمد)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আমার নিকট আসলেন, আমি তখন কাঁদতে ছিলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদতেছ? আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ দাজ্জালের কথা স্মরণ হল, তাই আমি কাঁদতেছি। তিনি বললেনঃ যদি আমার বর্তমানে দাজ্জাল আসে, তাহলে তোমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমিই তার জন্য যথেষ্ট হব; কিন্তু যদি সে আমার পরে আসে তাহলে জেনে রাখ তোমাদের রব অন্ধ নয়।" (আহমদ)[185]

মাসআলা-১৫৯ঃ দাজ্জালের যামানা যারা পাবে তাদেরকে তার সামনা সামনি হওয়া থেকে সর্তক থাকার নির্দেশঃ

---

184 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া,বাব বাকিয়া মিন আহাদিস আদ্দাজ্জাল।

185 - মাজমাউয্যাওয়ায়েদ (৭/৬৫৬) কিতাবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফিদ্দাজ্জাল হাদীস নং-১২৫১২।

عن عمران بن حسين رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينا عنه فوالله ان الرجل ليأتيه وهو يحسب انه ممن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات او لما يبعث به من الشبهات (رواه ابوداود)

অর্থঃ "ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমন সম্পর্কে জানতে পারবে, সেযেন তার সামনে আসা থেকে দূরে থাকে, আল্লাহ্র কসম! যখন কোন ব্যক্তি তার সামনে আসবে সে মনে করবে যে, সে মুমেন ব্যক্তি, তাকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা দেখে লোকেরা তার কথা মানতে শুরু করবে।" (আবুদাউদ)[186]

মাসআলা-১৬০ঃদাজ্জালের ফেতনার ভয়ে মুসলমানরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবেঃ

عن ام شريك رضى الله عنها انها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال فى الجبال قالت ام شريك: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين العرب يومئذ؟ قال هم قليل (رواه مسلم)

অর্থঃ "উম্মু সুরাইক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেনঃ লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মু সুরাইক জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ দিন আরব মুসলমানরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেনঃ তারা সেদিন সংখ্যায় কম হবে।" (মুসলিম)[187]

মাসআলা-১৬১ঃ দাজ্জালের ফিতনা এত ব্যাপক হবে যে মক্কা ও মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন শহর তার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে নাঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد الا سيطاه الدجال الا مكة والمدينة وليس نقب من انقابها الا عليها الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج اليه منها كل كافر و منافق (رواه مسلم)

---

186 -কিতাবুল মালাহেম,বাব খুরুজুদ্দজ্জাল (২/৩৬২৯)

187 -কিতাবুল ফিতান বাব কিস্সাতুল জাসাসা।

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না, ফেরেশ্‌তাগণ মক্কা ও মদীনার রাস্তাসমূহে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং এ উভয় শহর সংরক্ষণ করবে। দাজ্জাল মদীনার নিকটে পৌছলে মদীনায় তিন বার ভূমিকম্প হবে, এতে মদীনার মুনাফেক ও কাফেররা সেখান থেকে বের হয়ে দাজ্জালের নিকট চলে আসবে"। (মুসলিম)[188]

***

مدة الفتنة

দাজ্জালের ফিতনার মেয়াদ

মাসআলা-১৬২ঃ আমাদের দিন রাতের হিসেবে দাজ্জালের ফিতনার মিয়াদ হবে একশ বছর দুই মাস দুই সপ্তাহঃ

عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فقال يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لبثه فى الارض؟ قال اربعون يوما يوم كسنة و يوم كشهر ويوم كجمعة و سائر ايامه كايامكم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذالك اليوم الذى كسنة اتكفينا فيه صلواة يوم قال لا؟ اقدروا له قدره (رواه مسلم)

অর্থঃ "নাওয়াস বিন সামআ'ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা দাজ্জালের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা অটল থাক আমি বললামঃ দাজ্জাল কত দিন পৃথিবীতে থাকবে? তিনি বললেনঃ চল্লিশ দিন, যার মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের ন্যায় হবে, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান হবে, তৃতীয় দিন এক সপ্তার সমান হবে। এর পর ৩৭ দিন তোমাদের সাভাবিক দিন ও রাতের ন্যায় হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), প্রথম দিন যা এক বছরের সমান হবে, সে সময় কি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ না, নিজেদের দিন রাত অনুমান করে নামায আদায় করবে।" (মুসলিম)[189]

***

---

188 - কিতাবুল ফিতান বাব কিস্‌সাতুল জাসাসা।

189 -কিতাবুল ফিতান বাব জিকর দাজ্জাল।

متبعو الدجال

দাজ্জালের ভক্তরাঃ

মাসআলা-১৬৩ঃ ইরানের ইস্পাহান শহরের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের ভক্ত হবেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود اصبهان سبعون الفا عليهم الطيالسة (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইরানের ইস্পাহান শহরের সত্তর হাজার ইহুদী কাল চাদর পরিহিত অবস্থায় দাজ্জালের সাথী হবে।" (মুসলিম)[190]

মাসআল-১৬৪ঃ মোটা ও প্রশস্ত চেহারা সম্পন্ন লোকেরা দাজ্জালের প্রতি ঈমান আনবেঃ

عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خرسان يتبعه اقوام كان وجوههم المجان المطرقة (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জাল পূর্ব দিকের এক স্থান থেকে আসবে, স্থানটির নাম খোরাসান, এক দল লোক তার অনুসরণ করবে, যাদের চেহারা হবে চামড়ার ঢালের ন্যায় (মোটা ও প্রশস্ত)" (তিরমিযী)[191]

মাসআলা-১৬৫ঃ কাফের ও মুনাফেকরাও দাজ্জালে অনুসরণ করবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৬১ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

[190] -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

[191] - আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া মিন আইনা ইয়াখরুজু দাজ্জাল (২/১৮২৪)

الجهاد على الدجال

দাজ্জালের বিরোদ্ধে যুদ্ধ

মাসআলা-১৬৬ঃ আকাশ থেকে আগমনের পর ঈসা (আঃ) মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে দাজ্জাল ও তার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবে তাতে মুসলমানদের বিজয় হবে আর দাজ্জাল ঈসা (আঃ) এর হাতে 'লুদ' নামক স্থানে নিহত হবেঃ

عن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات و نفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب له فيقتله (رواه مسلم)

অর্থঃ "সামআ'ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন আল্লাহ্ মাসিহ ইবনে মারইয়াম কে পাঠাবেন, তখন তিনি দিমাশকের পূর্ব দিকে মসজিদের সাদা মিনারার নিকট নিজের দু'হাত দু'ফেরেশ্তার কাঁধে রেখে আসবে, যখন ঈসা (আঃ) তাঁর মাথা নাড়বেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানি পড়বে, যখন তিনি তাঁর মাথা উঠাবেন তখন চাঁদির মুতির ন্যায় সাদা সাদা বিন্দু তাঁর মাথায় চমকাবে, তাঁর নিঃশ্বাস যে কাফেরের গায়ে পড়বে তারা মরে যাবে। ঈসা (আঃ) এর নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া ততদূর পর্যন্ত থাকবে যতদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পড়বে। আকাশ থেকে অবতরণের পর ঈসা (আঃ) দাজ্জাকে খুঁজবেন এবং লুদ নামক স্থানে তাকে তিনি হত্যা করবেন"। (মুসলিম)[192]

মাসআলা-১৬৭ঃ দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানরা 'সাওতা' নামক স্থানে তাবু স্থাপন করবেঃ

عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال ان فسطاط المسلمين يوم الملحمة، بالغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, মুসলমানরা দিমাশকের

192 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

নিকটবর্তী গাওতা নামক স্থানে তাবু স্থাপন করবে, আর দিমাশক সিরিয়ার নগরীসমূহের মধ্যে উত্তম নগরী" ।(আবুদাউদ)[193]

মাসআলা-১৬৮ঃ ঈসা (আঃ) নিজে দাজ্জালকে স্বীয় তীর দিয়ে হত্যা করবেনঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فينزل عيسى ابن مريم فامهم فاذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء فلو تركه لا نذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه فى حربته (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ঈসা (আঃ) আগমন করার পর মুসলমানদের নামাযে ইমামতি করবেন, এর পর যখন আল্লাহ্র দুশমন দাজ্জাল ঈসা (আঃ) কে দেখবে, তখন সে এমনভাবে মিশে যেতে থাকবে যেমন লবন পানিতে মিশে যায়, ঈসা (আঃ) যদি তাকে ছেড়েও দেন তবুও সে মারা যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাকে ঈসা (আঃ) এর হাতে হত্যা করাবেন। আর ঈসা (আঃ) স্বীয় তীরে দাজ্জালের রক্ত লোকদেরকে দেখাবেন"। (মুসলিম)[194]

মাসআলা-১৬৯ঃ জর্ডান সাগরের নিকটও দাজ্জালের সাথে ঈমানদারদের যুদ্ধ হবেঃ

عن نهيك بن صريم السكونى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الاردن انتم شرقية وهم غربية (رواه الطبرانى والبزار)

অর্থঃ "নুহাইক বিন সুরাইম আস্‌সাকুনী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা মুশরেকদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমন কি তোমাদের পরবর্তী লোকেরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। জর্ডান সাগরের পূর্ব তীরে তোমরা অবস্থান করবে, আর দাজ্জালের সৈন্যরা থাকবে পশ্চিম তীরে"। (ত্বাবারানী)[195]

মাসআল-১৭০ঃ দাজ্জাল বিরোধী যুদ্ধে একজন ইহুদীও বেঁচে থাকবে না এমনকি কোন পাথর বা গাছের আড়ালে যদি কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকে তাহলে ঐ পাথর বা গাছ বলতে থাকবে যে হে মুসলিম আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে তাকে হত্যা করঃ

---

193 -কিতাবুল মালাহেম,বাব ফিল মা'কাল মিনাল মালাহেম (৩/৩৬১১)

194 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

195 -মাজমাউয্‌যাওয়ায়েদ,(৭/৬৬৮) কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-১২৫৪২।

عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تقوم الساعة حتی يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتی يختبی اليهود من وراء الحجر او الشجر فيقول الحجر و الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودی خلفی فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, মুসলমান ইহুদীদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ না করবে এবং সেখানে মুসলমানরা ইহুদীদেরকে হত্যা করবে, এমনকি কোন ইহুদী যদি কোন পাথর বা গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয়, তাহলে সে পাথর বা গাছ বলতে থাকবে যে, হে মুসলিম হে আল্লাহ্র বান্দা, আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে আস তাকে হত্যা কর, তিনি বললেনঃ তবে গারকাদ নামক বৃক্ষ তা বলবে না কেননা এটা ইহুদীদের পক্ষাবলম্ভনকারী বৃক্ষ।" (মুসলিম)[196]

মাসআলা-১৭১ঃ ঈসা (আঃ) এর সাথী হয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদঃ

عن ثوبان رضی الله عنه مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عصابتان من امتی احرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند و عصابة تكون مع عيسی ابن مريم (رواه النسائی)

অর্থঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আযাদকৃত গোলাম, সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। তাদের একটি দল ভারতের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করবে, আর অপরটি ঈসা (আঃ) এর সাথী হয়ে (দাজ্জালের) বিরোদ্ধে যুদ্ধ করবে"। (নাসায়ী)[197]

মাসআলা-১৭২ঃ উম্মত মোহাম্মদীর সর্বশেষ যুদ্ধ হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে এরপর জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবেঃ

196 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

197 -কিতাবুল জিহাদ,বাব গাযওয়াতির হিন্দ(২/২৯৭৫)

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل أخرهم المسيح الدجال (رواه ابوداود)

অর্থঃ "ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের একটি দল, সর্বদা সত্যের ওপর জিহাদ করতে থাকবে এবং তারা তাদের বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হবে, এমনকি আমার উম্মতের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরোদ্ধে জিহাদ করবে" (আবুদাউদ)[198]

***

لايدخل الدجال مكة المكرمة والمدينة المنورة

দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

মাসআলা-১৭৩ঃ মদীনায় প্রবেশের সাতটি রাস্তার প্রতিটিতে আল্লাহ্ দু'জন কওে ফেরেশ্তা নিয়োগ কওে রাখবেন তারা দাজ্জালকে মদীনায় প্রবেশ করতে দিবে নাঃ

عن ابى بكرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملكان (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ মাসিহুদ্দাজ্জালের আতন্ক মদীনায় আসবে না, সে দিন তার সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে, প্রত্যেক পথে দু'জন কওে ফেরেশ্তা (পাহাড়া)দিবে" ।(বোখারী)[199]

মাসআলা-১৭৪ঃ মক্কায়ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না তার সংরক্ষণেও আল্লাহ্ ফেরেশ্তা নিয়োগ করবেনঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৬১ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা -১৭৫ঃ খোরাসান থেকে বের হওয়ার পর দাজ্জাল মদীনা অভিমূখে রওয়ানা হবে উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌঁছার পর ফেরেশ্তা তার মুখ সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিবে তখন সে ঐ দিকে চলতে থাকবে এবং ওখানেই নিহত হবেঃ

---

[198] -কিতাবুল জিহাদ,বাব ফি দাওয়ামিল জিহাদ ।(২/২১৭০)

[199] -কিতাবুল ফিতান বাব যিকর দাজ্জাল।

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتى المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر احد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام و هناك يهلك (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে আসবে এবং তার লক্ষ্য থাকবে মদীনা, কিন্তু উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌঁছার পর ফেরেশ্‌তা তার চেহারা সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিবে এবং সে ওখানেই নিহত হবে।" (মুসলিম)[200]

***

يحفظ الله اهل الايمان من فتنة الدجال

আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সংরক্ষণ করবেনঃ

মাসআলা-১৭৬ঃ ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেনঃ

عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال ما سأل احد النبى صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سألت قال (وما ينصبك منه انه لايضرك قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يقولون ان معه الطعام والانهار قال هو اهون على الله من ذلك (رواه مسلم)

অর্থঃ "মুগীরা বিন শো'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ দাজ্জাল সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যতটা জিজ্ঞেস করেছি ততটা আর কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করে নাই, তিনি বলেনঃ তুমি এব্যাপারে এতটা চিন্তা কেন করছ, সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেরা বলে তার নিকট খাবার ও নদী থাকবে? তিনি বললেনঃতার নিকট যাই থাকুক না কেন তা আল্লাহ্‌র নিকট খুবই তুচ্ছ"। (মুসলিম)[201]

মাসআলা-১৭৭ঃআল্লাহ্‌র রহমতে অশিক্ষিত ঈমানদাররাও দাজ্জালের কপালে "কাফের" শব্দ দেখে তাকে চিনতে পারবেঃ

[200] -কিতাবুল হাজ্জ, বাব সিয়ানাতুল মাদীনা মিন দুখুলি ত্বাউন ওয়াদ্দাজ্জাল ইলাইহা।

[201] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب او غير كاتب (رواه مسلم)

অর্থঃ "হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের একটি চোখ অন্ধ হবে এবং তার ওপর ফোলা চামড়া থাকবে, তার উভয় চোখের মাঝে লিখা থাকবে "কাফের" যা শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত মুমিন পড়তে পারবে"। (মুসলিম)[202]

মাসআলা-১৭৮ঃ যারা দাজ্জালকে চিনে স্বীয় ঈমানের ওপর অটল থাকবে তাদের ওপর তার চক্রান্ত কাজ করবে নাঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة فيخرج اليه يومئذ رجل وهو خير الناس او من خير الناس فيقول له اشهد انك الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ارأيتم ان قتلت هذا ثم احييته اتشكون فى الامر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحيه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط اشد بصيرة منى الآن قال فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যেহেতু দাজ্জালের জন্য মদীনায় প্রবেশ করা হারাম, তাই সে মদীনার নিকটবর্তী কোন স্থানে অবতরণ করবে, তখন মদীনা বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি দাজ্জালের নিকট যাবে এবং বলবেঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই দাজ্জাল, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলে গেছেন, তখন দাজ্জাল বলবে যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে আবার জিবীত করি, তাহলে আমি দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে? লোকেরা বলবেঃ না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করে আবার জিবীত করবে, ঐ ব্যক্তি বলবেঃ আল্লাহ্র কসম! এখন আমার আরো দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তুমিই দাজ্জাল, দাজ্জাল তাকে আবারও হত্যা করতে চাইবে কিন্তু পারবে না। (মুসলিম)[203]

[202] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।
[203] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

মাসআলা-১৭৯ঃ দাজ্জাল এক মুমেন ব্যক্তিকে করাত দিয়ে চিড়ে দু'টুকরা করে দিবে এর পর তাকে জিবীত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিবে সে জিবীত হওয়ার পর দাজ্জাল তাকে আবারও হত্যা করতে চাইবে তখন আল্লাহ্ ঐ মুমেনের শরীর পিতল করে দিবেন তখন দাজ্জাল তাকে আর হত্যা করতে পারবে নাঃ

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له اين تعمد فيقول اعمد الى هذا الذى خرج قال فيقولون له اوما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض اليس قد نهاكم ربكم ان تقتلوا احدا دونه قال فينطلقون به الى الدجال فاذا رأه المؤمن قال يا ايها الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأمر الدجال به فيشج فيقول خذوه و شجوه فيوسع ظهره و بطنه ضربا قال فيقول انت المسيح الكذاب قال فيأمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال ثم يمشى الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوى قائما قال ثم يقول له اتؤمن بى؟ فيقول ما زدت فيك الا بصيرة قال ثم يقول يا ايها الناس انه لايفعل بعدى باحد من الناس قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبتيه الى ترقوته نحاسا فلا يستطيع اليه سبيلا قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسبه الناس انما قذفه الى النار وانما القى فى الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জাল আসার পর মোমেনদের মধ্যে, এক ব্যক্তি তার দিকে আসতে থাকবে, রাস্তায় দাজ্জালের সশস্ত্র লোকদের সাথে তার সাক্ষাত হবে, তাকে তারা জিজ্ঞেস করবে তুমি কোথায় যাচ্ছ? মোমেন উত্তরে বলবেঃ যে দাজ্জালের আগমন ঘটেছে তার নিকট যাচ্ছি। দাজ্জালের লোকেরা বলবে তুমি কি আমাদের রব (দাজ্জালের) প্রতি ঈমান আন নাই? মুমেন ব্যক্তি উত্তরে বলবেঃ আমাদের রব অপরিচিত নন। দাজ্জালের লোকেরা বলবেঃ একে হত্যা কর। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকবে তোমাদের রব (দাজ্জাল) বলে নাই যে, তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, তখন তারা মোমেন ব্যক্তিকে দাজ্জালের নিকট নিয়ে যাবে, যখন মুমেন ব্যক্তি দাজ্জালকে দেখবে তখন বলবেঃ হে লোকেরা এ ঐ দাজ্জাল যার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলে গেছেন, দাজ্জাল তার

লোকদেরকে নির্দেশ দিবে, তারা যেন এর মাথায় আঘাত করে, তারা তখন এ ব্যক্তির মাথায় আঘাত করবে। তারা তার পেট ও পিঠেও আঘাত করবে। এর পর দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আন নাই? উত্তরে মুমেন বলবেঃ তুমি মিথ্যুক, দাজ্জাল। দাজ্জাল নির্দেশ দিবে তখন মুমেন ব্যক্তির পা থেকে মাথা পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে দু' টুকরা করে দেয়া হবে। দাজ্জাল এ দু'টুকরার নিকট এসে বলবে উঠ, দাঁড়া, তখন মুমেন ব্যক্তি উঠে দাঁড়াবে। দাজ্জাল জিজ্ঞেস করবে তুমি কি আমার প্রতি ঈমান রাখ? মুমেন ব্যক্তি বলবেঃ তোমার এ আচরণ আমার ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করেছে (যে তুমিই দাজ্জাল) । মুমেন ব্যক্তি ঘোষণা দিবে যে হে লোকেরা, আমার পর দাজ্জাল আর কারো সাথে এ আচরণ করতে পারবে না। দাজ্জাল তাকে আবারও হত্যা করার জন্য ধরবে, কিন্তু আল্লাহ্ মুমেন ব্যক্তির গলা পিতল করে দিবেন তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে পারবে না। দাজ্জাল তার হাত পা ধরে তাকে দূরে নিক্ষেপ করবে, লোকেরা মনে করবে দাজ্জাল তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করল, মূলত সে জান্নাতে পতিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড় শহীদ"। (মুসলিম)[204]

মাসআলা-১৮০ঃ দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়াতেই জান্নাতে তাদের উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ দিয়েছেনঃ

عن النواس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الغداة فقال ثم يأتى نبى الله عيسى قوم قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "নাওয়াস বিন সামআ'ন আল কালাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা দাজ্জালের কথা আলোচনা করতে ছিলেন, তিনি বললেনঃ এর পর আল্লাহ্র নবী ঈসা (আঃ) ঐ সমস্ত লোকদের নিকট আসবে, যাদেরকে আল্লাহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে সংরক্ষণ করেছেন। তিনি তাদেরকে সান্তনা দিবেন এবং তাদেরকে তাদের ঐ সম্মান সম্পর্কে অবগত করাবেন যা আল্লাহ্ তাদের জন্য জান্নাতে প্রস্তুত করে রেখেছেন"। (ইবনে মাযা)[205]

***

[204] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

[205] - আবওয়াবুল ফিতান বাব ফিতনাতুদ্দাজ্জাল ওয়া খুরুজ ঈসা ইবনে মারইয়াম (২/৩২৯৩)

الاستعاذة من فتنة الدجال

দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার দুয়াঃ

মাসআলা-১৮১ঃ দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য নিম্নোক্ত দুয়া পাঠ করা উচিতঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فى الصلاة يقول اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر واعوذبك من فتنة المسيح الدجال و اعوذبك من المأثم والمغرم (متفق عليه)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযে (দরূদ পাঠের পর) এ দুয়া পাঠ করতেন, "হে আল্লাহ তুমি আমাকে কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, জীবন ও মরনের ফিতনা, পাপ ও ঋণ থেকে রক্ষা কর।" (মোত্তাফাকু আলাই)[206]

মাসআলা-১৮২ঃ সূরা ক্বাহাফের ১ম দশ আয়াত মুখস্তকারী ব্যক্তিও দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবেঃ

عن ابى الدرداء رضى الله عنه يرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من اول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা ক্বাহাফের ১ম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।" (আবুদাউদ)[207]

***

206 - আলল্লুল্লু ওয়াল মারযান খঃ১ম, হাদীস নং-৩৪৫।
207 - কিতাবুল মালাহেম, বাব খুরুজুদ্দাজ্জার (২/৩৬২৬)

نزول عيسى بن مريم

ঈসা (আঃ) এর আগমন

মাসআলা-১৮৩ঃ ঈসা (আঃ) এর আগমন কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি আলামতঃ

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ (سورة الزخرف:٦١)

অর্থঃ "সুতরাং তাহল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ কর না এবং আমার কথা মান, এটা এক সরল পথ।" (সূরা যখরূফ-৬১)

মাসআলা-১৮৪ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন ঈসা(আঃ) এর নেতৃত্বে মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেঃ

মাসআলা-১৮৫ঃ ঈসা (আঃ) এর শাসনামলে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে হবে মানুষ পরস্পরে আন্তরিক হবে হিংসা-বিদ্বেষ মোটেও থাকবে নাঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله احد (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্র কসম! ঈসা ইবনু মারইয়াম ন্যায় পরায়ন বাদশাহ হিসেবে আসবে, অবশ্যই তিনি ক্রস ভেঙ্গে দিবেন, শুয়র হত্যা করবেন, কর নিবেন না, মধ্যম বয়সী উট ছেড়ে দিবেন এগুলুকে কেউ খাটাবে না, মানুষের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না, তিনি লোকদেরকে সম্পদ দিতে চাইবেন; কিন্তু নেয়ার মত কেউ থাকবে না"। (মুসলিম)[208]

মাসআলা-১৮৬ঃ ঈসা (আঃ) দামেশকের পূর্ব দিকে মসজিদের সাদা মিনারার পাশে উভয় হাত ফেরেশ্তার কাঁধে রেখে অবতরণ করবেনঃ

মাসআলা-১৮৭ঃ অবতরণের সময় ঈসা (আঃ) এর মাথার চুল থেকে পানির ফোটা মতির ন্যায় দেখা যাবে যখন তিনি মাথা নাড়াবেন তখন মনে হবে যেন পানির ফোটা পড়ছেঃ

---

208 -কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান নযুল ঈসা ইবনে মারইয়াম।

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৬৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৮৮ঃ ঈসা (আঃ) আসার পর পরই ইসলামের বিজয়ের জন্য জিহাদ করা শুরু করবেনঃ

মাসআলা-৮৯ঃ ঈসা (আঃ)-এর শাসনামলে ইসলাম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম শেষ হয়ে যাবে সারা দুনিয়ায় শুধু ইসলামের জয়গান চলতে থাকবেঃ

মাসআলা-১৯০ঃ ঈসা (আঃ)-এর শাসনামল হবে চল্লিশ বছরঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه ان النبی صلی الله عليه وسلم قال ليس بينی وبينه نبی وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الی الحمرة والبياض بين ممصرتين كان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيقاتل الناس علی الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله فی زمانه الملل كلها لا الاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث فی الارض اربعين سنة ثم يتوفی فيصلی عليه المسلمون (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার ও তাঁর (ঈসা আঃ) এর মাঝে আর কোন নবী নেই। ঈসা (আঃ) আসবেন অতএব যখন তোমরা তাঁকে দেখবে(তখন নিম্নোক্ত আলামতের মাধ্যমে) তাকে চিনবে,তাঁর কাঁধ মধ্যম ধরণের হবে, রং লাল ও সাদার মাঝা মাঝি, তিনি হলুদ রংয়ের কাপর পরে থাকবেন। মাথার চুল দেখে মনে হবে যেন পানি পড়ছে অথচ তা হবে শুকন, লোকদের সাথে জিহাদ করবেন, যাতে করে তারা মুসলমান হয়, ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন, শুয়র হত্যা করবেন, কর প্রথা উঠিয়ে দিবেন। তাঁর শাসনামলে আল্লাহ্ ইসলাম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম শেষ করে দিবেন, ঈসা (আঃ) দাজ্জালকেও হত্যা করবেন, তাঁর শাসনামল চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এরপর তিনি মারা যাবেন মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামায আদায় করবে।" (আবুদাউদ)[209]

মাসআলা- ১৯১ঃ ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করার পর কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবেন এমনকি তখন পৃথিবীতে একজন কাফেরও থাকবে নাঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا اليهود حتی يقول الحجر وراءه يهودی يا مسلم هذا يهودی ورائ فاقتله (رواه البخاری)

[209] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া। বাব খুরুজ দাজ্জাল (৩/৩৬৩৫)।

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে এমনকি পাথরও বলতে থাকবে যে, তার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে, আরো বলবে হে মুসলিম আমার পিছনে ইহুদী আছে তাকে হত্যা কর।" (বোখারী)[210]

মাসআলা-১৯২ঃ ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণের পর মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরীয়ত মোতাবেক শাসন করবেনঃ

মাসআলা-১৯৩ঃ ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণের পর প্রথম নামায ইমাম মাহ্দীর পিছনে আদায় করবেনঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৪১ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসাআলা-১৯৫ঃ ঈসা (আঃ) আগমনের পর উমরা বা হজ্জ আদায় করবেনঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنين هما (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ ঈসা ইবনে মারইয়াম রাওহা নামক স্থান থেকে হাজ্জ বা ওমরা বা হজ্জ কেরানের জন্য ইহরাম বাঁধবে।" (মুসলিম)[211]

মাসআলা-১৯৬ঃ ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করার পর তিনি বিয়ে করবেন তাঁর সন্তান হবে এবং মৃত্যুর পর তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর রাওজায় দাফন করা হবেঃ

عن بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت ويدفن معى فى قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر و عمر (رواه ابن الجوزى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ঈসা ইবনু মারইয়াম পৃথিবীতে আসবেন, বিয়ে করবেন, তাঁর সন্তান হবে ৪৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন, এর পর মারা যাবেন, আর আমার

210 - কিতাবুল জিহাদ,বাব কাতলিল ইয়াহুদ।
211 -কিতাবুল হাজ্জ,বাব ইহলালুন্নাবী ওয়া হাদিয়ুহু।

কবরের সাথেই তাঁকে দাফন করা হবে, কিয়ামতের দিন আমি ও ঈসা (আঃ) এক সাথে আবুবকর ও ওমরের মাঝ থেকে উঠব"। (ইবনে জাওযী)[212]

***

خروج ياجوج ومأجوج

ইয়াজুজ মা'জুজের আগমন

মাসআলা-১৯৭ঃ প্রথমে ইয়াজুজ মা'জুজরা তাদের এলাকায় ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করত ওখনকার লোকদের দাবীতে যুলকারনাইন সেখানে একটি বাঁধ নিমার্ণ করে তাদেরকে আটকিয়ে দেনঃ

ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون قولا قالوا ياذالقرنين ان ياجوج و مأجوج مفسدون فى الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنى فيه ربى خيرا فاعينونى بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما اتونى زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتونى افرغ عليه قطرا فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا (سورة الكهف ٩٢-٩٦)

অর্থঃ "আবার তিনি এক পথ ধরলেন, অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বোঝতে পারছিল না। তারা বললঃ যে যুলকারনাইন ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব, এই শর্তে যে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন, তিনি বললেনঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও, অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক, অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেনঃতোমরা গলিত তামা নিয়ে এস আমি তা এর ওপর ঢেলে দেই। এর পর ইয়াজুজ মাজুজ এর ওপর আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদও করতে সক্ষম হল না"। (সূরা কাহাফ-৯২-৯৬)

---

[212] - আলবানী লিখিত মিশকাতুল মাসাবিহ,খঃ৩,হাদীস নং-৫৫০৮।

মাসআলা-১৯৮ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন ইয়াজুজ মাজুজকে বের করা হবে তখন তারা সারা দুনিয়ায় ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকবেঃ

حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة ابصار الذين كفروا يويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين (سورة انبياء ٩٦-٩٧)

অর্থঃ "যে পর্যন্ত না ইয়জুজ মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেকে উচ্চু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থীর হয়ে যাবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম। বরং আমরা গোনাগারই ছিলাম"। (সূরা আম্বীয়া-৯৬-৯৭)

মাসআলা-১৯৯ঃ ইয়াজুজ মাজুজ একটি দেয়ালের পিছনে বন্দী আছে যেখান থেকে বের হওয়ার জন্য তারা সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত তা খুদতে থাকে; কিন্তু যখন পরের দিন আসে তখন দেয়াল আবার পূর্বের অবস্থায় চলে আসেঃ

মাসআলা-২০০ঃ যেদিন সন্ধার সময় তারা ইনশাআল্লাহ্ বলে ঘরে ফিরে যাবে তার পরের দিন এসে দেয়াল খুদার কাজে তারা সফল হবেঃ

মাসআলা-২০০১ঃ ইয়াজুজ মাজুজরা ঘাড়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেঃ

মাসআলা-২০০২ঃ ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা এত অধিক হবে যে তাদের মৃত্যুর পর চতুষ্পদ প্রাণী তাদের লাশ খেয়ে মোটা তাজা হয়ে যাবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياجوج و ماجوج يحفرون كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فسنحفروه غدا فيعيده الله اشد ما كان حتى اذا بلغت مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس حفروا حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون اليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم فى حصونهم فيرمون بسهامهم الى السماء فترجع عليها الدم الذى اجفظ فيقولون قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء فبعث الله نغافا فى اقفائهم فيقتل هم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده اندواب الارض لتسمن و تشكر من لحومهم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন দেয়াল খুদতে থাকে, যখন তারা এতটুক পরিমাণ খুদে যে ভিতর থেকে সূর্যের আলো দেখা যায়, তখন তাদের বাদশা বলে এখন চল, বাকী অংশ আগামী দিন খুদবে, তখন তারা ফিরে যায়, আর আল্লাহ্ ঐ দেয়ালকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন, যখন তাদের বন্দীর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে মানুষের মাঝে বের করতে চাইবেন, তখন তারা দেয়াল খুদতে থাকবে, এমনকি যখন ভিতর থেকে সূর্যের আলো দেখতে পাবে, তখন তাদের বাদশা বলবেঃ আচ্ছা এখন চল, বাকী অংশ ইনশাআল্লাহ্ আগামী দিন খুদবে। যখন ইনশাআল্লাহ্ বলবে, তখন পরের দিন ফিরে এসে তারা দেয়ালকে ঐ অবস্থায় পাবে, যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, এরপর তারা আবার খোদাই করতে লাগবে এবং বাহিরে বের হয়ে আসবে, সমস্ত পানি পান করে শেষ করে দিবে, লোকেরা সব স্ব স্ব বাসস্থানে আশ্রয় নিবে, (ঘরের বাহিরে তাদের অত্যাচারে কেউ বাঁচতে পারবে না)। এরপর তারা তাদের তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে, যা রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়বে, আর এদেখে তারা বলবেঃ আমরা পৃথিবী বাসীর ওপর বিজয়ী হয়েছি এবং আকাশ বাসীর ওপরও। তখন আল্লাহ্ তাদের ঘাড়ে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করবেন, যার ফলে তারা মারা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্যার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! পৃথিবীর চতুশ্পদ জন্তু তাদের লাশের মাংস ও চর্বি খেয়ে মোটা তাজা হয়ে যাবে"। (ইবনে মাযা)[213]

মাসআলা-২০৩ঃ দাজ্জালের হত্যার পর ঈসা (আঃ)-এর শাসনামলেই ইয়াজুজ মাজুজ বের হবেঃ

মাসআলা-২০৪ঃ ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা এত অধিক হবে যে এদের অর্ধেক ত্বাবারিয়া উপসাগরের পানি পান করে শেষ করে দিবেঃ

মাসআলা-২০৫ঃ ঈসা (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক মুসলমানদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে ইতিমধ্যে ইয়াজুজ মাজুজ অন্য লোকদেরকে হত্যা করে ফেলবেঃ

মাসআলা-২০৬ঃ পৃথিবীবাসীকে হত্যা করার পর তারা তাদের তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে তীর রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়লে তারা বলবেঃ যে আমরা আকাশ বাসীদেরকেও হত্যা করেছিঃ

---

[213] -কতাবুল ফিতান,বাব ফিতনাতুদ্দাজ্জাল ওয়া খুরুজ ঈসা ইবনু মারইয়াম ওয়া খুরুজ ইয়াজুজ ওয়া মাজুজ (২/৩৩০৮)

عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اوحى الله الى عيسى انى قد اخرجت عبادالى لايدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من فى الارض هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيرد الله عليهم تشابهم مخضوبة دما ويحصر نبى الله عليه السلام واصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيرا من مائة دينار لاحدكم الا يوم فيرغب نبى الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف فى رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون فى الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبى الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث ماشاء الله ثم يرسل الله مطرا لايكنّ منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة (رواه مسلم)

অর্থঃ "নাওয়াস বিন সামআ'ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ (দাজ্জালকে হত্যা করার পর) আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠাবেন, যে আমি আমার এমন বান্দাদেরকে পাঠাব যাদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা করো নেই। অতএব তুমি আমার মুসলমান বান্দাদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যাও। এর পর আল্লাহ্ ইয়াজুজ মাজুজদেরকে বের করবেন, তারা প্রত্যেক উচ্চুভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে, তাদের প্রথম গ্রুপ যখন ত্বাবারিয়া উপসাগর অতিক্রম করবে, তখন তারা সাগরের পানি পান করে শেষ করে দিবে। যখন তাদের সর্বশেষ গ্রুপটি ঐ উপসাগর অতিক্রম করবে তখন তারা বলবে, কখনো কি এ সাগরে পানি ছিল? এরপর তারা সামনে চলতে থাকবে এবং এমন এক পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছবে যেখানে অনেক বৃক্ষ আছে। (বাইতুল মাকদেসে)আর বলবে আমরা পৃথিবী বাসীকে তো হত্যা করেছি, এখন আকাশ বাসীদেরকে হত্যা করব। তখন তারা তাদের তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে, আল্লাহ্ তাদের তীর সমূহকে রক্তাক্ত করে মাটিতে ফেলবেন, এতে তারা মানে করবে যে আমরা আকাশ বাসীকেও হত্যা করেছি। এ সময় ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীরা তূর পাহাড়ে অবস্থান করবে। (ইতি মধ্যে তাদের খাবার-দাবার শেষ হয়ে যাবে) এমনকি তাদের অবস্থা এমন হবে, যে তখন তাদের নিকট একটি গরুর মাথা একশ দীনারের চেয় উত্তম মনে হবে। (তখন ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট এ মুসিবত থেকে উদ্ধারের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ্ ইয়াজুজ মাজুজের প্রতি আযাব প্রেরণ করবেন, ফলে তাদের

গরদানে এক ধরণের পোকা সৃষ্টি হবে, যাতে করে তারা সবাই এমন ভাবে শেষ হয়ে যাবে, যেমন কোন মানুষ মারা যায়। এরপর ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীরা তূর পাহাড় থেকে নেমে আসবে, কিন্তু পৃথিবীতে এক বিঘা পরিমাণ স্থান খালী পাবে না যেখানে, ইয়াজুজ মাজুজের লোকদের লাশ পড়ে নেই। যা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকবে, তখন ঈসা (আঃ) এবং তার সাথীরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করবে, ফলে আল্লাহ্ এমন এক ঝাঁক পাখী পাঠাবেন, যাদের কাঁধ উটের সমান হবে, পাখীরা তাদের লাশ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে, যেখানে আল্লাহ্ তা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিবেন সেখানে তারা তা নিক্ষেপ করবে, এর পর আল্লাহ্ বৃষ্টি বষর্ণ করবেন, যা পৃথিবীর প্রতিটি অংশে এবং প্রতিটি ঘরে পৌঁছবে এবং পৃথিবীকে ধুয়ে দিবে। এমনকি তা পৃথিবীকে একটি বাগানের ন্যায় পরিষ্কার করে দিবে"। (মুসলিম)[214]

মাসআলা-২০৭ঃ ইয়াজুজ মাজুজের ফিতনা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ফেতনা হবেঃ

عن زينب بنت جحش رضى الله عنها انها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج وعقد بيديه عشرة قالت زينب قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهلك و فينا الصالحون قال اذا كثر الخبث (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "যায়নাব বিনতু জাহাস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুম থেকে উঠলেন, তখন তাঁর চেহারা লাল দেখাচ্ছিল। তিনি বললেনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, অতিশীঘ্রই এমন এক ফিতনা আসবে যা আরবদের ধ্বংসের কারণ হবে। আজ ইয়াজুজ মাজুজের দেয়াল এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে, এবলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও তর্জনী আঙ্গুল মিলিত করে দেখালেন। যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞিস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা থাকা সত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন যখন অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করবে"। (ইবনে মাযা)[215]

মাসআলা-২০৮ঃ ইয়াজুজ মাজুজ আদম সন্তানদের অন্তর্ভুক্তঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ياجوج و ماجوج من ولد آدم ولو ارسلوا لافسدوا على الناس معايشهم (رواه الطبرانى)

---

[214] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্সায়া,বাব যিকরুদ্দাজ্জাল।

[215] -আবওয়াবুল ফিতান,বাব মাইয়াকুনু মিনাল ফিতান(২/৩১৯৩)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ইয়াজুজ মাজুজ আদম সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদেরকে প্রেরণ করলে তারা মানুষের জীবন যাপনকে বরবাদ করে দিবে।" (ত্বাবারানী)[216]

মাসআলা-২০৯ঃ ইয়াজুজ মাজুজের চেহারা মোটা ও প্রশস্ত হবে তাদের চোখ হবে ছোট চুল লাল কাল মিশ্রিত রং বিশিষ্ট হবেঃ

عن ابن حرملة رضى الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم تقولون لا عدو وانكم لن توالوا تقاتلون عدوا حتى يأتى ياجوج و ماجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف ومن كل حدب ينسلون كان وجوههم المجان المطرقة (رواه احمد والطبرانى)

অর্থঃ "হারমালা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা বলছ যে, এখন তোমাদের আর কোন দুশমন নেই, অথচ তোমারা ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে আসা পর্যন্ত সর্বদাই তোমাদের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। আর তারা হবে প্রশস্ত চেহারা ও ছোট চোখ বিশিষ্ট এবং লাল কাল মিশ্রিত চুল বিশিষ্ট। তারা প্রত্যেক উচ্চুভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে তাদের চেহারা চামড়ার ঢালের ন্যায় মোটা হবে"। (আহমদ)[217]

***

---

[216] - মাজমাউযযাওয়ায়েদ, (৮/১৩), কিতাবুল ফিতান হাদীস নং-(১২৫৭১)

[217] মাজমাউযযাওয়ায়েদ, (৮/১৩), কিতাবুল ফিতান হাদীস নং-(১২৫৭০)

انطلاق الريح الطيبة

পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত হওয়া

মাসআলা-২১০ঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন এক হাওয়া প্রবাহিত হবে যা সমস্ত ঈমানদারদের রূহ কবজ করে নিবেঃ

عن عياش ابن ربيعة رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول تجىء ريح بين يدى الساعة تقبض فيها ارواح كل مؤمن (رواه احمد)

অর্থঃ "আইয়াস বিন রাবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছে তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে একপ্রকার হাওয়া প্রবাহিত হবে, যা সমস্ত মোমেনদের রূহ কবজ করে নিবে"। (আহমদ)[218]

عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين ابائهم (رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ এরপর আল্লাহ্ পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত করবেন এতে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি মারা যাবে, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে, আর তারাই বেঁচে থাকবে যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান নেই। অবশিষ্ট লোকেরা স্বীয় পৈত্রিক দ্বীন শিরক ও কুফরীর দিকে ঝুকে যাবে"। (মুসলিম)[219]

মাসআলা-২১১ঃ ইয়াজুজ মাজুজের মৃত্যুর পর ঈসা (আঃ)-এর খেলাফতকালে পৃথিবীতে কল্যাণ ও বরকতের সায়লাব হবে এমতাবস্থায় আল্লাহ্ এক পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত করবেন যা প্রত্যেক মুসলমানের রূহ কবজ করে নিবেঃ

মাসআলা-২১২ঃ ঈমানদারদের মৃত্যুর পর খারাপ লোকেরা বেঁচে থাকবে আর তাদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবেঃ

---

[218] -খালেদ বিন নাসের আলগামেদী লিখিত আশরাতুস্সায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ খঃ১ম,হাদীস নং-১৬৩।

[219] - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া।

عن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم يقال للارض انبتى ثمرتك وردى بركتك فيمئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك ف الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفى الفخذ من الناس فبيناهم كذالك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة (رواه مسلم)

অর্থঃ "নাওয়াস বিন সামআ'ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ (ইয়াজুজ মাজুজের মৃত্যুর পর) পৃথিবীকে বলা হবে, তোমার মধ্য থেকে চারা উৎপন্ন কর এবং বরকতময় কর। তখন পৃথিবী এমন ফল উৎপাদন করবে, যে মানুষের একটি বিরাট জনগোষ্ঠি একটি ফল খেয়ে পেট ভরে নিবে এবং তার ছাল দিয়ে ঘর তৈরী করে তার নীচে ছায়া নিবে। দুধে এত বরকত হবে যে,একটি উটের দুধ বিরাট একটি জনগোষ্ঠির জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাভীর দুধ এক বংশের লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি বকীর দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। লোকেরা এভাবে চলতে থাকবে, তখনই হঠাৎ এক পবিত্র হাওয়া পবাহিত হয়ে, মানুষের বগলের নীচ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া করে প্রত্যেক মুমেন ব্যক্তির রূহ কবজ করে নিবে। শুধু খারাপ লোকগুলো অবশিষ্ট থেকে যাবে, আর তাদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে"। (মুসলিম)[220]

***

[220] -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া,বাব যিকরুদ্দাজ্জাল।

الخسوف الثلاثة

তিনবার ভূমি ধস

মাসআলা-২১৩ঃ কিয়ামতের পূর্বে তিনটি স্থানে ভূমি ধস হবে একটি হবে পশ্চিম দিকে অপরটি পূর্ব দিকে আর তৃতীয়টি আরব ভূমিতেঃ

عن حذيفة بن اسيد الغفارى رضى الله عنه قال اطلع النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ماتذكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج و ماجوج وثلثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب و خسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم (رواه مسلم)

অর্থঃ "হুযাইফা বিন উসাইদ আল গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা কথা বলতে ছিলাম এমতাবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে বললেনঃ তোমরা কি বলতে ছিলে? সাহাবাগণ বললঃ আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করতে ছিলাম। তিনি বললেনঃ কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না যতক্ষণ না, তোমরা নিম্নোক্ত দশটি আলামত দেখতে পাবে। তার উল্লেখ করে তিনি বললেনঃ (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জাল (৩) দাব্বাতুল আরয (পৃথিবীর প্রণী) (৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় (৫) ঈসা (আঃ)-এর আগমন (৬) ইয়াজুজ মাজুজের আগমন (৭)পূর্ব দিকে একটি ভূমি ধস (৮) পশ্চিম দিকে একটি ভূমি ধস (৯) আরব ভূমিতে ভূমি ধস সর্বশেষ (১০) ইয়ামেন থেকে আগুন জ্বলে তা লোকদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে।" (মুসলিম)[221]

মাসআলা-২১৪ঃ আবর ভূমির ভূমি ধস মদীনার নিকটবর্তী বাইদা নামক স্থানে হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৩২নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২১৫ঃ পশ্চিম দিকের ভূমি ধস আনুমানিক অ্যামেরিকায় এবং পূর্ব দিকের ভূমি ধস অনুমানিক জাপানে হবে (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)ঃ

***

[221] - কিতাবুল ফিতান ওয়াআশরাতিস্সায়া, বাব ফিল আয়াত আল্লাতী তাকুনু কাবলাস্সায়া।

طلوع الشمس من مغربها
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়

মাসআলা-২১৬ঃ কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবেঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لاتقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس کلهم اجمعون فیومئذ لاینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। আর সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়ার পর সবাই ঈমান আনবে, কিন্তু ঐ সময়ের ঈমান কারো কোন কাজে আসবে না। যদি কেউ এর পূর্বে ঈমান না এনে থাকে এবং ঈমানের সাতে সৎ আমল না করে থাকে।" (মুসলিম)[222]

মাসআলা-২১৭ঃ সূর্য প্রতিদিন আল্লাহ্র নিকট অনুমতি নিয়ে পশ্চিমে অস্তমিত হয় একদিন আল্লাহ্ তাকে পশ্চিমে অস্তমিত হতে অনুমতি দিবেন না; বরং নির্দেশ দিবেন যে পশ্চিম থেকে পূর্বে ফিরে যাওঃ

عن ابی ذر رضی الله عنه قال دخلت المسجد و رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال یا اباذر هل تدری این تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب فتستأذن فی السجود فیؤذن لها وکانها قد قیل لها ارجعی من حیث جئت قال فتطلع من مغربها (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসে আছেন, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর তিনি বললেনঃ হে আবু যার, তুমি কি জান এ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর কোথায় যায়? আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ সে পশ্চিমে গিয়ে সেজদার অনুমতি কামনা করে এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়, তখন সে অস্তমিত হয়, একদিন তাকে বলা

222 -কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান যামান আল্লাজি লাইয়াকবালু ফিহি ঈমান।

হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে চালে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে"। (মুসলিম)[223]

মাসআলা-২১৮ঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পর তাওবা কবুল হবে নাঃ

عن ابی موسی رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان الله عز وجل یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'লা রাতে স্বীয় হাত বিস্তার করেন যাতে করে দিনে পাপকারীরা তাওবা করে, আবার দিনের বেলায় স্বীয় হাত বিস্তার করেন যাতে রাতে পাপকারীরা তাওবা করে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ এরূপ করতে থাকবেন।" (এর পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে) (মুসলিম)[224]

عن معاویة رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها (رواه ابوداود)

অর্থঃ "মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না, আর তাওবার দরজা বন্ধ হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।" (আবুদাউদ)[225]

***

---

223 - কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান যামান আল্লাজি লাইয়াকবালু ফিহি ঈমান।

224 -কিতাবুত তাওবা, বাব কাবুল তাওবা মিন যুনুব।

225 -কিতাবুল জিহাদ বাব ফির হিযরা হাল ইনকাতায়াত (২/২১৬৬)

خروج الدخان

ধোঁয়া বের হওয়া

মাসআলা-২১৯ঃ কিয়ামতের পূর্বে আকাশ থেকে ধোঁয়া বের হবে যা সমস্ত লোকদেরকে ঢেকে দিবেঃ

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ، يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(سور الدخان:١٠-١١)

অর্থঃ "অতএব আপনি সে দিনের অপেক্ষা করুন যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে।" (সূরা দুখান-১০-১১)

মাসআলা-২২০ঃ ধোঁয়া ছেয়ে যাওয়ার পর কারো ঈমান বা নেক আমল বা তাওবা তার কোন কাজে আসবে নাঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالا عمال ستا طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او دابة او خاصة احدكم او امر العامة(رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ছয়টি আলামত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে নেক আমল বেশি বেশি করে কর, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া (২)ধোঁয়া বের হওয়া (৩) দাজ্জালের আগমন (৪)মাটি থেকে প্রাণী বের হওয়া(৫)ব্যক্তির ওপর কোন আযাব আসা (৬) ব্যাপকভাবে কোন আযাব আসা।" (মুসলিম)[226]

***

---

[226] -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া বাব বাকিয়াতুমিন আহাদিসিল দ্দাজ্জাল।

خروج دابة الارض

মাটি থেকে প্রাণী বের হওয়া

মাসআলা-২২১ঃ কিয়ামতের পূর্ব মূহর্তে মাটি থেকে একটি প্রাণী বের হবে এবং তা মানুষের সাথে কথা বলবেঃ

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.﴾ (سورة النمل:٨٢)

অর্থঃ "যখন প্রতিশ্রুত (কিয়ামত) সমগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব, সে মানুষের সাথে কথা বলবে এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করত না।" (সূরা নামল-৮২)

মাসআলা-২২২ঃ কিয়ামতের পূর্বে ভূগর্ভ থেকে একটি আশ্চার্যজনক প্রাণী বের হবে যাকে দাব্বাতুল আরজ বলা হয়ঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة على الناس ضحى قال عبد الله فايتهما ما خرجت قبل الاخرى فالاخرى منها قريب قال عبد الله ولا اظنها الا طلوع الشمس من مغربها (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হল সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া, এর পর চাশ্তের সময় ভূগর্ভ থেকে প্রাণী বের হওয়া, আবদুল্লাহ বিন আমর(রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃএ উভয়ের মাঝে যেটিই প্রথম বের হোক না কেন এর একটি অপরটির কাছা কাছি। তবে আমার ধারণা প্রথমে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে।" (ইবনে মাযা)[227]

মাসআলা-২২৩ঃ ভূ-গর্ভ থেকে প্রাণী বের হওয়ার পর কারো কোন তাওবা কবুল হবে নাঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৫৬ নংমাসআলা দ্রঃ।

***

[227] -কিতাবুল ফিতান বাব তুলুউস্‌সামস মিন মাগরিবিহা।

خراب المكة المكرمة

মক্কায় ইবাদত না হওয়াঃ

মাসআলা-২২৪ঃ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করার মত কোন লোক থাকবে নাঃ

عنابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لاتقوم الساعة حتی لا یحج البیت (رواه الحاکم وابو یعلی)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না কাবা ঘরে হজ্জ করারমত কেউ না থাকবে।" (হাকেম,আবু ইয়ালা)[228]

মাসআলা-২২৫ঃ কিয়ামতের পূর্বে এক জন ছোট টাখনা বিশিষ্ট হাবশার অধিবাসী কা'বা ঘর ধ্বংস করবেঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال یخرب الکعبة ذو السویقتین من الحبشة(رواه البخاری)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ হাবশার অধিবাসী এক ছোট টাখনা বিশিষ্ট লোক (কিয়ামতের পূর্বে) কা'বা ঘর ধ্বংস করবে"। (বোখারী)[229]

মাসআলা-২২৬ঃ বাইতুল্লায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হবেঃ

عن میمونة رضی الله عنها قالت قال نبی الله صلی الله علیه وسلم لنا ذات یوم ما انتم اذا مرج الدین و سفك الدم وظهرت الزینة و شرف البنیان واختلف الاخوان وحرق البیت العتیق (رواه الطبرانی)

---

[228] -সহীহ আলজামে'আস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু লি আলবানীখঃ৬,হাদীস নং-৭২৯৬।
[229] - কিতাবুল ফিতান,বাব তাগিরু যামান হাত্তা তু'বাদুল আসনাম।

অর্থঃ "মাইমুনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন দ্বীনে পরিবর্তন আনা হবে, রক্তপাত করা হবে, চাক চিক্যতা বৃদ্ধি পাবে, উঁচু উঁচু অট্টালিকা তৈরী হবে, ভায়ে ভায়ে বিবেদ সৃষ্টি হবে, কা'বা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে"। (ত্বাবারানী)[230]

***

خراب المدينة المنورة

মদীনায় ইবাদত না হওয়া

মাসআলা-২২৭ঃ লোকেরা মদীনা ছেড়ে নিজেদের পছন্দমত স্থানে বসবাস করতে থাকবে ফলে মদীনায় ইবাদত হবে নাঃ

عن سفيان بن ابى زهير رضى الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتى قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتى قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتى قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (رواه البخارى)

অর্থঃ "সুফিয়ান বিন আবু যুহাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ইয়ামেন বিজয় হবে তখন কিছুলোক যানবাহন এনে তাতে তাদের পরিবার এবং আরো যারা তাদের কথা মানবে তাদেরকে যানবাহনে করে ইয়ামেন নিয়ে চলে যাবে। অথচ তারা যদি বুঝত, তাহলে মদীনা তাদের জন্য উত্তম ছিল। সিরিয়া বিজয় হবে, তখন সেখান থেকে কিছু লোক যানবাহন নিয়ে এসে তাতে নিজেদের পরিবার পরিজনদেরকে আরোহন কারাবে এবং যারা তাদের কথা মানবে তাদেরকেও সিরিয়া নিয়ে চলে যাবে। অথচ তারা যদি বুঝত তাহলে মদীনা তাদের জন্য উত্তম ছিল। যখন ইরাক বিজয় হবে তখন সেখান থেকে কিছু লোক যানবাহন নিয়ে এসে, তাতে নিজেদের পরিবার পরিজনদেরকে আরোহন কারাবে এবং যারা তাদের কথা মানবে তাদেরকেও

---

230 -মাজমাউয্যাওয়ায়েদ (৭/৬০৩(কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-১২৩৭১।

সিরিয়া নিয়ে চলে যাবে। অথচ তারা যদি বুঝত তাহলে মদীনা তাদের জন্য উত্তম ছিল"। (বোখারী)[231]

মাসআলা-২২৮ঃ কিয়ামতের পূর্বে মদীনা হিংস্র প্রাণী এবং জীবজন্তুর বাসস্থানে পরিণত্য হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها الا العواف يريد عوافى السباع و الطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمها فيجدانها و حوشا حتى اذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ মদীনাকে তোমরা ভাল অবস্থায় রেখে যাবে; কিন্তু পরিশেষে অবস্থা এমন হবে যে সেখানে হিংস্র প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তু বসবাস করতে থাকবে। কিয়ামতের পূর্বে মুযাইনা বংশের দু'জন রাখাল তাদের বকরী নেয়ার জন্য তারা এসে সেখানে শুধু হিংস্র প্রাণী পাবে। তখন সে ফিরে যাবে যখন সানিয়াতুল ওদা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন কিয়ামত সংগঠিত হওয়ায় সে মুখথুবরে পড়ে যাবে।" (বোখারী)[232]

***

[231] -কিতাব ফাযায়েল আল মাদীনা,বাব মান রাগিবা আনিল মাদীনা।

[232] -কিতাব ফাযায়েলুল মাদীনা,বাব মান রাগিবা আন সুন্না।

خروج النار ......علامة نهائية

কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত আগুন

মাসআলা-২২৯ঃইয়ামেনের রাজধানী হাযরামাওতের দিক থেকে আগুন বের হবে যা সমস্ত মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবেঃ

عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت او من نحو بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ فقال عليكم بالشام (رواه الترمذى)

অর্থঃ "সালেম বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে হাজরা মাওত বা হাজরামাওত সাগর থেকে আগুন বের হবে, যা লোকদেরকে একত্রিত করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল সে সময় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি বললেনঃ তোমরা সিরিয়ায় অবস্থান করবে।" (তিরমিযী)[233]

মাসআলা-২৩০ঃ ইয়ামেনের দিক থেকে আগুন বের হওয়া কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতঃ

মাসআলা-২৩১ঃ আগুন লোকদেরকে ঘিরে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে যা শাম দেশে (সিরিয়ায়) হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২১৩ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

233 -আবওয়াবুল ফিতান, বাব লাতাকুমুস্সায়া হাত্তা তাখরুজা নার মিন কিবাল হিজাজ (২/১৮০৫)

تقوم الساعة على شرار الناس

নিকৃষ্ট লোকদের ওপর কিয়ামত কায়েম হবেঃ

মাসআলা-২৩২ঃ কিয়ামতের পূর্বে ভাল লোকদেরকে এক এক করে তুলে নেয়া (মৃত্যু) হবেঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لتنتقون كما ینتقی التمر من اغفاله فلیذهبن خیاركم ولیبقین شراركم فموتوا ان استطعتم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদেরকে এমনভাবে বাছাই করা হবে, যেমন ভাল খেজুর খারাপ খেজুর থেকে বাছাই করা হয়। তোমাদের মধ্যে ভাল লোকেরা মৃত্যুবরণ করবে, খারাপ লোকেরা বেঁচে থাকবে। তখন যদি মরা সম্ভব হয় তাহলে তোমরা মারা যেয়ো।" (ইবনে মাযা)[234]

মাসআলা-২৩৩ঃ কিয়ামতের পূর্বে সমগ্র দুনিয়া খারাপ লোকদিয়ে ভরে যাবেঃ

عن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ একমাত্র নিকৃষ্ট লোকদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে।" (মুসলিম)[235]

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احیاء ومن یتخذ القبور مساجد (رواه ابن خزیمة و ابن حبان وان ابی شیبة واحمد والطبرانی وابو یعلی)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ নিকৃষ্ট লোকদের

---

234 -কিতাবুল ফিতান,বাব সিদ্দাতুয্যামান (২/৩২৬৩)

235 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া,বাব কুরবিস্সায়া।

অর্ন্তভুক্ত তারা যারা, কিয়ামতের সময় জিবীত এবং কবর পুজাঁয় রত থাকবে"। (ইবনু খুযাইমা,ইবনু হিব্বান,ইবনু আবি শাইবা,আহমদ,ত্বাবারানী, আবু ইয়ালা)[236]

মাসআলা-২৩৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন লোক বেঁচে থাকবে আল্লাহ্র নিকট যাদের মোটেও কোন মূল্য থাকবে নাঃ

عن مرداس الاسلمى رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يبالىهم الله بالة (رواه البخارى)

অর্থঃ "মিরদাস আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ভাল লোকেরা এক এক করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, শেষে এমন লোকেরা থেকে যাবে, যাদের মূল্য আল্লাহ্র নিকট খেজুরের ছালের মত। যাদেরকে আল্লাহ্ মোটেও পরওয়া করবেন না"। (বোখারী)[237]

মাসআলা-২৩৫ঃ কিয়ামত তখনই হবে যখন লোকেরা ভালকে ভাল মনে করবে না এবং খারপকে খারপ মনে করবে নাঃ

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من اهل الارض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا (رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ পৃথিবী থেকে ভাল লোকদেরকে উঠিয়ে না নিবেন। এরপর শুধু নিকৃষ্ট লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। যারা ভালকে ভাল মনে করবে না আর না খারাপকে খারপ মনে করবে না।" (আহমদ)[238]

মাসআলা-২৩৬ঃ কিয়ামতের পূর্বে অন্যান্যদের তুলনায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি হবেঃ

عن المستورد القرشى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة و الروم اكثر الناس (رواه مسلم)

---

236 -আহকামুল জানায়েয লি আলবানী পৃঃ২১৭।

237 -কিতাবুর রিকাক বাব,জিহাব সালেহীন।

238 -মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/২৫, কিতাবুল ফিত্তান, হাদীস নং-১২৬০৬।

অর্থঃ "মোস্তাওরেদ আল কোরাশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের সময় রূমদের সংখ্যা অধিক হবে"। (মুসলিম)[239]

মাসআলা-২৩৭ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পৃথিবীতে আল্লাহ্র নাম নেয়ার মত একজন লোকও থাকবে নাঃ

عن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ্ বলার মত একজন লোক বেঁচে থাকবে।" (মুসলিম)[240]

মাসআলা-২৩৮ঃ কিয়ামতের পূর্বে শয়তান লোকদেরকে মূর্তিপূজা না করলে শরম দিবে আর লোকেরা তখন বিনা বাক্য ব্যায়ে মূর্তিপূজা শুরু করবেঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فى امتى فيمكث اربعين لا ادرى اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما فيبعث الله عيسى ابن مريم كانه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد فى قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان الا قبضته حتى لو ان احدكم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس فى خفة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول الا تستحيون فيقولون فما تأمرون فيأمروهم بعبادة الاوثان وهم فى ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا و رفع ليتا (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জাল এসে আমার উম্মতের মাঝে চল্লিশ দিন

---

239 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া।

240 - কিতাবুল ঈমান বাব জিহাবুল ঈমান আখেরু যামান।

পর্যন্ত থাকবে। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) আমার জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চল্লিশ দিনের কথা বলেছেন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছরের কথা। এরপর আল্লাহ্ ঈসা বিন মারইয়ামকে পাঠাবেন। তাঁর আকৃতি উরওয়া বিন মাসউদের আকৃতির ন্যায়। ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর লোকেরা সাত বছর পর্যন্ত এমনভাবে জীবন যাপন করবে, যে কোথাও দু' ব্যক্তির মাঝে কোন কথা কাটা কাটি হবে না। সাত বছর পর আল্লাহ্ সিরিয়ার দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস প্রেরণ করবেন, এর ফলে পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ ঈমান সমপন্ন লোক বেঁচে থাকবে না। এমন কি কোন ঈমানদার লোক যদি কোন পাহাড়ের গুহায়ও আশ্রয় নেয়, সেখান থেকেও তার জান কবজ করা হবে। এর পর নিকৃষ্ট লোকেরা বেঁচে থাকবে যাদের মধ্যে পশু পাখীর জ্ঞানও থাকবে না। তারা ভালকে ভাল মনে করবে না এবং খারাপকে খারপ মনে করবে না। এরপর তাদের নিকট শয়তান এসে বলবে তোমাদের কি লজ্জা হয় না, লোকেরা জিজ্ঞেস করবে তুমি আমাদেরকে কি নিদের্শ দিতেছ? সে তাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিবে, ফলে তারা মূর্তি পূজা করতে শুরু করবে। তাদের রিযিকে বৃদ্ধি হবে, জীবন আরামদায়ক হবে, এমতাবস্থায় শিংঙ্গায় ফুঁ দেয়া হেব, যেই এ আওয়াজ পাবে সেই তার গর্ধান এক দিকে ঝুঁকিয়ে দিবে এবং অন্য দিকে ফিরাবে" (বেহুস হয়ে যাবে)। (মুসলিম)[241]

মাসআলা-২৩৯ঃ অজ্ঞতা এত ব্যাপক হবে যে নামায রোযা কোরবানী দান-খয়রাত সম্পর্কে কেউ কিছু জানবে নাঃ

মাসআলা-২৪০ঃ অনেকে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে; কিন্তু তার মর্মার্থ সম্পর্কে কিছুই জানবে নাঃ

عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عزوجل فى ليلة فلا يبقى فى الارض منه اية و تبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادركنا ابائنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইসলাম এমনভাবে পুরাতন হয়ে যাবে যেমন কাপড়ের নকশা পুরান হয়ে যায়, এমন কি রোযা নামায কোরবানী,দান খয়রত সম্পর্কে অবগত কোন লোক বেঁচে থাকবে না। কোরআ'ন এক রাতে এমনভাবে গায়েব হয়ে যাবে, যে তার একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। কিছু লোক থাকবে যাদের মধ্যে বয়স্ক নারী পুরুষরা বলবে

---

[241]-কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া,বাব যিকর দাজ্জাল।

যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলতে শুনেছি, তাই আমরাও তা বলছি।" (ইবনে মাযা)[242]

মাসআলা-২৪১ঃ লোকেরা রাস্তায় ব্যভিচার করবে তখন সবচেয়ে ভাল লোক তারাই হবে যারা ব্যভীচারকারীকে নসিহত করে বলবেঃ দেয়ালের আড়ালে যাওঃ

عن ابی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال والذی نفسی بيده لا تفنى هذه الامة فيفترشها فی الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريتها وراء هذا الحائط (رواه ابو يعلى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এ উম্মত শেষ হওয়ার পূর্বে অবস্থা এমন হবে যে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে রাস্তায় ব্যভিচার করতে থাকবে, তখন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক সেই হবে যে বলবেঃ "যদি এ দেয়ালের পিছনে চলে যাইতে তাহলে ভাল হত।" (আবু ইয়ালা)[243]

মাসআলা-২৪২ঃ মানুষ জানোয়ারের ন্যায় রাস্তায় ব্যভীচার করবেঃ

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتی يتسافدوا فی الطرق تسافد الحمير (رواه البزار والطبرانی)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা রাস্তায় গাধার ন্যায় ব্যভীচার না করবে"। (বায্যার, ত্বাবারনী)[244]

***

242 - কিতাবুল ফিতান,জিহাবুল কোরআ'ন ওয়াল ইলম। (২/৩২৭৩।

243 -মাজমাউয্যাওয়ায়েদ,(৭/৬৪০) কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-১২৪৭৬।

244 - মাজমাউয্যাওয়ায়েদ,(৭/৬৪০) কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-১২৪৫২।

مسائل متفرقة

বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলা-২৪৩ঃ যখন আল্লাহ্র অবাধ্যতা ব্যাপকতা লাভ করে তখন তাঁর শাস্তি ভাল-মন্দ সকলের ওপরই পতিত হয়ঃ

عن ام سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ظهرت المعاصى فى امتى عمهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما فيهم صالحون؟ قال بلى فقلت فكيف يصنع باولئك؟ قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصبرون الى مغفرة من الله ورضوان (رواه احمد)

অর্থঃ "উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে যখন নাফরমানী ব্যাপকতা লাভ করবে, তখন আল্লাহ্ সবার ওপর স্বীয় আযাব অবতীর্ণ করবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূ লাল্লাহ্ তখন ভাল লোক থাকবে না? তিনি বললেনঃ কেন নয়? আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম তাহলে আল্লাহ্ এ ভাল লোকদেরকে কেন শাস্তি দিবেন? তিনি বললেনঃ পৃথিবীতে ভাল লোকদের প্রতিও ঐভাবে আযাব আসবে যেমন খারাপ লোকদের ওপর আসে; কিন্তু কিয়ামতের দিন ভাল লোকেরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ক্ষামা লাভ করবে"।(আহমদ)[245]

মাসআলা-২৪৪ঃ পূর্বদিক থেকে ফিতনা আসার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر الا ان الفتنة ها هنا يشير الى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ,তিনি এ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেনঃ সাবধান! ফিতনা এদিক থেকে আসবে, এ বলে তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করলেন, যেদিক থেকে শয়তানের শিং বের হয়।" (বোখারী)[246]

245 - মাজমাউয্যাওয়ায়েদ,(৭/৫২৯) কিতাবুল ফিতান,হাদীস নং-১২১৪৫।

246 - কিতাবুল মানাকেব,বাব নিসবাতুল ইয়ামেন ইলা ইসমাঈল।

নোটঃ শয়তান সূর্য উদিত হওয়ার সময় স্বীয় শিং সূর্য উদিত হওয়ার স্থানে রেখে দেয়, যাতে করে সূর্য পূজারীদের সেজদা শয়তান পায়। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ব দিকে ইশারা করার সাথে সাথে একথাও বলেছেন, যেখান থেকে শয়তানের শিং বের হয়।)

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر و الخيلاء فى اهل الخيل والابل القدادين اهل الوبر والسكينة فى اهل الغنم (رواه مسم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কুফরীর চুড়া পূর্বদিকে, গৌরব ও অহংকার ঘোড়া ও উটের মালিকদের মাঝে। যারা মরুভূমি ও তাবুতে থাকে, কোমলতা ও নমনীয়তা বকরীর মালিকদের মাঝে।" (মুসলিম) [247]

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء فى المشرق والايمان فى اهل الحجاز(رواه مسلم)

অর্থঃ "জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কঠোর মন ও রূঢ় ভাষা পূর্বদিকের লোকদের মধ্যে, আর ঈমান হিজাজের অধিবাসীদের মধ্যে।" (মুসলিম)[248]

মাসআলা-২৪৫ঃ কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মাঝে যুদ্ধ হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان و تكون بينهما مقتلة عظيمة و دعواهما واحدة (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা, যতক্ষণ না মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মাঝে যুদ্ধ হবে, তাদের মাঝে তুমুল লড়াই হবে, অথচ এ উভয় দলের দাবী একেই হবে"। (মুসলিম)[249]

নোটঃ আলেমগণের মতে এ দুটি দল বলতে জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ এবং সিফফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাগণ।)

---

[247] -কিতাবুল ঈমান বাব তাফাযুল আহলুল ঈমান ফিহ।

[248] - কিতাবুল ঈমান বাব তাফাযুল আহলুল ঈমান ফিহ।

[249] -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সা্‌য়া।

মাসআলা-১৪৬ঃ কিয়ামতের পূর্বে হিজাজ থেকে এক টুকর আগুন বের হয়ে তা বাসরার উট সমূহের গর্দান আলোকিত করবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না হিজাজ থেকে এক টুকর আগুন বের হয়ে, বাসরার উটসমূহের গর্দান আলোকিত করবে"। (বোখারী)[২৫০]

মাসআলা-২৪৭ঃ কিয়ামতের পূর্বে কাহতান বংশের এক ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর নেতৃত্ব দিবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না কাহত্বান বংশের এক ব্যক্তি তার লাঠি দিয়ে মুসলমানদেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।" (বোখারী)[251]

মাসআলা-২৪৮ঃ উম্মত মোহাম্মাদীকে ধ্বংস করবে কোরাইশ বংশের কতিপয় যুবকঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلكة امتى على يدى غلمة من قريش (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমার উম্মতের ধ্বংস কোরইশদের কিছু যুবকদের হাতে।" (বোখারী)[252]

মাসআলা-২৪৯ঃ কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা অত্যন্ত গৌরবের সাথে উঁচু ও চাকচিক্য মসজিদ নির্মাণ করবে; কিন্তু নামায আদায় করবে নাঃ

---

250 - কিতাবুল ফিতান,বাব খুরুজিন নার।

251 -কিতাবুল ফিতান-বাব।

252 - কিতাবুল ফিতান,বাব কাওলিন্নাবী হালাকাতু উম্মাতি আলা ইয়াদাই গুলাইম সুফাহা।

عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না মসজিদ নিয়ে গৌরব করবে।" (আবুদাউদ)[253]

عن ابى مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة ان يمر الرجل فى المسجد لا يصلى فيه ركعتين وان لا يسلم الرجل الا على من يعرف (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "আবু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের একটি এইযে, মানুষ মসজিদ অতিক্রম করবে; কিন্তু নামায আদায় করবে না, আর শুধু ঐ ব্যক্তিকে সালাম দিবে যাকে সে চিনে।" (ত্বাবারানী)[254]

মাসআলা-২৫০ঃ স্বজনপ্রীতি কিয়ামতের ফিতনাঃ

عن اسيد بن حضير رضى الله عنه ان رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملت فلانا ولم تستعملنى قال انكم سترون بعدى اثرة فاصبروا حتى تلقونى (رواه البخارى)

অর্থঃ "উসাইদ বিন হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অমুককে কাজে নিয়েছেন অথচ আমাকে কাজে নিলেন না? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা আমার পরে স্বজন প্রীতি দেখতে পাবে। তখন তোমরা তাতে ধৈর্যধারণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আমার সাথে মিলিত হও।" (বোখারী)[255]

সমাপ্ত

---

253 -কিতাবুস্‌সালা, বাব পি বিনাইল মাসাজিদ (১/৪৩২)

254 -সহীহ্ আল জামে আস্‌সাগীর লি আলবানী খঃ৫, হাদীস নং-৫৭৭২।

255 - কিতাবুল ফিতান, কাউলিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাতারাওনা বা'দী ওমুরা তুনকিরুনাহা।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাফহীমুস্সুন্না সিরিজের গ্রন্থ সমূহঃ

(১) কিতাবুত্ তাওহীদ

(২) ইত্তেবায়ে সুন্না

(৩) কিতাবুত্ ত্বাহারা

(৪) কিতাবুস্ সালা

(৫) কিতাবুস্ সিয়াম

(৬) কিতাবুস্ সালা আলান্ নাবী (সঃ)

(৭) কবরের বর্ণনা

(৮) জান্নাতের বর্ণনা

(৯) জাহান্নামের বর্ণনা

(১০) কিয়ামতের আলামত

(১১) যাকাতের মাসায়েল

(১) কিয়ামতের বর্ণনা (প্রকাশের অপেক্ষায়)

(২)ত্বালাকের মাসায়েল (প্রকাশের অপেক্ষায়)